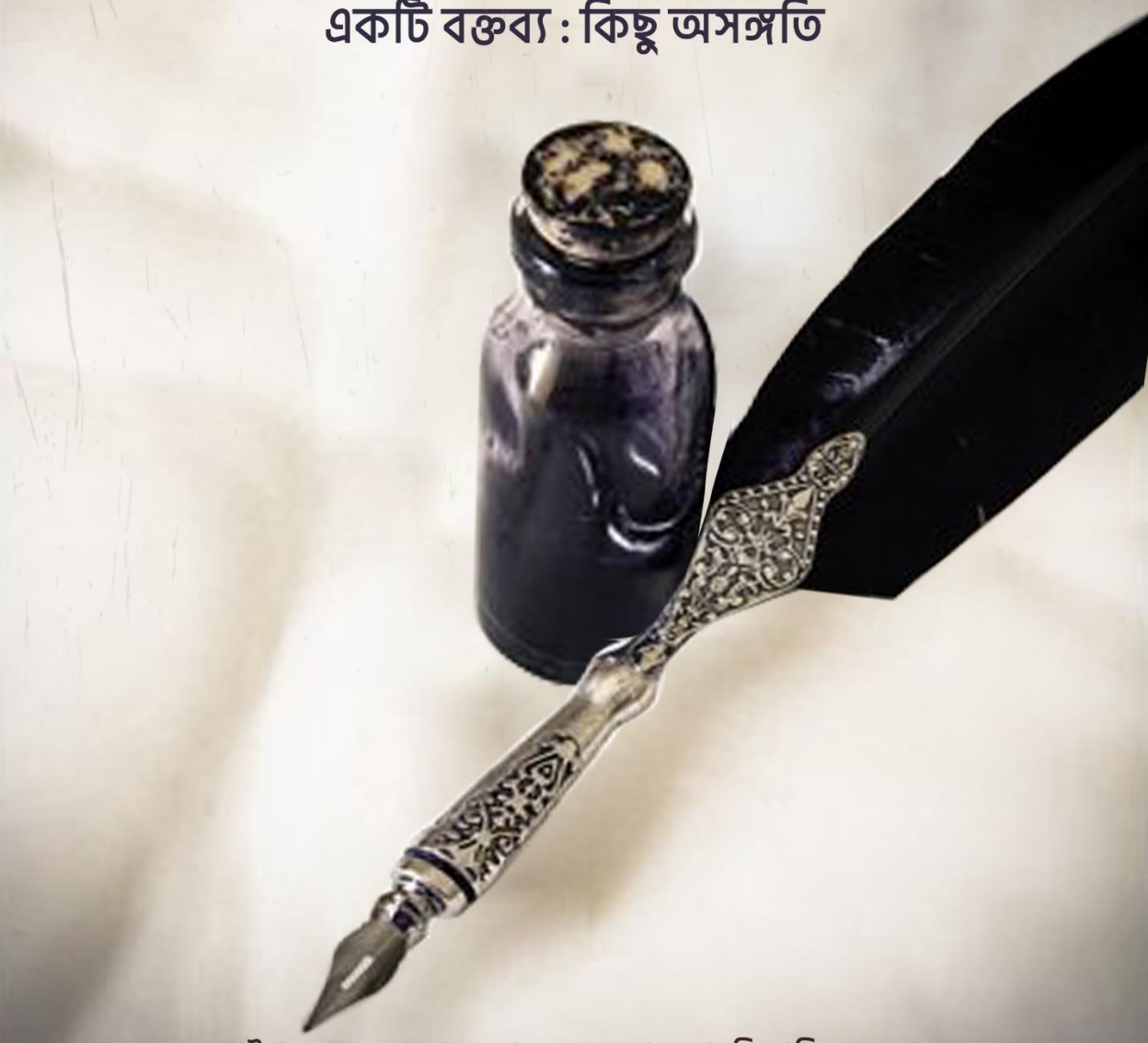
দারুল ইসলাম ও দারুল হারব

মুফতি আবুল হাসান মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ'র
একটি বক্তব্য : কিছু অসঙ্গতি



শাইখ আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহদি হাফিযাহুল্লাহ

দারুল ইসলাম
ও দারুল হারব

মুফতি আবুল হাসান মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ'র

একটি বক্তব্য : কিছু অসঙ্গতি

শাইখ আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহদি হাফিযাহুল্লাহ

দারুল ইসলাম ও দারুল হারব, পরিভাষা দু'টি কি বিলুপ্ত?

মুহতারাম মুফতি আবুল হাসান মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ দারুল ইসলাম ও দারুল হারব সম্পর্কে কিছু কথা বলেছেন। শেষ কথা ছিল, দারুল ইসলাম ও দারুল হারব, এই পরিভাষা দু'টি না মানলেও কোনো সমস্যা নেই। বর্তমান পৃথিবীতে দারুল ইসলাম যেমন নেই, তেমনি দারুল হারবও নেই। হাঁ, সর্বোচ্চ ইজরাইলকে দারুল হারব বললেও বলা যায়!

আমরা তাঁর বক্তব্যের উপর শরীয়তের আলোকে কিছু পর্যালোচনা করেছি। শুরুতেই পাঠকের জন্য পর্যালোচনার সার সংক্ষেপ তুলে ধরছি -

- আদম আলাইহিস সালাম ও ইবলিশ থেকে শুরু করে সর্ব যুগেই হক বাতিলের লড়াইয়ের সূচনা ছিল শব্দ ও পরিভাষার বিকৃতি ও অপপ্রয়োগ, যা আজকের তথ্যসন্ত্রাসের যুগে পূর্বের যে কোনো কালের চেয়েও কঠিন ও নিষ্ঠুর বাস্তবতা। এজন্য কোরআনে কারীম এ বিষয়ে আমাদেরকে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও নির্দেশনা দিয়েছে এবং শব্দ ও পরিভাষার অপপ্রয়োগ ও বিকৃতি সম্পর্কে সতর্ক করেছে।
- নবী-রাসূল প্রেরণের মূল উদ্দেশ্যই হল, সকল ভ্রান্ত ধর্মের মোকাবেলায় আল্লাহর যমিনে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করা। যা যমিনের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব এবং প্রতিরক্ষা শক্তি ব্যতীত আদৌ সম্ভব নয়।
- কিন্তু মুসলিম উম্মাহ আজ তাদের দ্বীনের এই গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো ছেড়ে দিয়েছে এবং ইসলাম ধর্মকে ব্যক্তিজীবনে সীমাবদ্ধ একটি বৈরাগী ধর্মে পরিণত করেছে। একই সঙ্গে এই অন্যায় কর্মকে বৈধতা দেয়ার জন্য শরীয়তের এ সংক্রান্ত নির্দেশনা, পরিভাষা ও বিধি বিধানের তাহরীফ ও বিকৃতি করে চলেছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হল এপ্রসঙ্গে আজ বরেণ্য একজন আলেমের নামও আমাদেরকে উচ্চারণ করতে হচ্ছে!
- তিনি বলেছেন, দারুল ইসলাম ও দারুল হারব নসের ইসতেলাহ বা পরিভাষা নয়। অথচ আমরা দেখছি, কোরআন সুন্নাহর অসংখ্য নুসূস ও শরীয়তের অনেক দলিল দ্বারাই তা প্রমাণিত।

- তিনি বলেছেন, দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের বিভাজন হাদীসে নেই। অথচ আমরা দেখি অনেক আয়াত এবং হাদীসেই এই বিভাজনের কথা আছে; বরং অনেকে বলেছেন তা ইজমা দ্বারাও প্রমাণিত!

- একইভাবে এই দুই প্রকারের বাইরে যে কোনো রাষ্ট্র নেই, তার উপরও ফকীহদের কেউ কেউ ইজমা উদ্ধৃত করেছেন।

- যদি বলা হয়, আমরা যেভাবে বলি সেভাবে নসে নেই, তাহলে আমরা বলব এমন আপত্তি খোদ কালিমা তায়্যিবা সম্পর্কেও আছে, সেখানে কী বলা হবে? তাকলিদ, মাযহাব, ফরজ, ওয়াজিব, নফল ইত্যাদি পরিভাষাগুলো সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। শরীয়তের সর্বসম্মত চার উৎসমূলের তৃতীয় ও চতুর্থটি যথাক্রমে ইজমা ও কিয়াস সম্পর্কেও একই কথা। সেখানে মতামত কী হবে? হিন্দু, বৌদ্ধ, কাদিয়ানিরা কাফের বা মুশরিক, এভাবে কোরআন সুন্নাহর কোথাও নেই। তাদেরকে কাফের বলা হবে কোন দলিলের ভিত্তিতে? এসব ক্ষেত্রেও কী বলা হবে, বিষয়গুলো কোরআন সুন্নাহর নসে এভাবে নেই, সুতরাং তাতে দ্বিমত করার সুযোগ আছে?!

- যদি তর্কের খাতিরে মেনে নেয়া হয় যে নসে এই বিভাজন নেই, তবুও কি শরীয়তের কোনো দলিলেই তা নেই?

- কাজি আবু ইয়ালা হাম্বলি রহ. (মৃত্যু: ৪৫৮ হিজরি) বলেছেন, 'উক্ত দুই প্রকারের বাইরে তৃতীয় প্রকার 'দারে'র ধারণা ক্বাদরিয়্যাদের আকিদা!'

- বিভ্রান্ত কিংবা স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরা কিভাবে তাঁর এ বক্তব্যকে ঈমান ও কুফরের পার্থক্যরেখা মুছে ফেলার ভয়ঙ্কর ও সুদূরপ্রসারী প্রকল্পের অংশ বানিয়ে ফেলছে, এবং ভবিষ্যতে এটি কোন রূপ ধারণ করতে পারে, মুহতারাম মুফতি আব্দুল্লাহ হাসান যদি একটু ভেবে দেখতেন!

- তিনি বলেছেন, পৃথিবীতে এখন যে রাষ্ট্রগুলো জাতিসংঘের সদস্য, এই রাষ্ট্রগুলোর যে দুস্তর; যে নিয়ম কানুন, সে নিয়ম কানুনগুলোতে এমন নীতিমালা রাখা হয়েছে, যেটা দারুল হারবের সংজ্ঞার সাথে মানানসই না। কিন্তু আমরা দেখছি এই নীতিমালাগুলোর কারণেই বর্তমান রাষ্ট্রগুলো ফুকাহায়ে কেরামের দারুল হারবের সংজ্ঞার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়।

- তিনি বলেছেন, দারুল হারব এমন একটা জায়গার নাম, যেই জায়গাটা যুদ্ধাবস্থায় থাকে মুসলমানদের সাথে। এজন্যই নাম হল দারুল হারব। হারব মানেই যুদ্ধ। মুসলমানদের সাথে তারা যুদ্ধাবস্থায় থাকে। সেখানে কোনো মুসলিমের জান নিরাপদ নয়। সে তার ঈমান নিয়ে বাঁচতে পারে না। এটা হল দারুল হারবের সংজ্ঞা, আমরা পড়লেই পাব। কিন্তু আমরা পড়ে কোথাও এমন সংজ্ঞা পাইনি। যা পেয়েছি তার সঙ্গে তাঁর কথার কোনো মিল পাইনি।

- আমরা পড়ে পেয়েছি, চার মাযহাবেই দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের ভিত্তি হল রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত বিধান এবং শাসকের ধর্ম। দারুল হারব হল, যে রাষ্ট্রটি কুফরি আইনে চলে, মানব রচিত আইনে চলে এবং যে রাষ্ট্রটির শাসক কাফের, মুশরিক বা মুরতাদ। পক্ষান্তরে দারুল ইসলাম হল যে রাষ্ট্রটি ইসলামী আইনে চলে এবং যার শাসক মুসলিম।

- এই কথাটি আমরা অসংখ্য ফকীহের বক্তব্যে পেয়েছি। পেয়েছি ইমাম আবু ইউসুফ রহ. (মৃত্যু: ১৮২ হি.), ইমাম মুহাম্মাদ রহ. (মৃত্যু: ১৮৯ হি.), ইমাম জাসসাস রহ. (মৃত্যু: ৩৭০ হি.), আল্লামা সারাখসী রহ. (মৃত্যু: ৪৮৩ হি.), আল্লামা কাসানি রহ. (মৃত্যু: ৫৮৭ হি.), শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. (মৃত: ১২৩৯ হি.), রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি রহ. (মৃত: ১৩২৩ হি.), ইদরিস কান্ধলবি রহ (মৃ: ১৩৯৪ হি:), ইউসুফ বানুরি রহ. (মৃ: ১৩৯৭ হি:), কারি মুহাম্মাদ তাইয়িব রহ. (মৃ: ১৪০৩ হি:) প্রমূখ থেকে। একই কথা পেয়েছি ইমাম মালেক রহ. (মৃত্যু: ১৮৯ হি.), ইমাম শাফেয়ি রহ. (মৃ: ২০৪ হি:) এবং ইমাম আহমাদ রহ. (মৃত্যু: ২৪১ হি.) সহ তাঁদের মাযহাবের আরো অনেক ফকীহ থেকেও।

- সমকালীন ও নিকট অতীতের অসংখ্য উলামায়ে কেরাম থেকেও আমরা একই কথা পেয়েছি। সমকালীন অনেক আলেমের উদ্ধৃতি আমরা উল্লেখ করেছি, সেখানে কোথাও আমরা মুফতি আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহর কথাটি পাইনি। এছাড়াও আরো উদ্ধৃতি আমাদের কাছে আছে।

- আমরা পেয়েছি যে জায়গাটি যুদ্ধাবস্থায় থাকে না, সেটিও দারুল হারব হতে পারে।

- একইভাবে ফকীহদের অনেকে একথা সুস্পষ্ট করেই বলেছেন যে, দারুল হারব হওয়ার জন্য ফিলহাল যুদ্ধরত হওয়ার জরুরি নয়।

- অবশ্য ইমাম আবু হানিফা রহ. একটি দারুল ইসলাম দারুল হারবে রূপান্তরিত হওয়ার জন্য সেখানে মুসলিমদের সাবেক নিরাপত্তা বহাল না থাকার কথা বলেছেন। কিন্তু সে কথা আর মুফতি আব্দুল্লাহ সাহেবের কথা এক নয়। দুটির ব্যবধান আকাশ পাতাল।

- আমরা আরো দেখেছি, ফুকাহায়ে কেরামের দৃষ্টিতে দারের বিধান নির্ণয়ে নিরাপত্তার কোনো ভূমিকা নেই।

- মুফতি আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ বলেছেন, এখনকার জাতিসংঘের অধীন রাষ্ট্রগুলোর সংবিধানে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিককে সমান অধিকার দেয়া আছে। একারণে এই রাষ্ট্রগুলো দারুল হারব হয় না। অথচ সকল ধর্ম সমান এবং সকল ধর্মের অনুসারী সমান, এটা গণতন্ত্রের এমন একটা ধারা, যা সর্বসম্মত কুফর এবং এই কুফরি ধারার কারণেই ফুকাহায়ে কেরামের সংজ্ঞানুযায়ী একটি রাষ্ট্র দারুল হারবে পরিণত হয়।

- তিনি বলেছেন, সংবিধানের এই ধারার কারণে আমেরিকাও দারুল হারব নয়। অথচ আমরা যদি ফুকাহায়ে কেরামের সংজ্ঞা বাদ দিয়ে তাঁর প্রদত্ত সংজ্ঞাও ধরি, তবুও আমেরিকা দারুল হারবই সাব্যস্ত হয়। কারণ তিনি বলেছেন, যে রাষ্ট্রটি মুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধাবস্থায় থাকে সেটি দারুল হারব। এবার পাঠকই বিচার করুন, আমেরিকা মুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধাবস্থায় আছে কি নেই? আমেরিকার নেতৃত্বে ন্যাটো জোট যতগুলো রণাঙ্গনে যুদ্ধ করে যাচ্ছে, তা মুসলমানদের সঙ্গে করছে, না হিন্দু বৌদ্ধ বা খ্রিস্টানদের সঙ্গে করছে? না জঙ্গী ও সন্ত্রাসীদের সঙ্গে করছে? ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদ ও গণহত্যায় কত ভাগ ভূমিকা আমেরিকা রাখছে? এরকম অসংখ্য প্রশ্ন আশা করি প্রত্যেক সচেতন পাঠকের মনেই থাকবে।

- তিনি বলেছেন, দারুল হারব হলে তো সেখান থেকে দারুল ইসলামে হিজরত করা আবশ্যক। সুতরাং কোনো রাষ্ট্রকে দারুল হারব বলতে হলে দারুল ইসলাম দেখাতে হবে। যারা এখন দারুল হারব বলছে, তাদেরকে আগে দারুল ইসলামে হিজরত করে দেখাতে হবে এটা দারুল ইসলাম। দারুল ইসলাম ছাড়া শুধু দারুল হারব বলে দিলেই সামাধান হবে না। কিন্তু আমরা দেখেছি, দারুল দারুল হারব হলেই সেখান থেকে হিজরত করা আবশ্যক নয় এবং হিজরতও একমাত্র দারুল ইসলামেই করতে হবে তাও

জরুরি নয়। তাছাড়া দারুল ইসলাম না থাকলে দারুল হারবকেও দারুল হারব বলা যাবে না। এটি বিচিত্র একটি কথা। তাঁর মতো একজন বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ ব্যাক্তিত্বের কাছ থেকে আসা বিস্ময়কর।

- তিনি বলেছেন ইজরাইল দারুল হারব কি না, তা নিয়ে মতভেদ আছে। বললেও বলা যায়! লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজিম! যেই রাষ্ট্রটির ভিত্তি, জন্ম, অস্তিত্ব, বেড়ে ওঠা ও প্রতিপালন মুসলিমের রক্তে সিঞ্চিত প্রতিনিয়ত, কাঁচা শিশুর নির্মল কচি রক্তে এক বিকেল সিঞ্চিত না হলে যে রাষ্ট্রযন্ত্রের পাতাপল্লবগুলো সতেজ রাখা যায় না, যে রাষ্ট্রের প্রধান রাষ্ট্রীয় মিশন মুসলিম নিধন, এ উদ্দেশ্যে যে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিককে; এমনকি প্রতিটি নারীকে পর্যন্ত বাধ্যতামূলক সেনা প্রশিক্ষণ নিতে হয়, সেই রাষ্ট্রটিও যুদ্ধাবস্থায় নেই! তাই রাষ্ট্রটিকে দারুল হারব বিবেচনা করার ক্ষেত্রে দ্বিমত আছে? আল্লাহ এই কষ্ট লাঘবের ব্যবস্থা করে দিন! দোয়া ছাড়া আর কী-ই বা করতে পারি প্রতিবাদের ভাষাও যে হারিয়ে যায় কখনো কখনো...

- তিনি বলেছেন, পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলো এখন দারুল ইসলামও নয়, দারুল হারবও নয়; বরং দারুল আমন। ফুকাহায়ে কেরামের কেউ এই তৃতীয় প্রকার দারের কথা স্বীকার করেন, কেউ করেন না। যারা স্বীকার করেন, তাদের মধ্যে তিনি আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. এবং তাকি উসমানি হাফিযাহুল্লাহর নাম উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের মোকাবেলায় তৃতীয় আরেক প্রকার দার হিসেবে দারুল আমনের কথা বলেছেন, এমন কোনো নির্ভরযোগ্য ফকীহের মতামত আমরা খুঁজে পাইনি। আমরা পেয়েছি তৃতীয় প্রকার দারের ধারণা কাদরিয়্যাদের আকিদা। আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. এবং তাকি উসমানি হাফিযাহুল্লাহ থেকেও এমন কথা পাইনি। যা পেয়েছি, তা হল দারুল আমন দারুল হারবেরই একটি প্রকার।

- মুহতারাম মুফতি আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ এর একজন শাগরিদের দাবি অনুযায়ী, তিনি (মুফতি আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ) বলেছেন, বাংলাদেশ সংবিধানের শুরুতে যেসব কুফরি ও শিরকি ধারা উপধারাগুলো আছে, সেগুলো দিয়ে রাষ্ট্রের বিধান নির্ণয় করা যাবে না এবং রাষ্ট্রকে দারুল হারব

বলা যাবে না। কারণ সেগুলো 'কোনা কানির কথা'। 'কোনা কানি' থেকে তুলে আনা কোনো কথা দিয়ে একটি রাষ্ট্রকে দারুল হারব সাব্যস্ত করা যায় না। আবার তিনিই বলছেন সেই সংবিধানে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে নাগরিকদের সমান অধিকার দেয়া আছে বিধায় রাষ্ট্রটিকে দারুল হারব বলা যাবে না। কিন্তু আমাদের বুঝে আসে না, যেই সর্বসম্মত কুফুরিগুলো সংবিধানের প্রস্তাবনায় আছে, সংবিধানের মূলনীতিতে আছে, সংবিধানের ছত্রে ছত্রে বিস্তৃত, সেগুলো কিভাবে সংবিধানের 'কোনা কানির কথা' ও মূল্যহীন হয়ে গেল? অপরদিকে ধর্মনিরপেক্ষতার কুফরি আইনটি কিভাবে সংবিধানের বুকের কথায় রূপান্তরিত হয়ে রাষ্ট্রটিকে দারুল হারব থেকে মুক্তি দিয়ে দিল?

- দারুল হারব সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর বক্তব্যের আরো কিছু উদাহরণ।
- সমস্যা একজন ব্যক্তির নয়; সমস্যা হল ইলমের এই অধ্যায়গুলো আমাদের ভারত উপমহাদেশে দীর্ঘকাল থেকে মুসলিমদের লা-ওয়ারিশ সম্পদে পরিণত হয়ে আছে। ফলে এখানে যার যা ইচ্ছে, তাই বলে বেড়াচ্ছে।
- শেষ কথা: র‍্যান্ড কর্পোরেশনের একটি মূল্যায়ন

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ومن والاه، اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لاشريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، أعوذ بالله من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا، آمين يا رب العالمين. وبعد.

মুফতি আবুল হাসান মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহর বয়ান

কিছুদিন আগে এক ভাই মারকাযুদ দাওয়াহ আলাইসলামিয়া ঢাকা'র পরিচালক, হযরত মুফতি আবুল হাসান মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ'র একটি অডিও বয়ান মেইল করলেন। এদিকে আল্লাহর মেহেরবানিতে ইতিমধ্যে 'দারুল ইসলাম ও দারুল হারব' শিরোনামে অধমের একটি প্রবন্ধ তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে আলহামদুল্লিাহ (প্রকাশিতব্য ইনশাআল্লাহ)। যার শেষাংশে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কিছু মতামতের পর্যালোচনা করা হয়েছে। মুফতি আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহর বয়ানটি শুনে মনে হয়েছে এটিও সেখানে যুক্ত করা জরুরি। কাজটি চলছিল। এর মাঝেই কিছু ভাই খুব জোরালো তাগাদা দিচ্ছিলেন, মুফতি সাহেবের আলোচনাটি অনেককে বেশ বিভ্রান্ত করছে। সুতরাং সময়ক্ষেপণ না করে এখনই সঠিক বিষয়টি সামনে আসা জরুরি। এজন্যই এই লেখাটির আয়োজন। আল্লাহ সহজ করুন, সহীহ লিখার তাওফীক দান করুন, সকল ভ্রান্তি থেকে নিরাপদ রাখুন এবং কবুল করুন।

বিগত শা'বান ১৪৪০ হি. মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়ায় সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠিত একটি কর্মশালায় উপস্থিত উলামায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে মুফতি আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ কথাগুলো বলেছেন। যেখানে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত উলামায়ে কেরাম, বিশেষ করে ইমাম, খতীব ও দায়ীদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি ছিল। পর্যালোচনার সুবিধার্থে একটু বিন্যস্ত করে হুবহু তাঁর শব্দেই বক্তব্যের বিশেষ অংশগুলো তুলে ধরব এবং সেগুলোর উপর সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা করে যাব ইনশাআল্লাহ। আমার বিন্যাসের কারণে তাঁর বক্তব্যের মর্মে কোনো ব্যত্যয় যে ঘটেনি, পাঠককে সেই নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য বক্তব্যের সংশ্লিষ্ট অংশটুকু হুবহু টীকায় তুলে দেয়া হল[1]।

[1] "কিন্তু পৃথিবীতে এখন যে রাষ্ট্রগুলো জাতিসংঘের সদস্য, এই রাষ্ট্রগুলোর যে দুস্তর; যে নিয়ম কানুন, সে নিয়ম কানুনগুলোতে এমন নীতিমালা রাখা হয়েছে, যেটা দারুল হারবের সংজ্ঞার সাথে মাননসই না। দারুল হারব এমন একটা জায়গার নাম, যেই জায়গাটা যুদ্ধ অবস্থায় থাকে মুসলমানদের সাথে। এই জন্যই নাম হল দারুল হারব। হারব মানেই হল যুদ্ধ। মুসলমানদের সাথে তারা যুদ্ধ অবস্থায় থাকে।

সেখানে কোনো মুসলিমের জান নিরাপদ না। সে তার ঈমান নিয়া বাঁচতে পারে না। এটা হল দারুল হারবের সংজ্ঞা, আমরা পড়লেই পাব।

এইজন্য দারুল হারব থেকে হিজরত করা আবশ্যকীয়। হিজরতের মাসআলা যে আছে; হিজরত কোথায় থেকে কোথায় করবে? দারুল হারব থেকে দারুল ইসলামে হিজরতে করবে। তো এখনকার সময়ে একটা জগাখিচুড়ি মার্কা সংবিধান থাকে প্রায় প্রতিটা রাষ্ট্রে। সেই সংবিধানের মধ্যে বলা থাকে যে, নাগরিকদের অধিকার সমান। নাগরিকরা ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে, আরবের (বা আমাদের) সংবিধানেও আছে, আমেরিকার সংবিধানেও আছে। ধর্মের কারণে কোনো নাগরিকের মানের মধ্যে কমতি আর বেশতি হবে না। এই দেশে যত নাগরিক আছে সবাই ভোট দিবে। প্রত্যেকের ভোট সমান। মুসলামনের ভোট দুইটা গণা হবে না; খ্রিস্টানের ভোট একটা গণা হবে না; সবার ভোটই একটা গণা হবে মুসলিম দেশে। অমুসলিম দেশে খ্রিস্টানের ভোট দুইটা গণা হবে না; সেটাও একটা গণা হবে; মুসলমানের ভোটও একটা গণা হবে। রাষ্ট্রীয় নিয়মগুলোকে ঐভাবে সাজানো রয়েছে। তবে একথা ঠিক যে, প্রত্যেক দেশেই সংখ্যালঘু যারা, ওরা কিছু না কিছু নির্যাতিত হয়। ওটা ওদের দেশের আইন অনুযায়ী বে-আইনি। এ কারণে ওখানে তারা আবার আদালতে দারস্থ হয়; হতে পারে চাইলে। তো কানুনগুলো আইনগুলো এমনভাবে সাজানো রাষ্ট্রীয় নিয়মগুলো, যেগুলো দারুল হারবের নিয়মের সাথে মানানসই না।

তো এই জন্য বললাম যে ফিকহের ইসতিলাহে যে দারুল হারব, সেই দারুল হারবটা এখন পাওয়া যাওয়া অনেকটা কঠিন। ইজরাইলের ব্যাপরে কেউ কেউ বলেন। কেউ দ্বিমতও পোষণ করেন। বললেও বলা যায়। কারণ ইজরাইলের আইনগুলো ইয়াহুদি ভিত্তিক অনেকটা। আর অন্যান্য রাষ্ট্র প্রায়ই একরকম। ঠিক একই কথা দারুল ইসলামের ব্যাপারে প্রযোজ্য।

আচ্ছা দারুল হারব থেকে তো হিজরত করতে হয়, নাকি? তো হিজরত করে যাবে কোন দেশে? সেই দারুল ইসলাম কোন কোনটা? পৃথিবীর কোন কোন রাষ্ট্র দারুল ইসলাম? আপনারা দুই একটা রাষ্ট্রের নাম বলেন, যেখানে হিজরত করা যাবে। (একজন বললেন) তুরস্ক। হাঁ, তুরস্ক? ওটা এখনো পর্যন্ত সেক্যুলার। আইন অনুযায়ী এখনো পর্যন্ত সেক্যুলার। তুরস্কের আইনে এখনো লেখা আছে, তারা এখনো ধর্মনিরপেক্ষ। ধর্মনিরপেক্ষ থাকলে যেই সুযোগ সুবিধাগুলো থাকা উচিত, সেই সুযোগ সুবিধাগুলো আতাতুর্কের যুগে ছিল না। এরদোগান এসে এতটুকু কাজ করতে পারছে যে, হাকিকি অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতার যে তাকাযা, ধর্মনিরপেক্ষ ওদের কথা হল আপনি ব্যক্তিগত পর্যায়ে ধর্মীয় অনুশাসন মানতে পারবেন, মেনে চলতে পারবেন। তুরস্কে ওটাই ছিল না। এরদোগান এসে অতটুকু করেছে। অর্থাৎ তাদের ভাষা অনুযায়ী ধর্মনিরপেক্ষতা পর্যন্ত এনেছে। কিন্তু সেখানে বাকি বহু কিছুই এখন পর্যন্ত চলে সেক্যুলার রাষ্ট্রের মতো এবং আইনগতভাবে তুরস্ক এখনো সেক্যুলার।

আরেকটা কোন দেশের নাম জানি বলল? (৫:১৭ মি. -এ পর্যায়ে একজন বললেন, সৌদি আরব। আরেকজন তার চেয়ে উচ্চস্বরে বললেন আফগানিস্তান। কিন্তু হযরত আফগানিস্তান শব্দটি এড়িয়ে সৌদি আরব শব্দটি ধরে বললেন) সৌদি আরব কোনো দারুল ইসলাম না। সৌদি আরব হল মুসলমানদের রাষ্ট্র। শুধু সৌদি আরব একা না। সৌদি আরব এবং আরবের আরো কিছু কিছু রাষ্ট্রে কিছু কিছু কানূন আছে। বিশেষত ফৌজদারি কানূন; ফৌজদারি আইন। যেগুলোকে আমরা বলি এবং কিতাবি ভাষায় বলে 'আততশরীউল জিনাঈ'। হুদূদ, কিসাস এ জাতীয় জিনিস। সেগুলো আরবের কিছু কিছু রাষ্ট্রে আগে থেকেই প্রচলিত আছে। কিন্তু সেটা দারুল ইসলাম না। তারা ঘোষণা করেনি যে, তাদের রাষ্ট্রটা ইসলামী অনুশাসন অনুযায়ী চলবে। এজন্য সৌদিতে যত কিছু এখন মুহাম্মাদ বিন সালমান, সৌদির যুবরাজ সেখানে যা যা করছে, সেখানে ভিন্ন ধরনের নামে বিশাল সিটি বানানো হচ্ছে, সেখানে মেয়েদের যে অনেক কিছুর সুযোগ করে দিয়েছে, এটা তাদের আইন। এবং সে বলছে যে, ... (এখানে রেকর্ডের ৬:২৫-৬:৩০ সে.এ একটি শব্দ অস্পষ্ট) সৌদি আরব ...(এখানেও একটি শব্দ অস্পষ্ট) চলছে। মাঝে যে কড়াকড়ি করেছে ধর্মের ব্যাপারে, এটা গলদ পথে ছিল। আসল ইসলাম ওটা না। ও মডারেট ইসলাম

পর্যালোচনায় যাওয়ার পূর্বে পাঠক এক নজরে টীকাটি দেখে নিতে পারেন ইনশাআল্লাহ।

বলছে; মডারেট ইসলাম নিবে। তো মডারেট ইসলাম মানে হল তার মত এবং তার মতো লোকেদের আবিস্কৃত ইসলাম। তো সৌদি আরব ইসলামী রাষ্ট্র না।

সত্যিকারে দারুল ইসলাম এমন একটা রাষ্ট্রে নাম, যে হুদূদ ও কিসাস নাফেয করে, মুসলমানরা পৃথিবীতে যেখানে যে এলাকায় যারা নির্যাতিত; 'মুসতাদআফীন', তাদের ব্যাপারে তারা ব্যবস্থা নেয়। মুসলমানরা যদি কোনো জায়গায় নির্যাতিত হয়, সেখানে জিহাদ করা, তাদেরকে উদ্ধার করা, এসব ব্যাপারে যারা কার্যকরি পদক্ষেপ নিবে, তারাই দারুল ইসলামের লোক। দারুল ইসলাম থাকলে তো আমরা খলীফাও পেয়ে যেতাম। দারুল ইসলামের যিনি পরিচালক, তিনিই হলেন খলীফা। তো এখন যে আপনাকে বলছে এটা দারুল হারব, তো হিজরত করবে কোথায়? (নিজেই ব্যাঙ্গ করে উত্তর দিচ্ছেন) দারুল ইসলামে! দারুল ইসলাম হল সমুদ্রের মাঝখানে। ওখানে গেলেও কোস্টগার্ডে যাইয়া ধরবে। হাদীসের মধ্যে তো আছে শেষ যুগে ঈমান রক্ষা করতে পাহাড়ে যাও, একটা লোক ঈমান রক্ষা করতে পাহাড়ে যাবে কি না? ছাগল নিয়া? এখন যাইয়া দেখেন না? বাবারে কোন গোয়েন্দা, কোন দেশের গোয়েন্দা কোন বিপদ করতে এসেছে?

পৃথিবীর প্রেক্ষাপট পাল্টেছে। তো সাথে যোগ করি, আপনারা আরো পড়াশোনা করেন। দারুল ইসলাম এবং দারুল হারব, এটা নসের ইসতেলাহ না। এটা পরবর্তী ফুকাহায়ে কেরামের ইজতেহাদি ইসতেলাহ। নাসের মধ্যে; আপনি হাদীসে দারুল ইসলাম, দারুল হারব ভাগ করার কোনো শব্দ পাবেন না। এটা পরবর্তী ওয়ালাদের কথা। যারা এখন দারুল হারব বলছে, আগে তাদের হিজরত করে চলে যাওয়া দরকার দারুল ইসলামে এবং যাইয়া দেখাইয়া দেয়া দরকার, এটা দারুল ইসলাম, আস এটা নিরাপদ। এখানে হুদূদ কিসাস নাফেয আছে। এরা মুসলমানদের জন্য মুসতাদআফীনদের জন্য লড়াই করে, কাজ করে, তোমরাও শরীক হতে আস। এটা বলার আগে শুধু দারুল হারব বলে দিলেই সমাধা হবে না; দারুল ইসলাম ছাড়া।

দারুল হারব নয়, তো কী? দ্বিতীয় প্রশ্ন। দারুল হারবও না; দারুল ইসলামও না, তাহলে কী জিনিস?

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হিজরত করেন মক্কা থেকে মদীনায়, তো এই হিজরতের আগে আরেকটা হিজরত হয়েছিল। কোথায়? হাবশায়। হাবশাতে সাহাবায়ে কেরামের এক জামাতকে হিজরতে পাঠিয়েছেন। হাবশার যে রাজা ছিলেন, তিনি মুসলিম ছিলেন, না ঈসাই ছিলেন? ঈসাই ছিলেন। ঈসাইদের রাষ্ট্র। তিনিও ঈসাই। সেখানে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতে পাঠিয়েছেন।

সেটা কোন দার ছিল? অনেকে বলেন যে, এটা দারুল আমন। কেউ তৃতীয় একটা দারের স্বীকার করেন না ফিকহের মধ্যে, কেউ স্বীকার করেন। যারা স্বীকার করেন, তারা বলেন যে, ঐ ঘটনা প্রমাণ করে যে, তৃতীয় একটা দার থাকে। সে দারটা হল, দারুল ইসলামও না, দারুল হারবও না; দারুল আমন। যেখানে যুদ্ধাবস্থা থাকে না। সেখানে ইসলামী হুকমতও নাই, আবার যুদ্ধাবস্থাও বিরাজ করে না। আমাদের উপমহাদেশীয় আলেম শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. উনি মেশকাতের শরাহ, উনার একাধিক শরাহ আছে, ওগুলোতেও তিনি লিখেছেন, পরবর্তী যুগে অন্যান্য যারা লিখেছেন, মাওলানা তাকি সাহেব হুজুরসহ অনেকেই ঐ মতের কথা বলেছেন। তো ওটার সাথে কিছু মানানসই হয়। এখন যা দারুল আমন বা এজাতীয় কোনো শব্দ এটার সাথে মানানসই হয়। দারুল হারবের তারিফ এখন আর পাওয়া যায় না। দারুল ইসলামের তারিফ যেমনভাবে পাওয়া যায় না।" (বক্তব্য সমাপ্ত)

যারা সরাসরি অডিও বক্তব্যটি শুনতে চান, এই লিংকে গিয়ে শুনতে পারেন -

ইউটিউব লিঙ্ক – https://www.youtube.com/watch?v=7lgE2Fhi5oQ

ডাউনলোড লিঙ্ক - https://ufile.io/aug1dy0g

পূর্বকথা

মুফতি আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ'র বক্তব্যের মূল পর্যালোচনায় যাওয়ার আগে কয়েকটি প্রাথমিক কথা বলা জরুরি।

এক. এখানে আমাদেরকে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি খেয়াল করতে হবে, তা হল মানব শয়তান ও জিন শয়তানের গুরু ইবলিশ থেকে শুরু করে সকল দুশমনের সঙ্গে আমাদের লড়াইটার শুরুই হল, শব্দ ও পরিভাষার বিকৃতি ও অপপ্রয়োগ দিয়ে। তারা যখন কোনো খারাপ বিষয়ে মানুষকে লিপ্ত করে বিভ্রান্ত করতে চায়, প্রথমে সে বিষয়টির জন্য ইতিবাচক ও ভালো ভালো কিছু লোভনীয় শব্দ এবং পরিভাষা প্রয়োগ করতে থাকে। যাতে মানুষের কাছে তা স্বাভাবিক ও ইতিবাচক হয়ে যায় এবং তার অকল্যাণ ও অনিষ্টতার বিষয়টি হালকা হয়ে যায়। একইভাবে যখন কোনো ভালো বিষয় থেকে বিরত রেখে বিভ্রান্ত করতে চায়, তখন তার জন্য নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত কিছু শব্দ ও পরিভাষা প্রয়োগ করতে থাকে, যাতে তার প্রতি মানুষের ঘৃণা সৃষ্টি হয় এবং মানুষ তা থেকে বিরত থাকে।

আদম-হাওয়া আলাইহিমুস সালাম-কে বিভ্রান্ত করার জন্য নিষিদ্ধ গাছকে ইবলিশ কর্তৃক 'শাজারাতুল খুলদ' (জান্নাতে স্থায়িত্ব লাভের গাছ) এবং নিজেকে 'নাসিহুন আমিন' (বিশ্বস্ত কল্যাণকামী) বলা থেকে শুরু করে ইবলিশের 'আদর্শ' উত্তরসূরী ফেরাউন কর্তৃক মূসা আলাইহিস সালাম-কে যাদুকর ও যাদুগ্রস্ত বলা এবং আমাদের প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোরাইশ কাফেরদের কবি, পাগল, যাদুকর ইত্যাদি আখ্যায়িত করা একই সূত্রে গাঁথা।

পৃথিবীর শুরু থেকে সত্যের দাওয়াত নিয়ে যত নবী রাসূল এসেছেন, আল্লাহর দুশমনরা তাঁদের সকলের সঙ্গে একই আচরণ করেছে। সত্য মিথ্যার লড়াইয়ের

কোনো পর্বেই এই অমোঘ ধারার ন্যূনতম ব্যত্যয় ঘটেনি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন,

مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ. فصلت: 43

"আপনাকে বলা হয় না, তবে শুধু তাই বলা হয়, যা আপনার পূর্ববর্তী রাসূলদেরকে বলা হত।" (সূরা ফুসসিলাত, ৪৩)

দুই. আজকের তথ্য সন্ত্রাসের আধুনিক বিশ্বে এই সত্য আরো প্রকট আরো ভয়ঙ্কর। আমাদের দুশমনরা হলুদ মিডিয়া ব্যবহার করে সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য, ভালোকে মন্দ, মন্দকে ভালো, তিলকে তাল, তালকে তিল বানিয়ে সত্য ও বাস্তবতার বিকৃতি সাধনে মনে হয় পূর্বের যে কোনো সময়ের চেয়েও ভয়ঙ্কর খেলায় মেতে উঠেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُكَذَّبُ فِيهِ الصَّادِقُ، وَيُصَدَّقُ فِيهِ الْكَاذِبُ، وَيُخَوَّنُ فِيهِ الأَمِينُ وَيُؤْتَمَنُ الخَؤُونُ، وَيَشْهَدُ المَرْءُ وَلَمْ يُسْتَشْهَدْ، وَيَحْلِفُ وَإِنْ لَمْ يُسْتَحْلَفْ.... -التاريخ الكبير للبخاري: 107/8

"এমন এক যমানা আসবে, যখন সত্যবাদিকে মিথ্যাবাদি এবং মিথ্যাবাদিকে সত্যবাদি বানানো হবে। বিশ্বস্তকে খেয়ানতকারী, খেয়ানতকারীকে বিশ্বস্ত বানানো হবে। সাক্ষ্য তলব ব্যতীতই মানুষ সাক্ষ্য প্রদান করবে এবং কসম চাওয়া ব্যতীতই কসম করবে।..." -আততারিখুল কাবীর, বোখারী রহ.: ৮/১০৭

তারা যখন যিনা ব্যভিচারের বিস্তার ঘটাতে চায়, তার নাম দেয় লিভ টুগেদার, যৌনকর্ম ও যৌনপেশা। অবৈধ প্রণয়ের নাম দেয় প্রেম ভালোবাসা। অপরদিকে বৈধ বিয়ের নাম দেয় মরণঘাতী বাল্যবিবাহ। সুদের প্রচলন ঘটানোর নাম দেয় দারিদ্র্য বিমোচন, ইন্টারেস্ট ও মুনাফা। নাস্তিকতা, স্রষ্টাদ্রোহিতা, অসভ্যতা, উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনার নাম দেয় মানবাধিকার, মুক্তচিন্তা, স্বাধীনতা, সভ্যতা, নারী অধিকার, উদারতা, প্রগতি ইত্যাদি। সন্ত্রাস ও জুলুম অত্যাচারের নাম দেয় সন্ত্রাস দমন। অন্যায় অনাচার প্রতিরোধ, সন্ত্রাস দমন ও জিহাদের নাম দেয় সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ। আমরা মুসলিমরাও বুঝে না বুঝে তাদের বিশ্বস্ত সহযোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হই এবং নিজেদের বিনাশ নিজেরাই ডেকে আনি। জনসাধারণ থেকে শুরু করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের তথাকথিত আলেমরা পর্যন্ত কাফের মুরতাদ নেতাদের আশীর্বাদ

লাভের বাসনায় এই আত্মঘাতী অপকর্মের প্রতিযোগিতায় মেতে উঠি। দুশমনদের বড় বড় পদ-পদবিতে পুরস্কৃত হই, গর্ববোধ করি এবং 'ইসলাম ও মানবসেবায়' হিরো হয়ে আত্মতৃপ্তির ঢেকুর তুলি। আমরা ভুলে যাই আল্লাহর বাণী,

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (120). البقرة:

"ইহুদি নাসারারা কস্মিনকালেও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের মিল্লাত ও ধর্মের অনুসরণ কর। তুমি বলে দাও, আল্লাহর হেদায়াতই একমাত্র হেদায়াত। তোমার নিকট যে অহির ইলম এসেছে, তারপরও যদি তুমি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার কোনো বন্ধু ও সাহায্যকারী থাকবে না।" -সূরা বাকারা: ১২০

তিন. ভাষা প্রয়োগ যেহেতু সত্য মিথ্যার লড়াইয়ে অন্যতম বাহন, এজন্য আল্লাহ শব্দ প্রয়োগ ও ভাষা পরিভাষার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বিভিন্নভাবে আলোকপাত করেছেন। কোথাও দুশমনদের অপপ্রয়োগের বিবরণ তুলে ধরে তার স্বরূপ উম্মোচন করেছেন, কোথাও বা আমাদেরকে তার ব্যবহার ও প্রয়োগ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ

আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'তোমরা যমীনে ফাসাদ করো না', তারা বলে, 'আমরা তো কেবল সংশোধনকারী'। জেনে রাখ, নিশ্চয় তারাই ফাসাদ সৃষ্টিকারী; কিন্তু তারা বুঝে না। আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'তোমরা ঈমান আন যেমন লোকেরা ঈমান এনেছে', তারা বলে, 'আমরা কি ঈমান আনব যেমন নির্বোধরা ঈমান এনেছে'? জেনে রাখ, নিশ্চয় তারাই নির্বোধ; কিন্তু তারা জানে না। -সূরা বাকারা: ১১-১৩

আরো ইরশাদ হচ্ছে,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. البقرة:104

“হে ঈমানদারেরা! তোমরা ‘রাইনা’ বলো না। তোমরা বল ‘উনজুরনা’ (আমাদের প্রতি খেয়াল রাখুন!) এবং তোমরা শ্রবণ কর। আর কাফেরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।” -সূরা বাকারা: ১০৪

অন্যত্র ইরশাদ করেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (135). النساء

“হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ; যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা কিংবা আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীন হোক, আল্লাহ উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করতে প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা প্যাঁচালো কথা বল অথবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে তোমরা যা কর, আল্লাহ তার সম্যক খবর রাখেন।” -সূরা নিসা: ১৩৫

প্রিয় পাঠক! এই হল অতি সংক্ষেপে ভাষা ও পরিভাষার ব্যবহার, প্রয়োগ ও সংরক্ষণের কোরআনি নির্দেশ ও সতর্কতার সামান্য নমুনা।

চার. অপরদিকে আল্লাহ মানব জাতিকে সৃষ্টিই করেছেন যমিনে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য। তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে আপন সত্তা থেকে শুরু করে যমিনের সর্বত্র তাঁর বিধি বিধান কার্যকর করার জন্য। তাঁর পরিষ্কার ঘোষণা,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

“যখন তোমার রব বললেন, আমি যমিনে প্রতিনিধি সৃষ্টি করব।” -সূরা বাকারা: ৩০

যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে রব বানিয়ে নেয়, তারা আল্লাহর দ্বীনকে ফুঁৎকার দিয়ে নিভিয়ে দিতে চায়। একারণে তাদের মোকাবেলায় আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন সত্য দ্বীনকে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। রাসূল প্রেরণের প্রধান উদ্দেশ্যই হল আল্লাহর যমিনে আল্লাহর দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত করা।

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (32) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (33). التوبة

"তারা তাদের মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহর নূর নিভিয়ে দিতে চায়। কাফেররা অপছন্দ করলেও আল্লাহ তাঁর নূর পরিপূর্ণ উদ্ভাসিত করেই ছাড়বেন। সকল ধর্মের উপর বিজয়ী করার জন্য তিনিই পথনির্দেশ ও সত্য ধর্ম দিয়ে তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন; যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।" -সূরা তাওবা: ৩২-৩৩

কিন্তু যমিনের কর্তত্ব ও ক্ষমতা যদি আল্লাহর দুশমনদের হাতে থাকে, ফুঁৎকার দিয়ে আল্লাহর দ্বীনের আলো নিভিয়ে দেয়ার বাসনাই যাদের অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য, তাহলে যমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করা কিছুতেই সম্ভব নয়। এটা খুব সরল ও স্বভাবজাত সত্য যে, বাড়ির দখল ও কর্তৃত্ব যদি আপনার দুশমনের হাতে থাকে, সেই বাড়িতে আপনার ফরমায়েশ চলার আশা করা মানে বোকার স্বর্গে বাস করা। এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সর্বপ্রথম মুসলমানদেরকে তাদের দুশমনদের সঙ্গে কিতালের যে নির্দেশ প্রদান করেছেন, তা ছিল যমিনের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা দখল করার জন্য, যাতে সেখানে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত করা যায়। দুশমনদের বৈশিষ্ট্যের ঠিক বিপরীত এমন কিছু বান্দাকে কিতালের অনুমতি দিলেন, যারা যমিনের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভ করলে সেথায় আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত করবে। ইরশাদ হচ্ছে,

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (39) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (40) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (41)

"যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে, যারা আক্রান্ত হয়েছে। কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম। যাদেরকে তাদের ঘর বাড়ি হতে অন্যায়ভাবে বের করে দেয়া হয়েছে শুধু এই কারণে যে, তারা বলে আমাদের রব আল্লাহ। আল্লাহ যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা দমন না করতেন, তাহলে ধ্বংস করা হত (খ্রিস্টানদের) নির্জন উপসনাস্থান, গির্জা, (ইহুদিদের) উপসনালয় এবং মসজিদসমূহ, যাতে অধিক পরিমাণে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন, যে তাঁকে সাহায্য করে। আল্লাহ নিশ্চয়ই শক্তিমান, পরাক্রমশালী। আমি যাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, সৎ কাজের আদেশ দিবে

এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে। আর সকল কাজের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়ারে।" -সূরা হাজ্জ: ৩৯-৪১

মোট কথা যমিন ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অর্জন করা ব্যতীত আল্লাহর যমিনে আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ দ্বীন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। এজন্য যমিনের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দখল করে তাতে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা বান্দাদের উপর ফরজ করা হয়েছে। আমরা আকিদার কিতাবে পড়েছি,

نصب الإمام فرض

"ইমাম নিয়োগ ফরজ"

এই ইমামই হলেন ইমামুল মুসলিমিন বা খলীফাতুল মুসলিমিন। যেই ভূখণ্ডে তাঁর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধীনে আল্লাহর বিধি বিধান কার্যকর হবে, তার নামই দারুল ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্র বা খেলাফত রাষ্ট্র।

এই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ফরজ এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, কখনো যদি অমসুলিমরা এই রাষ্ট্র দখল করে নিতে চায়, তখন তাদের হাত থেকে তা রক্ষা করা শরীয়তের দৃষ্টিতে ঈমানের পর অন্য সকল আমল থেকে গুরুত্বপূর্ণ ফরজ হয়ে যায়।

এ কারণেই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম

(রাযিয়াল্লাহু আনহুম) সহ খন্দকের যুদ্ধে কয়েক ওয়াক্ত নামায পর্যন্ত কাযা করেছেন।

পাঁচ. কিন্তু অত্যন্ত দু:খ ও পরিতাপের বিষয় হল, ইসলামের সেই স্বর্ণযুগের পর থেকেই মুসলিম উম্মাহ তাদের গাফলত ও অবহেলার কারণে ধীরে ধীরে তাদের আপন ভূখণ্ডগুলো থেকেও নিজেদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব হারাতে শুরু করল। ক্রুসেডার, জায়নিস্ট ও পৌত্তলিক কাফের মুশরিকরা একে একে মুসলিম উম্মাহর ভূখণ্ডগুলো ছিনতাই করে দখলে নিতে থাকল। শেষে ১৯২৪ সালে খেলাফতে উসমানির পতনের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে তাদের কর্তৃত্ব ষোলকলায় পূর্ণ করল এবং দারুল ইসলামের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দিল। মুসলিম উম্মাহ আল্লাহর যমিনের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থেকে সম্পূর্ণ রিক্তহস্ত হয়ে পরিণত হল কাফেরদের করুণার পাত্রে।

একই সূত্রে কাফের-মুশরিকরা তাদের এই কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাকে স্থায়ীত্ব প্রদান করার জন্য এবং শঙ্কামুক্ত রাখার জন্য, আত্মরক্ষা, প্রতিরক্ষা, শাসনক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সম্পর্কে মুসলমানদের মাঝে নানান তাহরীফ ও বিকৃতির অপপ্রচার চালাতে শুরু করল। অসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মেকি ফানুস দেখিয়ে ধর্ম যার যারা রাষ্ট্র সবার স্লোগান তুলল, ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করল এবং অন্যান্য ধর্মের মতো ইসলাম ধর্মকেও একটি বৈরাগী ও সেক্যুলার ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার অপপ্রয়াস চালাল। বহুলাংশে তারা সফলতাও লাভ করল। ফলে মুসলমানদের মধ্যে, এমনকি দ্বীনের ধারক বাহক আলেমদেরও অধিকাংশ খেলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও খলিফা নিয়োগের ফরজ কার্যত ভুলেই গেল এবং ইসলাম ধর্মকে সম্পূর্ণই মাদরাসা মসজিদের চার দেয়ালে আবদ্ধ করে ফেললেন। এভাবে জগত ও জাগতিক বিষয়ে ইসলামের কর্তৃত্ব ও ভূমিকা শূন্যে নেমে আসল। সাধারণ তো সাধারণ, আলেমদের মাঝেও বিশাল একটি শ্রেণি তৈরি হল, যারা শত্রুর সুরে সুর মিলিয়ে রাষ্ট্র ও শাসনক্ষমতার সঙ্গে ন্যূনতম সম্পৃক্ত ইসলামী বিষয়গুলোর তাহরিফ ও বিকৃতি সাধন করে সেক্যুলার ও বৈরাগি ইসলামের আধুনিক সংস্করণ; মডারেট ইসলাম প্রতিষ্ঠায় মরিয়া হয়ে উঠল এবং বিনিময়ে তারা বিশ্বনেতাদের আশীর্বাদ লাভে ধন্য হল।

তাদের কারো মুখে আমরা শুনতে পাই, ইসলাম গণতন্ত্রকে সমর্থন করে। কারো মুখে শুনতে পাই, ইসলাম ধর্মনিরপেক্ষ ধর্ম। ইসলাম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ধর্ম। যেই রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে খলীফা নিয়োগ করা তাদের ফরজ ছিল, উম্মাহর কর্ণধার হয়েও তাদের অনেকে সেই রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে নিজেদের 'বারাআত' ও সম্পর্কহীনতা প্রমাণ করার জন্য মুখে ফেনা তুলে বলে বেড়াচ্ছেন, আমরা ক্ষমতা চাই না, ক্ষমতার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই; কোনো রকম ছেড়া চাটাইয়ে বসে নিরাপদে আমাদেরকে 'কালাল্লাহ' কালাররাসূল' পড়িয়ে জীবনটা কাটিয়ে যেতে দিন। আমরা অন্ধ অনুসারীরা ইসলাম বিধ্বংসী এই বক্তব্যগুলোকে 'আহবার রুহবান'দের যুহুদ ও দুনিয়াবিরাগ হিসেবে সমাদর করে স্লোগানে স্লোগানে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলছি। কেউ বলছেন, ইসলাম ধর্মে ইসলামী রাষ্ট্রের কোনো ধারণা নেই, এই ধারণা রাজাকার পাকিস্তানের সৃষ্টি! ইসলাম কোনো যমিনের গায়ে কালিমা লেখার জন্য আসেনি! ইসলাম সম্পূর্ণই ব্যক্তিগত বিষয়!

এ যেন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই ভবিষ্যদ্বাণীর জীবন্ত প্রতিচ্ছবি, যাতে তিনি বলেছেন,

لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن؟. صحيح البخاري، طبع دار ابن كثير ، اليمامة – بيروت، ص:1274/3

"নিশ্চয় তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের আদর্শ অনুসরণ করবে, বিঘতে বিঘতে, হাতে হাতে। এমনকি তারা যদি গুই সাপের গর্তে প্রবেশ করে থাকে, তবে তোমরাও তাতে প্রবেশ করবে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহুদি নাসারাদের কথা বলছেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওরা নয় তো কারা?"

দ্বীন ও শরীয়তের বিষয়ে তারা কী করেছিল? তার উত্তর দেখুন কোরআনে কারীমে,

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ. المائدة:13

ইবনে কাসির রহ.এর ব্যাখ্যা: "অত:পর তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে তাদের উপর যে শাস্তি নেমে আসল, আল্লাহ তার বিবরণ দিচ্ছেন। (তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে তাদেরকে আমি অভিশাপ করেছি) অর্থাৎ হেদায়াতের সত্য ও সঠিক পথ থেকে তাদের দূরে ঠেলে দিয়েছি। (এবং তাদের অন্তর কঠিন করে দিয়েছি।) ফলে তারা কোনো উপদেশ গ্রহণ করে না। (তারা শব্দগুলোর আসল অর্থ বিকৃত করে।) অর্থাৎ তাদের বোধ ও বুঝ শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে আল্লাহর আয়াতে তারা অযাচিত হস্তক্ষেপ শুরু করতে এবং আল্লাহর কিতাব বিকৃত করতে শুরু করেছে। (এবং তারা যা উপদিষ্ট হয়েছিল, তার আংশিক ভুলে গিয়েছে।) অর্থাৎ তা থেকে আগ্রহ হারিয়ে তার উপর আমল করা ছেড়ে দিয়েছে। (আপনি সর্বদা তাদের অল্পসংখ্যক ব্যতীত সকলকেই বিশ্বাসঘাতক হিসেবে দেখতে পাবেন।)" -সূরা মায়েদা: ১৩

ছয়. প্রিয় পাঠক! মুসলিম সমাজের প্রতি একটু গভীরভাবে তাকিয়ে দেখুন! ইহুদি নাসারাদের এসব অপকর্মের সঙ্গে কত হুবহু মিলে গেছে আজকের মুসলিম সমাজ! তারা যেমন পরিপূর্ণ দ্বীন পালনের ওয়াদা করেও তা ভঙ্গ করেছিল, আমরাও ঠিক তাই করেছি। একেক ব্যক্তি, একেক কাফেলা নিজের পছন্দ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অনুযায়ী দ্বীনের কিছু অংশ ধরেছি, কিছু অংশ ছেড়ে দিয়েছি। ইমামত, খেলাফত, হুদূদ, কেসাস, কিতাল, আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকারসহ দ্বীনের কত অসংখ্য বিষয়ের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে আমরা তা পরিত্যাগ করে চলেছি এবং

আমাদের ভবিষ্যত পরিকল্পনা ও কর্মসূচী থেকেও বিষয়গুলো মুছে ফেলেছি। আজব ব্যাপার হল মুসলিম উম্মাহ আজ শতধা বিভক্ত হলেও এবিষয়গুলো বাদ দেয়ার ক্ষেত্রে প্রায় সকল কাফেলাই ঐক্যবদ্ধ। ফলে আল্লাহ তাদের অন্তর যেমন কঠিন করে দিয়েছিলেন, আমাদের অন্তরও কঠিন করে দিয়েছেন। যার কারণে আমাদের ছেড়ে দেয়া অংশে যখন আমাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়, তা নিজেদের প্রচলন ও অভ্যাসের বাইরে হওয়ায় তা আমরা গ্রহণ করি না, যেমন তারা গ্রহণ করেনি। তারপর আমাদের এই ভ্রষ্ট অবস্থানকে বিশুদ্ধ প্রমাণ করার জন্য দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে আমরা তাহরিফ ও বিকৃতি সাধন করে চলেছি, যেমন তারা করেছে।

শত আফসোস ও পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, সেই ধারায় আজ দেশের নির্ভরযোগ্য একজন শ্রদ্ধেয় আলেমের নাম নিতে হচ্ছে। আমি বিশ্বাস করতে চাই না, মুফতি আবুল হাসান মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ বুঝে শুনে কাজটি করেছেন। ঘটনাটি অবচেতনভাবেই হয়তো ঘটেছে। কথাগুলো যখন তিনি বলেছেন, খুব ভেবে চিন্তে পরিণাম চিন্তা করে হয়তো বলেননি; বরং কথার কথা বলে ফেলেছেন। অথবা বিষয়টি গভীরভাবে অধ্যয়ন করার সুযোগ হয়নি। কামনা করি আমার ধারণা সত্যি হোক। অত্যন্ত আনন্দিত হব, যেদিন দেখব, তিনি নিজেই তাঁর বক্তব্যগুলোর সংশোধনী দিয়েছেন, কিংবা আমাদের মূল্যায়ন ভুল হলে দলিলের আলোকে তার বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন।

কিন্তু তিনি কথাগুলো যেভাবেই বলেছেন, ঘটনা যা ঘটার তাই ঘটে গেছে। এ বক্তব্যের ফলে খুলে গেছে আরো ভয়ঙ্কর বিকৃতির দরজা। তাঁর বক্তব্যকে পুঁজি করে শুরু হয়ে গেছে মারাত্মক বিকৃতি ও অপব্যাখ্যা। ইতিমধ্যে তাঁর বক্তব্য তাঁরই এক শাগরিদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসহ ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে জনসম্মুখে চলে এসেছে। প্রকাশিত এই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের বিপরীতে মুহতারাম আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ তাঁর অবস্থান পরিষ্কার করার আগ পর্যন্ত মানুষ এটাকে তাঁরই মতামত বলে বিভ্রান্ত হবে এবং এ বিভ্রান্তির দায় হয়তো তিনি এড়াতে পারবেন না।

পর্যালোচনা

এক. দারুল ইসলাম ও দারুল হারব নসের ইসতেলাহ নয়!

মুহতারাম মুফতি আবুল হাসান মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বলেছেন,

"দারুল ইসলাম ও দারুল হারব, এটা নসের ইসতেলাহ না। এটা পরবর্তী ফুকাহায়ে কেরামের ইজতেহাদি ইসতেলাহ। নসের মধ্যে; আপনি হাদীসে দারুল ইসলাম, দারুল হারব ভাগ করার কোনো শব্দ পাবেন না। এটা পরবর্তী ওয়ালাদের কথা।"

মুফতি আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহর উক্ত বক্তব্য সম্পর্কে কয়েকটি কথা

- **'দারুল ইসলাম ও দারুল হারব, নসের ইসতেলাহ না' -এর কী উদ্দেশ্য?**

"দারুল ইসলাম ও দারুল হারব, নসের ইসতেলাহ না। ... হাদীসে দারুল ইসলাম, দারুল হারব ভাগ করার কোনো শব্দ পাবেন না।" এই বাক্যগুলোর কী অর্থ এবং এগুলো দ্বারা তাঁর কী উদ্দেশ্য?

এই পরিভাষা এবং পরিভাষার হাকীকত ও বাস্তবতা কোরআন সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়? যার ফলে এই পরিভাষাগুলো অস্বীকার করা যাবে, বা ইচ্ছেমতো তার নতুন কোনো ব্যাখ্যা করা যাবে? উনার উদ্দেশ্য যে এটাই, তা তাঁর পূর্বাপর বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট; যদি আমরা ভুল বুঝে না থাকি। অথচ,

- **এই ইসতেলাহ ও বিভাজন কোরআন সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত; অনেকে বলেছেন ইজমা দ্বারাও প্রমাণিত**

পৃথিবীর সকল ভূখণ্ডই মৌলিকভাবে দুই ভাগে বিভক্ত।

১. দারুল ইসলাম

২. দারুল হারব বা দারুল কুফর।

এই বিভাজনটি কোরআন সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। আমরা এখানে নিজ থেকে সরাসরি কোনো আয়াত বা হাদীস দ্বারা ইস্তেদলাল না করে আহকামুস সিয়ারের বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কেরামের উদ্ধৃতিতে দলিলগুলো তুলে ধরছি,

শায়খ আব্দুল কাদের বিন আব্দুল আযিয বলেন,

ذهب بعض المعاصرين - مثل د. وهبة الزحيلي في كتابه (آثار الحرب في الفقه الإسلامي) - إلى أن تقسيم العالم إلى دارين لا أساس له من الكتاب والسنة وإنما هو اجتهاد من الفقهاء بعد عصر النبوة وعصر الصحابة.

ويجب أن يكون معلوماً أن هذا التقسيم مجمع عليه بين علماء الأمة من السلف والخلف. وأن الإجماع لابد أن يستند إلى دليل من الكتاب أوالسنة كما قال ابن تيمية رحمه الله، انظر (مجموع الفتاوى) 7/ 39. -الجامع في طلب العلم الشريف، ج:3، ص: 246، نسخة منبر التوحيد.

"সমসাময়িক কেউ কেউ মনে করেন, যেমন তাদের একজন ড. ওয়াহ্বাহ আযযুহাইলি তার কিতাব 'আসারুল হারবী ফিল ফিকহিল ইসলামী'তে বলেন, পৃথিবীকে দুই শ্রেণীর 'দারে' বিভক্তকরণের ভিত্তি কোরআন-সুন্নাহয় নেই। এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের যামানার পরের ফুকাহায়ে কেরামের ইজতিহাদমাত্র।

জানা থাকা আবশ্যক যে, উম্মতের সালাফ-খালাফ সকল আলেমের ইজমামতে এ বিভক্তি সাব্যস্ত। স্বভাবতই ইজমার জন্য কোরআন-সুন্নাহর কোন দলীলের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। যেমনটা ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেছেন। দেখুন মাজমুউল ফাতাওয়া: ৭/৩৯।" -আলজামি ফি তালাবিল ইলম: খ. ৩, পৃ. ২৪৬

ড. আব্দুল আযিয বিন মাবরূক আল-আহমাদি বলেন,

أن القول بأن تقسيم الأرض إلى دارين، دار إسلام، ودار كفر، لا دليل عليه، قول باطل ومردود، لأن الكتاب والسنة والإجماع قد دلت على أن الأرض داران دار إسلام ودار كفر.-اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية، طبع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، 1424هـ:2/453

"পৃথিবীর ভূখণ্ডলোকে দারুল ইসলাম ও দারুল কুফর; উক্ত দুই ভাগে বিভক্ত করার দলিল নেই - কথাটি বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত। কারণ কোরআন সুন্নাহ ও ইজমা প্রমাণ করে, পৃথিবীর ভূখণ্ডগুলো দুই ভাগে বিভক্ত, দারুল ইসলাম ও দারুল কুফর।"

একই কিতাবের অন্যত্র বলেন,

المطلب الأول: "في الدليل على التقسيم من الكتاب والسنة والمأثور والإجماع، لقد دل الكتاب والسنة والمأثور والإجماع على تقسيم الأرض إلى دارين: دار إسلام، ودار كفر.

أولاً: دليل ذلك من الكتاب:

إن المتتبع لكتاب الله سبحانه وتعالى، بتمعن وطمأنينة يجد ما فيه الكفاية من الآيات التي تدل بمعناها على أن الأرض تنقسم إلى دارين، دار إسلام، ودار كفر.....

ومن هذه الآيات الدالة على ما ذكرناه ما يلي:....." (يقول العبد الراقم: حتى عد المؤلف الآيات الدالة عليها عشرة وذكر وجه الاستدلال بها ثم قال:)

"ثانياً: الدليل من السنة على انقسام الأرض إلى دارين: دار إسلام، ودار كفر: إن دلالة السنة النبوية على أن الأرض داران، ظاهر، لأن الناظر والمتتبع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يرى أنها قد دلت على انقسام الأرض إلى دارين،..." (يقول الراقم: وعد المؤلف أحاديث تدل على تقسيم الدار إلى دارين، مع وجه الاستدلا بها ثم قال:)

"ثالثا: الدليل من المأثور على انقسام الأرض إلى دارين، دار إسلام ودار كفر: ما ورد في بعض الآثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم...

رابعاً: أما دليل التقسيم من الإجماع: فقد وقع إجماع عامة أهل العلم ومن بينهم الفقهاء الأربعة على أن الأرض داران: دار إسلام، ودار كفر، وهذا من واقع تعريفاتهم للدارين- وقد سبق ذكر ذلك في تحديد معنى الدارين عندهم.

وقد ثبت بالاستقراء من أقوال الفقهاء على أن الأرض داران دار إسلام، ودار كفر." اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية، ج:1، ص:301-312، المكتبة الشاملة

“প্রথম মাসআলা: পৃথিবী দারুল ইসলাম ও দারুল হারবে বিভক্তির স্বপক্ষে কোরআন, সুন্নাহ্, সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্য ও ইজমার দলীল প্রসঙ্গে।

কোরআন, সুন্নাহ্, সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্য ও ইজমা থেকে প্রমাণিত হয়, পৃথিবী দারুল ইসলাম ও দারুল কুফর, এ দুই শ্রেণীর দারে বিভক্ত।

প্রথমত: কুরআনে কারীম থেকে দলীল।

সুগভীর ও সুস্থিতির সঙ্গে কোরআনে কারীমে অনুসন্ধানকারী, পৃথিবী দারুল ইসলাম ও দারুল কুফর, এ দুই শ্রেণীতে বিভক্তির স্বপক্ষে পর্যাপ্ত পরিমাণ

আয়াত পেয়ে যাবে। যেমন...” [এরপর তিনি দলীলের বিশ্লেষণসহ দশটি আয়াত উল্লেখ করেন। তারপর বলেন]

“দ্বিতীয়ত: সুন্নাহ্ থেকে দলীল ...

সুন্নাহ্ সুস্পষ্ট প্রমাণ করে, পৃথিবী দুই শ্রেণীর দারে বিভক্ত। ...” [এরপর তিনি বিশ্লেষণ সহ এ সংক্রান্ত অনেকগুলো হাদীস উল্লেখ করেন। তারপর বলেন]

“তৃতীয়ত: সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্য থেকে দলীল।

কোনো কোনো সাহাবী থেকেও দারুল ইসলাম ও দারুর কুফরে বিভক্তির বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। ... [এরপর তিনি সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্যগুলো উল্লেখ করেন। তারপর বলেন]

চতুর্থত: ইজমা থেকে দলীল।

চার ইমামসহ অধিকাংশ আহলে ইলমের ইজমা হল, পৃথিবী দারুল ইসলাম ও দারুল কুফর, এ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। দারুল ইসলাম ও দারুল কুফরের যে সংজ্ঞা তারা দিয়েছেন, তা থেকে তা স্পষ্ট। ইতিপূর্বে সংজ্ঞায় সেগুলো আলোচিত হয়েছে।

ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্যগুলো অনুসন্ধানে একথা প্রমাণিত যে, পৃথিবী দারুল ইসলাম ও দারুল কুফর, এ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত।” -ইখতিলাফুদ দারাইন ওয়াআসারুহ ফী আহকামিশ শরীয়াতিল ইসলামিয়্যাহ্: ১/৩০১-৩১২

শায়খ ফারিস আযযাহরানি বলেন,

لم يختلف العلماء من السلف والخلف في تقسيم العالم إلى دارين دار إسلام، ودار كفر، وهذا التقسيم تقسيم أصيل مبنيٌ على كتاب الله وسنة رسول الله – صلى الله عليه.

–العلاقات الدولية في الإسلام

“দার দুই প্রকার। দারুল ইসলাম ও দারুল কুফর। এবিষয়ে উলামায়ে কেরামের সালাফ খালাফ কেউ দ্বিমত করেননি। এই বিভাজনের ভিত্তি আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ।” -আলআলাকাতুদ দুয়ালিয়্যাহ ফিল ইসলাম: ১/৯

শায়খ আব্দুল কাদের বিন আব্দুল আযিয বলেন,

ونحن نذكر هنا بعض الأدلة على هذا التقسيم:

1 ـ فمن كتاب الله تعالى: قوله تعالى (وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا) إبراهيم 13، وقوله تعالى (قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك ياشعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا) الأعراف 88. فالإضافة في كلمتي (أرضنا) و (قريتنا) ـ وهى إضافة الأرض والقرية إلى ضمير المتكلمين (نا) ـ هى إضافة تملك، فأرضنا وقريتنا تعني أرض الكافرين وقرية الكافرين التي يملكها الكفار ويتحكمون فيها بالأمر والنهي والسلطان ولهذا هدّدوا رسلهم، وهذه هى صفة دار الكفر.

وقوله تعالى (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فِيمَ كنتم، قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها) النساء 97، وقوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار) الممتحنة 10، وقوله تعالى (والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا) الأنفال 72، فهذه النصوص الخاصة بالهجرة تدل دلالة واضحة على الدارين دار الإسلام ودار الكفر إذ الهجرة إذا أطلقت في نصوص الشرع تعني الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام.

ومن النصوص في هذا أيضا قوله تعالى (سأريكم دار الفاسقين) الأعراف 145.

2 ـ ومن السنة: الأحاديث الواردة في وجوب الهجرة وهى تدل على تقسيم العالم إلى دارين، ومنها الأحاديث المذكورة في المسألة الأولى ومنها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم (كلُ مسلمٍ على مسلمٍ محرم، أخوان نصيران، لايقبل الله عزوجل من مُشركٍ بعدما أسلم عملاً أو يفارق المشركين إلى المسلمين) رواه النسائي بإسناد حسن عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.

وبالإضافة إلى أحاديث وجوب الهجرة، فمن النصوص الدالة على هذا التقسيم:

* عن ابن عمر رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو) متفق عليه.

* ومنها حديث ابن عباس الطويل في الرجم وفيه أن عبدالرحمن بن عوف قال لعمر بن الخطاب بمنى (فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة) الحديث رواه البخاري (6830).

* ومنها مارواه النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا من المهاجرين لأنهم هجروا المشركين وكان من الأنصار مهاجرون، لأن المدينة كانت دار شرك، فجاؤا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة).أهـ.

* ومنها حديث أبي هريرة في قصة هجرته قال: لما قدِمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق:

ياليلة من طولها وعَنَائِها . . على أنها من دارة الكفر نَجَّتِ

... رواه البخاري (4393)...

* ومنها حديث عائشة في قصة الجارية المهاجرة التي اتهمت في الوشاح، وفيه عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء لِحَيٍّ من العرب فأعتقوها فكانت معهم. قالت: فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت: فوضعته ـ أو وقع منها ـ فمرّت به حُدَيَّاةٌ وهو مُلقى فحسبته لحما فخطفته، قالت: فالتمسوه فلم يجدوه، قالت: فاتهموني به، قالت: فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قُبُلَها، قالت: والله إني لقائمة معهم إذ مرَّت الحدياة فألقته، قالت: فوقع بينهم، قالت: فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا هو، قالت: فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمتْ. قالت عائشة: فكان لها خِبَاءٌ في المسجد أو حِفْشٌ ، قالت: فكانت تأتيني فتحدث عندي، قالت: فلا تجلس عندي مجلساً إلا قالت: ويوم الوِشاح من تعاجيب ربنا . . ألا إنه من بَلدةِ الكفر أنجاني

قالت عائشة: فقلت لها ماشأنك لا تقعدين معي مقعداً إلا قلت هذا؟ قالت: فحدثتني بهذا الحديث، أهـ. رواه البخاري (حديث 439). ...

فهذه النصوص تدل على أن تقسيم العالم إلى دارين دار الإسلام ودار الكفر ثابت بالكتاب والسنة ومنقول عن الصحابة. وأن الهجرة واجبة من الثانية إلى الأولى. بل قد وردت المصطلحات الخاصة بهذه الديار في الكتاب والسنة ـ في النصوص السابقة ـ بألفاظ مختلفة مثل: دار الفاسقين ـ أرض العدو ـ دار الهجرة والسنة ـ دار شرك ـ دارة الكفر ـ بلدة الكفر. وهذا كله في الرد على من زعم إن تقسيم العالم إلى دارين أمر أحدثه الفقهاء باجتهادهم. –الجامع في طلب العلم الشريف، ج:8، ص:109–112.

“আমরা এখানে এ বিভক্তির স্বপক্ষে কিছু দলীল উল্লেখ করব।

১. কিতাবুল্লাহ থেকে:

আল্লাহ তাআলার বাণী,

وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. إبراهيم 13

‘আর যারা কুফরী করেছে, তারা তাদের রাসূলদের বলল, ‘আমরা তোমাদেরকে আমাদের ভূখণ্ড থেকে অবশ্যই বের করে দেব, অথবা তোমরা অবশ্যই আমাদের মিল্লাতে ফিরে আসবে’। সূরা ইবরাহীম: ১৩

আল্লাহ তাআলার বাণী,

قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك ياشعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. الأعراف 88

‘তার কওম থেকে যে নেতৃবৃন্দ অহঙ্কার করেছিল তারা বলল, ‘হে শোআইব, আমরা তোমাকে ও তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে অবশ্যই আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে।’ সূরা আরাফ: ৮৮

(أرضنا) ও (قريتنا) তথা ‘আমাদের ভূখণ্ড’ ও ‘আমাদের জনপদ’ শব্দদ্বয়ে ভূখণ্ড ও জনপদ শব্দ দু’টিকে যে ‘আমাদের’ সর্বনামের দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে, তা দ্বারা মালিকানা উদ্দেশ্য। অতএব, ‘আমাদের ভূখণ্ড’ ও ‘আমাদের জনপদ’ দ্বারা উদ্দেশ্য, কাফেরদের ভূখণ্ড ও কাফেরদের জনপদ। যেগুলোর মালিক কাফেররা এবং তারাই সেখানে আদেশ, নিষেধ, কর্তৃত্ব ও শাসন করে। এ জন্যই তারা তাদের রাসূলদের হুমকি দিয়েছে। আর এটিই দারুল কুফরের বৈশিষ্ট্য।

আল্লাহ তাআলার বাণী,

إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فِيمَ كنتم، قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها

النساء 97.

নিশ্চয় যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করা অবস্থায় ফেরেশতারা তাদের জান কবজ করে, ফেরেশতারা তাদেরকে বলে, ‘তোমরা কী অবস্থায় ছিলে’? তারা বলে, ‘আমরা জমিনে দুর্বল ছিলাম’। ফেরেশতারা বলে, ‘আল্লাহর জমিন কি প্রশস্ত ছিল না, যাতে তোমরা হিজরত করতে পার’? সূরা নিসা: ৯৭

আল্লাহ তাআলার বাণী,

ياأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. الممتحنة 10

‘হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কাছে মুমিন মহিলারা হিজরত করে আসলে, তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা করে দেখ। আল্লাহ তাদের ঈমান সম্পর্কে অধিক অবগত। অতঃপর যদি তোমরা জানতে পার, তারা মুমিন, তাহলে তাদেরকে আর কাফেরদের নিকট ফিরিয়ে দিও না’। সূরা মুমতাহিনা: ১০

আল্লাহ তাআলার বাণী,

والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. الأنفال 72

‘আর যারা ঈমান এনেছে, কিন্তু হিজরত করেনি, হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের অভিভাবকত্বের কোনো দায়িত্ব তোমাদের নেই’। সূরা আনফাল: ৭২

হিজরতের সাথে সম্পৃক্ত এ সকল নস সুস্পষ্ট প্রমাণ করে, ‘দারুল ইসলাম’ ও ‘দারুল কুফর’ নামে দু’টি ভিন্ন ভিন্ন ‘দার’ রয়েছে। কেননা, শরীয়তের নসে যখন নি:শর্ত হিজরতের কথা বলা হয়, তখন তা দ্বারা দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলামে হিজরত করা উদ্দেশ্য হয়।

আল্লাহ তাআলার এ বাণীও এর দলীল,

سأريكم دار الفاسقين. الأعراف 145

‘আমি অচিরেই তোমাদেরকে দেখাব ফাসিকদের আবাস’। সূরা আরাফ: ১৪৫

২. সুন্নাহ থেকে:

হিজরত ফরজ হওয়া সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসগুলো এর দলীল। হাদীসগুলো প্রমাণ করে পৃথিবী দুই শ্রেণীর ‘দারে’ বিভক্ত। যেমন প্রথম মাসআলায় উল্লেখিত হাদীসগুলো। তদ্রূপ এ হাদীসটিও,

كلُ مسلمٍ على مسلمٍ محرم، أخوان نصيران، لايقبل الله عزوجل من مُشركٍ بعدما أسلم عملاً أو يفارق المشركين إلى المسلمين. رواه النسائي بإسناد حسن عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.

‘এক মুসলমান (তার জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রু) অন্য মুসলমানের জন্য হারাম। তারা পরস্পর সাহায্যকারী দুই ভাই। কোনো মুশরিক ইসলাম গ্রহণের পর আল্লাহ তায়ালা তার থেকে কোনো আমল কবুল করেন না, যতক্ষণ না সে মুশরিকদের ছেড়ে মুসলমানদের নিকট চলে আসে।’ ইমাম নাসাঈ রহ. হাদীসটি বাহয ইবনে হাকীম... থেকে হাসান সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

হিজরত ফরয হওয়ার হাদীসগুলো ছাড়াও আরো যেসকল হাদীস এই বিভক্তির দলীল,

عن ابن عمر رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو) متفق عليه.

ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনে কারীম নিয়ে শত্রু ভূমিতে সফর করতে নিষেধ করেছেন। মুত্তাফাকুন আলাইহি।

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে রজম তথা বিবাহিত ব্যভিচারীকে প্রস্তরাঘাতে হত্যার ব্যাপারে বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসটি। সেখানে এসেছে, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু মীনায় হয়রত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছিলেন,

فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة

'মদীনায় যাওয়া পর্যন্ত বিষয়টি স্থগিত রাখুন। কেননা, মদীনা হল দারুল হিজরাতি ওয়াসসুন্নাহ্ তথা হিজরত ও সুন্নাহর ভূমি।' সহীহ বোখারী, হাদীস নং ৬৮৩০

ইমাম নাসায়ী রহ. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে সহীহ সনদে যে হাদীসটি বর্ণনা করেন তাতে ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا من المهاجرين لأنهم هجروا المشركين وكان من الأنصار مهاجرون، لأن المدينة كانت دار شرك، فجاؤا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর ও উমর মুহাজির ছিলেন। কারণ তাঁরা মুশরিকদের পরিত্যাগ করেছেন। আনসারদের মধ্যেও কেউ কেউ মুহাজির ছিলেন। কারণ মদীনা ছিল 'দারুশ শিরক' তথা শিরকের ভূমি। যার ফলে তারা 'আকাবার' রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসেন।

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তার নিজের হিজরতের ঘটনা সংক্রান্ত হাদীসটি। তিনি বলেন, আমি যখন (হিজরত করে) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসছিলাম, তখন রাস্তায় বলছিলাম,

ياليلة من طولها وعَنَائِها . . على أنها من دارة الكفر نَجَّت

'কতই না দীর্ঘ ও কষ্টের এ রাতটি! অবশ্য তা আমাকে 'দারুল কুফর' থেকে পরিত্রাণ দিয়েছে!'... সহীহ বোখারী, হাদীস নং ৪৩৯৩ ...

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হাদীস, যেখানে (মদীনায়) হিজরত করে আসা বাঁদীর ঘটনা বিধৃত হয়েছে এবং যাকে হারানো কোমরবন্ধের

ব্যাপারে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। তাতে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে, আরবের কোনো এক গোত্রের একটি বাঁদি কালো ছিল। তারা তাকে আযাদ করে দেয়। আযাদ হওয়ার পর সে তাদের সাথেই থাকত। ঘটনার বিবরণে সে বলে, একদিন তার মনিবদের একটি মেয়েশিশু মনি-মুক্তা খচিত লাল একটি চামড়ার কোমরবন্ধ পরে বের হল। মেয়েটি কোমরবন্ধটি কোথাও রাখল বা তার থেকে তা পড়ে গেল। এদিকে একটি চিল উড়ে যাচ্ছিল। চিলটি গোশতের টুকরা ভেবে ছোঁ মেরে তা নিয়ে গেল। পরে তারা কোমরবন্ধটি খোঁজাখুঁজি করল, কিন্তু পেল না। তারা আমাকে অভিযুক্ত করল এবং আমার কাছে তা খুঁজতে শুরু করল। এমনকি তারা আমার লজ্জাস্থান পর্যন্ত খুঁজে দেখল। আল্লাহর কসম, আমি তখনো তাদের কাছে দাঁড়ানো। হঠাৎ চিলটি উড়ে এসে কোমরবন্ধটি ফেলে গেল। কোমরবন্ধটি তাদের মাঝখানে পড়ল। আমি বললাম, এই সেই কোমরবন্ধ, যার ব্যাপারে তোমরা আমাকে অভিযুক্ত করেছ। তোমরা মনে করেছ আমি তা চুরি করেছি; অথচ আমি এই অপবাদ থেকে পবিত্র ছিলাম। এটাই সেই কোমরবন্ধ। এরপর সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে মুসলমান হয়।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, মসজিদে সেই বাঁদির জন্য একটি তাঁবু বা ছোট্ট একটি কুঠুরি ছিল, সে মাঝে মধ্যে আমার কাছে আসত, কথা-বার্তা বলত। সে যেদিনই আমার কাছে বসত, কবিতার এই চরণটি আবৃত্তি করত,

ويوم الوِشاح من تعاجيب ربنا . . ألا إنه من بَلدةِ الكفر أنجاني

কোমরবন্ধের দিনটি আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ছিল একটি আশ্চর্য দিন! ... সেদিন তিনি আমাকে কাফেরদের দেশ থেকে মুক্ত করেছেন।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার? যেদিনই তুমি আমার কাছে বস, এই চরণটি আবৃত্তি কর? তখন সে আমার কাছে এই ঘটনা বর্ণনা করে। সহীহ বোখারী, হাদীস নং ৪৩৯ ...

এ নসগুলো প্রমাণ করে পৃথিবীকে দারুল ইসলাম ও দারুল কুফরে বিভক্তিকরণ, কোরআন-সুন্নাহ্ দ্বারা প্রমাণিত এবং সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত। আর দ্বিতীয়টি থেকে প্রথমটিতে হিজরত করা ফরজ। বরং পূর্বোল্লেখিত কোরআন-সুন্নাহর নসসমূহে বিভিন্ন শব্দে এসব দারের বিশেষ পরিভাষাও বর্ণিত হয়েছে। যেমন- দারুল ফাসিক্বীন (ফাসেকদের দেশ বা ভূমি), আরদুল আদুউ (শত্রু-ভূমি), দারুল হিজরাতি ওয়াসসুন্নাহ্ (হিজরত ও সুন্নাহর ভূমি), দারুশ শিরক (শিরকী রাষ্ট্র), দারাতুল কুফর

(কুফরী রাষ্ট্র), বালদাতুল কুফর (কুফরী রাষ্ট্র)। যে ব্যক্তি মনে করে পৃথিবীকে দুই শ্রেণীর 'দারে' বিভক্তিকরণ ফুকাহায়ে কেরামের ইজতিহাদপ্রসূত ও নবউদ্ভাবিত, এই স-ব কিছুই তার মতকে প্রত্যাখ্যান করে।" -আলজা'মে ফী তলাবিল ইলমিশ শরীফ: ৩/২৪৬-২৪৯।

শায়খ আব্দুল্লাহ বিন সাআদ আল-ফাহাদ এক প্রশ্নোত্তরে বলেন,

ما هي أنواع الديار؟ وما أحكامها؟

الجواب: الحمد لله. أنواع الديار بشكل عام؛ داران دار إسلام، ودار كفر، وهذا التقسيم مجمع عليه بين علماء الأمة من السلف والخلف.

والدليل على هذا التقسيم كما قال تعالى: {وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا}، وقوله تعالى: {قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا}، وأيضاً قوله تعالى: {سأريكم دار الفاسقين}.

وكما جاء في حديث ابن عباس الطويل في الرجم وفيه أن عبد الرحمن بن عوف قال لعمر بن الخطاب بمنى: (فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة... الحديث) [رواه البخاري: 6830].

ومنها ما رواه النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا من المهاجرين، لأنهم هجروا المشركين، وكان من الأنصار مهاجرون، لأن المدينة كانت دار شرك، فجاؤا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة) أهـ.

والأدلة في ذلك كثيرة.[2]

"দারের প্রকারগুলো কী কী? এবং সেগুলোর বিধান কী?

উত্তর: আলহামদুলিল্লাহ। দার প্রধানত দুই প্রকার। দারুল ইসলাম ও দারুল কুফর। উম্মতের সালাফ-খালাফ সকল আলেমের ইজমামতে এ বিভক্তি সাব্যস্ত।

এ বিভক্তির দলীল:

আল্লাহ তাআলার বাণী,

(وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا) إبراهيم 13

[2] على الرابط التالي، بتاريخ: 4-5-2015م. https://nasr-sonna.blogspot.com/2015/05/blog-post_4.html

‘আর যারা কুফরী করেছে, তারা তাদের রাসূলদের বলল, ‘আমরা তোমাদেরকে আমাদের ভূখণ্ড থেকে অবশ্যই বের করে দেব, অথবা তোমরা অবশ্যই আমাদের মিল্লাতে ফিরে আসবে। সূরা ইবরাহীম: ১৩’

আল্লাহ তাআলার বাণী,

(قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك ياشعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا) الأعراف 88

‘তার কওম থেকে যে নেতৃবৃন্দ অহঙ্কার করেছিল তারা বলল, ‘হে শোআইব, আমরা তোমাকে ও তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে, তাদেরকে অবশ্যই আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে। সূরা আ’রাফ: ৮৮ ’

আল্লাহ তাআলার বাণী,

(سأريكم دار الفاسقين) الأعراف 145

‘‘আমি অচিরেই তোমাদেরকে দেখাব ফাসিকদের আবাস। সূরা আ’রাফ: ১৪৫’

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে রজম তথা বিবাহিত ব্যভিচারীকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা সম্পর্কে বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসটি। সেখানে এসেছে, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু মীনায় হয়রত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছিলেন, ‘মদীনায় যাওয়া পর্যন্ত বিষয়টি স্থগিত রাখুন। কেননা, মদীনা হল দারুল হিজরাতি ওয়াসসুন্নাহ্ তথা হিজরত ও সুন্নাহর দার। সহীহ বোখারী, হাদীস নং ৬৮৩০ .....

এ ছাড়াও এ বিষয়ে অনেক দলীল রয়েছে।....’’

দারুল ইসলাম ও দারুল হারব বা দারুল কুফরের বিভাজন এবং এই পরিভাষাগুলোর স্বরূপ ও বাস্তবতা কোরআন সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা এভাবে প্রমাণিত থাকার পরও মুফতি আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহর মতো বিজ্ঞ ব্যক্তি কিভাবে তা অস্বীকার করলেন, তা আমাদের বোধগম্য নয়।

তাছাড়া এই দুই প্রকারের বাইরে যে, দারের তৃতীয় কোনো প্রকার নেই, তাও একটি সর্বজনবিদিত মাসআলা।

- **উক্ত দুই প্রকারের বাইরে কোনো রাষ্ট্র নেই**

মৌলিকভাবে পৃথিবীর সকল রাষ্ট্র ও ভূখণ্ড এই দুই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। হয় দারুল ইসলাম, না হয় দারুল হারব। এর বাইরে তৃতীয় প্রকারের কোনো রাষ্ট্র নেই।

বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ আবু যায়েদ দাবূসি রহ. (মৃত্যু ৪৩০ হি.) বলেন,

"الأصل عندنا أن الدنيا كلها داران دار الإسلام، ودار الحرب" تأسيس النظر، ص:119، طبع دار ابن زيدون بيروت ومكتبة الكليات الأزهرية القاهرة.

"আমাদের মূলনীতি হল সমগ্র দুনিয়া দুই দারে বিভক্ত। দারুল ইসলাম ও দারুর হারব।" -তা'সিসুন নাযার: ১১৯

আল্লামা ইবনুল মুফলিহ হাম্বলী রহ. (মৃত্যু: ৭৬৩ হি.) বলেন,

فَصْل (فِي تَحْقِيق دَار الْإِسْلَام وَدَار الْحَرْب).

فَكُلّ دَار غَلَبَ عَلَيْهَا أَحْكَام الْمُسْلِمِينَ فَدَارُ الْإِسْلَام وَإِنْ غَلَبَ عَلَيْهَا أَحْكَام الْكُفَّار فَدَارُ الْكُفْر وَلَا دَارَ لِغَيْرِهِمَا. الآداب الشرعية، ج: 1، ص: 239، المكتبة الشاملة.

"দারুল ইসলাম ও দারুল হারব-এর বিশ্লেষণ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

প্রত্যেক ঐ ভূখণ্ড, যেখানে মুসলমানদের আহকাম বিজয়ী, তা দারুল ইসলাম। পক্ষান্তরে যেখানে কাফেরদের আহকাম বিজয়ী, তা দারুল কুফর। এই দুই প্রকার ব্যতীত অন্য কোন দার নেই।" -আলআদাবুশ শরঈয়্যাহ: ১/২৩৯

সাইয়েদ কুতুব রহ. (মৃ: ১৩৮৫ হি:) বলেন,

ينقسم العالم في نظر الإسلام وفي اعتبار المسلم إلى قسمين اثنين لا ثالث لهما. -في ظلال القرآن، سورة المائدة -الآية 27- 70/5.

'ইসলাম ও মুসলিমের দৃষ্টিতে সমগ্র বিশ্ব দুই ভাগে বিভক্ত। এই দুই প্রকারের বাইরে তৃতীয় কোনো প্রকার নেই।' -ফি যিলালিল কোরআন: ৫/৭০

ড. খালেদ বিন আব্দুল্লাহ আলবিশর বলেন,

أن وصف (الإسلام) من جهة و(الكفر) من جهة أخرى أوصاف شرعية اختص الله بحكمها، دون غيره من خلقه، فليس لأحد من الناس أن يدخل في (الإسلام) إلاّ من أدخله الله، ولا يخرجه منه إلاّ من أخرجه الله.

وكذلك الكفر لا يَدخلُ فيه إلاَّ من أدخله الله. وإذا كان هذا في الأشخاص، فكذلك في الأراضي والبقاع، فإما (دار إسلام)، وإما (دار كفر)، ولا دار غيرهما كما نصَّ عليه الفقهاء.[3]

"এক হিসেবে ইসলাম আরেক হিসেবে কুফরের বিশেষণ আরোপ করা এমন শরয়ী সিফাত, যা শুধু আল্লাহ তায়ালাই আরোপ করতে পারেন। সৃষ্টির অন্য কেউ পারে না। কাজেই কোন ব্যক্তি কেবল তাকেই মুসলমান গণ্য করবে, যাকে আল্লাহ তাআলা মুসলমান গণ্য করেছেন। এমন ব্যক্তিকেই কেবল ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত গণ্য করবে, যাকে আল্লাহ তাআলা ইসলাম থেকে বহিষ্কার করেছেন। একইভাবে কুফরও। যাকে আল্লাহ তাআলা কুফরে দাখিল করেছেন, সেই কেবল কুফরে অন্তর্ভুক্ত হবে। এটা ব্যক্তির বেলায় যেমন, জমিন ও ভূখণ্ডের বেলায়ও একই রকম। হয়তো দারুল ইসলাম, নয়তো দারুল কুফর। এতদভিন্ন কোন দার নেই, যেমনটা ফুকাহায়ে কেরাম সুস্পষ্ট করে বলেছেন।"

ড. আব্দুল আযিয বিন মাবরূক আলআহমাদি বলেন,

المطلب الأول: "في الدليل على التقسيم من الكتاب والسنة والمأثور والإجماع، لقد دل الكتاب والسنة والمأثور والإجماع على تقسيم الأرض إلى دارين: دار إسلام، ودار كفر." اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية، ج:1، ص:301-312،

"প্রথম মাসআলা: পৃথিবী দারুল ইসলাম ও দারুল হারবে বিভক্তির স্বপক্ষে কোরআন, সুন্নাহ্, সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্য ও ইজমার দলীল প্রসঙ্গে।

কোরআন, সুন্নাহ্, সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্য ও ইজমা থেকে প্রমাণিত, পৃথিবী দারুল ইসলাম ও দারুল কুফর, এ দুই শ্রেণীর দারে বিভক্ত।" -ইখতিলাফুদ দারাইন ওয়াআসারুহ ফী আহকামিশ শরীয়াতিল ইসলামিয়্যাহ্: ১/৩০১

এমন সর্বজনবিদিত মাসআলায় মুফতি আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ কী করে বললেন, তা কোরআন সুন্নাহ'য় নেই?

কোরআনে কারীমে বারবার হিজরত ও মুহাজিরদের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এই হিজরত কোত্থেকে কোথায় করবে? মুফতি আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ নিজেই সংশ্লিষ্ট এই আলোচনায় বলেছেন, দারুল হারব থেকে দারুল ইসলামে হিজরত করা ফরজ। আর

[3] موقع "الإسلام اليوم" قسم الفتوى، التاريخ: 9صفر، 1425هـ. الموافق 30 مارس 2004م. يوم الثلاثاء، والرابط على الانترنيت: http://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-40596.htm

এই হিজরত ফরজ হওয়ার কথা তো কোরআন ও সুন্নাহ'য় অসংখ্যবার বিধৃত হয়েছে। তাহলে কোরআন সুন্নাহ'য় দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের বিষয়টি নেই কী করে হল? কোরআন সুন্নাহর 'ইকতিযাউন নাস' দ্বারা যেটা প্রমাণিত, সেটা কি কোরআন সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়?

জালিম জনপদ থেকে মাজলুমদের উদ্ধারে কোরআন কিতালের নির্দেশ দিচ্ছে, কিন্তু এই জালিম জনপদটা কী এবং তাদের উদ্ধার করে কোথায় নিয়ে যেতে হবে?

মাজলুমদেরকে কিতালের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে, যাদেরকে তাদের বাড়ি ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়েছে এবং যাদের যমিনের ক্ষমতা প্রদান করা হলে তারা তাতে আল্লাহর বিধি বিধান প্রতিষ্ঠিত করবে, কিন্তু যেই বাড়ি ঘর থেকে তাদের বের করে দেয়া হল এবং যে যমিনের ক্ষমতা পেলে তারা আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত করবে, দুটি ভূখণ্ডের হাকিকত ও প্রকৃতি কী?

যারা যমিনে দুর্বল অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে, তাদেরকে ফিরেশতারা বলবে আল্লাহর যমিন কি প্রশস্ত ছিল না, যাতে তোমরা হিজরত করতে পার? এবং হিজরত না করায় তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম, কিন্তু যেই ভূখন্ডে তারা দুর্বল ছিল এবং যেই ভূখণ্ডে হিজরত না করার কারণে তারা জাহান্নামী, সেই ভূখণ্ড দুটি কী?

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বলেছেন, যে ব্যক্তি হিজরত না করে মুশরিকদের মাঝে বসবাস করবে আমি তার থেকে সম্পর্কহীন, এই হিজরত কোত্থেকে কোথায় করবে?

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বলেছেন, তওবার দরজা বন্ধ হওয়া পর্যন্ত হিজরতের দরজা বন্ধ হবে না, এই হিজরত কোত্থেকে কোথায় হবে?

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বলেছেন, যে মুশরিক ইসলাম গ্রহণ করার পর মুশরিকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুসলমানদের কাছে চলে আসবে না, তার আমল আল্লাহ কবুল করবেন না, এখানে কোন ভূখণ্ডের মুশরিক আর কোন ভূখণ্ডের মুসলিমদের কথা বলা হয়েছে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দায়িদেরকে নির্দেশ দিতেন, কাফেররা যখন ইসলাম গ্রহণ করে, তাদেরকে দাওয়াত দাও, তারা যেন তাদের 'দার'-ভূখণ্ড থেকে 'দারুল মুহাজিরিনে' চলে আছে, এখানে তিনি কিসের ভাগ করেছেন?

সাহাবী খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু যে বললেন, যেসব যিম্মি দুর্বল বৃদ্ধ ও অক্ষম হয়ে যাবে, তাদেরকে বাইতুল মাল থেকে ভাতা দিতে হবে যতক্ষণ তারা 'দারুল হিজরাহ' ও দারুল ইসলামে বসবাস করবে, কিন্তু যখন দারুল ইসলাম ও দারুল হিজরাহ বাদ দিয়ে অন্যত্র চলে যাবে, তখন তাদের দায়িত্ব মুসলমানদের উপর থাকবে না, এখানে তিনি কিসের বিভাজন করলেন?

এই সবগুলো প্রশ্নের উত্তর খোদ মুফতি আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহর আলোচনাতেই আছে। তিনি নিজেই বলেছেন, দারুল হারব থেকে দারুল ইসলামে হিজরত করতে হয়, কিন্তু তথাপিও তিনি নসের মধ্যে দারুল ইসলাম ও দারুল হারব খুঁজে পেলেন না কেন, তার হিসেব আমরা মিলাতে পারছি না।

- **না কি বলতে চান ঠিক আমরা যেভাবে বলি, সেভাবে নসে নেই?**

না কি তিনি বলতে চান, ঠিক আমরা যেভাবে বলি, 'দার দুই প্রকার, দারুল ইসলাম ও দারুল হারব' ঠিক এভাবে এই শব্দেই কোরআন হাদীসে থাকা দরকার ছিল? কিন্তু তা নেই!

ইসলামী শরীয়ার বহু বিষয়, বিশেষত ইসলামী শরীয়ার অধিকাংশ পরিভাষাই তো এভাবে কোরআন সুন্নাহ'য় নেই। তাহলে কি সেই সবগুলো বিষয়কেই 'দারুল ইসলাম' ও 'দারুল হারবে'র পরিণতি ভোগ করতে হবে?

ইসলামের প্রথম কালিমা; প্রসিদ্ধ কালিমা তায়্যিবা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' সম্পর্কেও এক গ্রুপের এমন আপত্তি আছে, যে আপত্তি মুফতি আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ দারুল ইসলাম ও দারুল হারব সম্পর্কে করেছেন। এখানেও কি তিনি তাদের সঙ্গে একমত হবেন যে, কালিমা তায়্যিবা নসের মাসআলা নয়? সুতরাং তার পরিচয়, সংজ্ঞা, হাকীকত স্বরূপ সম্পর্কে (নাউযুবিল্লাহ) তা তা বলা যাবে, যা যা তিনি দারুল ইসলাম ও দারুল হারব সম্পর্কে বলেছেন?

চার মাযহাব ও তাকলিদ সম্পর্কেও একই কথা আছে। এখানেও তিনি একমত?

নামায তিন প্রকার। ফরজ, ওয়াজিব, নফল। কিংবা নফল সুন্নতকে আলাদা করলে চার প্রকার। কিন্তু এইভাবে কোরআন সুন্নাহ'র কোথাও নামাযকে ভাগ করা হয়নি। তাই বলে কি এগুলো কোরআন সুন্নাহ'র নসে নেই বলা যাবে?

হিন্দু, বৌদ্ধ, রাফেজি, কাদিয়ানিরা কাফের এভাবে কোরআনের কোন আয়াতে আছে? লক্ষ লক্ষ হাদীসের ভাণ্ডারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথায় বলেছেন

হিন্দু বৌদ্ধরা মুশরিক? এখানেও কি তিনি বলবেন, তাদের কাফের হওয়া কোরআন সুন্নাহ'র নসে নেই? সুতরাং এগুলোতে দ্বিমত করার সুযোগ আছে?

শরীয়তের সর্বসম্মত চার উৎসের ৩য় ও ৪র্থটি যথাক্রমে ইজমা ও কিয়াস। কিন্তু এই দুটি পরিভাষা কি এভাবে কোরআন সুন্নাহ'র কোথাও আছে? এগুলো সম্পর্কেও কি তিনি বলবেন, এগুলো কোরআন সুন্নাহ'র নসে নেই বা নস দ্বারা প্রমাণিত নয়? পরবর্তী ফকীহদের ইজতেহাদ? সুতরাং এগুলো মানা জরুরি নয়? নববী যুগ থেকে চলে আসা দীর্ঘ দেড় হাজার বছরের সর্বস্বীকৃত ইসলামী পরিভাষাগুলো কোন দলীল ছাড়া শুধু 'কোরআন সুন্নাহ'য় নেই' বলে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেয়া হবে?

- **মানলাম নসে নেই, কিন্তু শরীয়তের কোনো দলিলেই নেই?**

যদি মেনেও নেই নসে নেই, তবু কি শরীয়তের কোনো দলিলেই বিষয়গুলো নেই? শরীয়তের গ্রহণযোগ্য কোনো দলিল দ্বারাই বিষয়গুলো প্রমাণিত নয়? যদি প্রমাণিত না হয়ে থাকে, তাহলে বলা উচিৎ যে, শরীয়তের দলিল দ্বারা প্রমাণিত নয়। তা না বলে মাসআলাটি মানসূস নয়, সুতরাং তা অস্বীকার করা বা কিতাবের পাতা থেকে মুছে দিলেও কোনো সমস্যা নেই, এমন বলার কী অর্থ? এ গবেষণার ফসল কি তাদের গোলায়ই উঠবে না, যারা বলে ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার? যারা বলে ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্রের কোনো সম্পর্ক নেই? যারা বলে রাষ্ট্রের গায়ে কালিমা লেখার জন্য ইসলাম আসেনি? ইসলামী রাষ্ট্রের কোনো ধারণা ইসলামী শরীয়ায় নেই? যারা বলে 'ইসলাম রুলিং কে লিয়ে নেহি আয়া'? বা ইসলাম শাসন করার জন্য আসেনি?

অবশ্য এই ফলাফল আমাদেরকে তাঁর বক্তব্য থেকে ইজতিহাদ করে বের করার প্রয়োজন হচ্ছে না। বরং স্বাভাবিক ভাবেই এই ফল তাদের গোলায় উঠছে। পরের বক্তব্যে আমরা দেখাব, ফুকাহায়ে কেরামের দৃষ্টিতে যেই কুফরি আইনের কারণে একটি রাষ্ট্র দারুল হারবে পরিণত হয়, সেই কুফরি আইনের সুবাদেই তিনি একটি রাষ্ট্রকে দারুল হারব থেকে মুক্তি দিয়ে দিয়েছেন! বরং এক পর্যায়ে দারুল ইসলামের প্রয়োজনীয়তাকেও প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন এবং অস্বীকার করেছেন!

- **শাগরিদের ভয়ঙ্কর বিশ্লেষণ!**

মুফতি আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহর কথাগুলোর ফলাফল ও প্রতিক্রিয়া কত ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করতে পারে এবং রীতিমতো করেও ফেলেছে, তা উপলব্ধির সুবিধার্থে আমি হযরতেরই শাগরিদ এক তরুণ মাওলানার কিছু বক্তব্য তুলে ধরছি। যিনি হযরত মুফতি হাফিযাহুল্লাহরই তত্ত্বাবধানে কয়েক বছর উচ্চতর গবেষণামূলক পড়াশোনাও সম্পন্ন করেছেন। আজকাল তিনি তালাবা উলামাদেরকে ব্যাপকভাবে জ্ঞান বিতরণের জন্য নিয়মিত লাইভ ভিডিও করে যাচ্ছেন। সেই লাইভ সিরিজের কিছু অংশ তারই ভাষায় পাঠকের জন্য তুলে ধরছি,

"আমাদের অনেক তালিবে ইলম ভাইকে দেখতে পাই, তারা দারুল ইসলাম এবং দারুল কুফুর নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন!... দারুল ইসলাম এবং দারুল কুফর কোরআন সুন্নাহ'র পরিভাষা নয়। এটি আমাদের উস্তাদ মুফতি আবুল হাসান আব্দুল্লাহ সাহেবও বলেছেন এবং আমি আরো অন্যান্যদের বক্তব্যেও পড়েছি...। এর থেকে ... সাহেব বলেছেন যে, এটি কোরআন সুন্নাহর পরিভাষা নয়। যদি হত, তাহলে ... রহ. এ ধরনের ইখতেলাফ করেন কেন? মোট কথা দারুল ইসলাম এবং দারুল কুফর; এটা কোরআন সুন্নাহর সংজ্ঞা নয়। এটি ফুকাহায়ে কেরাম নির্ধারণ করেছেন, ইসলামে পররাষ্ট্রনীতি কী হবে, সেটি ঠিক করার জন্য। এটি আবুল হাসান আব্দুল্লাহ সাহেব দামাত বারাকাতুহুমও বলেছেন। যেহেতু দারুল ইসলাম এবং দারুল কুফুর কোরআন সুন্নাহর সংজ্ঞা নয়, সুতরাং...

তো আমরা দেখতে পাচ্ছি, দারুল ইসলাম ও দারুল হারব এর ব্যাপারে এখতেলাফ হচ্ছে। যেহেতু এটি কোরআন সুন্নাহর সংজ্ঞা নয়। ...তো আমরা যে বিষয়টি বলতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে দারুল ইসলাম এবং দারুল কুফুর এটা কোরআন সুন্নাহর কোনো পরিভাষা নয়; ফুকাহায়ে কেরামের পরিভাষা। তাই এতে এখতেলাফ হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এখতেলাফ হয়েছেও। সুতরাং এটা নিয়ে মাথা ব্যাথার কোনো কারণ নেই। দারুল ইসলাম এবং দারুল কুফর যদি নাও মানা হয়, এই ইসতেলাহ এবং পরিভাষা, তাতেও কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। কারণ দারুল ইসলাম এবং দারল কুফরের উপর ভিত্তি করে যে মাসআলাগুলো এসেছে, সেগুলো অন্যভাবেও বের করা সম্ভব। .....

মুফতি আবুল হাসান আব্দুল্লাহ সাহেবকে আমি জিজ্ঞেস করেছি যে হুজুর, যদি দারুল ইসলাম এবং দারুল কুফুর না মানা হয়, তাহলে তো সমস্যা হয়ে যাবে।

কারণ বলা হয়েছে দারুল ইসলামে জাহালত ওজর নয়; দারুল কুফরে জাহালত ওজর। তখন হুজুর বলেছেন যে, দারুল ইসলামে অজ্ঞতা ওজর নয়; এটার ভিত্তি হচ্ছে কারো নিকট মাসআলা পৌঁছার মাধ্যম ছিল কি না? যদি মাসআলা পৌঁছার মাধ্যম থাকে, তাহলে তার অজ্ঞতা ওজর হবে না। আর যদি মাসআলা পৌঁছার মাধ্যম না থাকে, তাহলে তার অজ্ঞতা ওজর হবে। অর্থাৎ সে বলছে জানে না, কিন্তু বাস্তবতা এমন, সে এটা জানতে পারত। তাহলে তো আর অজ্ঞতা ওজর নয়। এটার থেকেই বলা হয়েছে দারুল ইসলামে জাহালত ওজর নয়। কারণ দারুল ইসলামে মাসআলা পৌঁছানো সম্ভব। আর দারুল কুফরে মাসআলা তার নিকট পৌঁছা কঠিন, এজন্য ওজর বলা হয়েছে। তো মূল ভিত্তির আলোকেই আমাদেরকে আগাতে হবে।

তো সারসংক্ষেপ হচ্ছে, দারুল ইসলাম এবং দারুল কুফর কোরআন সুন্নাহর কোনো পরিভাষা নয়; ফুকাহায়ে কেরামের তৈরি করা পরিভাষা। এতে এখতেলাফ হতে পারে এবং হয়েছেও। সুতরাং এটি নিয়ে মাথা ব্যাথার কোনো কারণ নেই।"[4]

আরেকটি ভিডিওতে তিনি বলছেন,

"আবুল হাসান আব্দুল্লাহ সাহেবকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম হুজুর! সংবিধানে তো শুরুতে বিভিন্ন কথা লেখা আছে, এগুলোর আলোকে দারুল কুফর বলা যায় কি না? হুজুর বললেন না, এগুলোর আলোকে দারুল কুফর বলা যায় না। কেননা সংবিধানে ইসলাম অনুযায়ী ধর্মীয় স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। যেখানে ধর্মীয় স্বাধীনতা দেয়া হয়, সেটি দারুল কুফর হয় না। পরে উনি বলেছেন যে, 'কোনা কানি থেকে নিয়ে এসে একটি জিনিসকে সাব্যস্ত করা যায় না, এটা দারুল কুফর'। যেমন সুদের মাসআলা হুজুর বলেছেন যে, সুদ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। ব্যাংকে সুদ, মানুষ ফ্যাক্টরি করছে ওখানেও সুদের কারবার, এখানে ওখানে সুদের কারবার। তো আমরা সুদের মধ্যে ঢুকে যাইনি। কোনো জায়গায় সুদ হয়েছে, তাতে তারা সম্পৃক্ত। আমরা সুদের মধ্যে সম্পৃক্ত না। যতক্ষণ আমি নিজেই সুদের মধ্যে সম্পৃক্ত হব না, ততক্ষণ আমার মধ্যে সুদ ঢুকেছে আমি

[4] দেখুন, https://www.facebook.com/100004589476540/videos/1324384701057833/, এবং, https://www.facebook.com/100004589476540/videos/1324391867723783/
ডাউনলোড করার লিঙ্ক - https://bit.ly/2O6GDoe, এবং, https://bit.ly/2CucSbs

বলব না। এটা বলা যায় না। সুতরাং কোথাও কোনো বক্তব্য লেখা আছে, সেই বক্তব্যের আলোকে পুরা রাষ্ট্রকেই দারুল কুফুর বলা ঠিক নয়।" [5] (শাগরিদের বক্তব্য শেষ)

- **শাগরিদের বক্তব্য আলোচনার টেবিলে না উঠানোই শ্রেয় ছিল!**

শাগরিদের আলোচনায় যে অবিবেচনাপ্রসূত কথাগুলো উঠে এসেছে (যার অধিকাংশ ইচ্ছে করেই উহ্য রেখে দিলাম) তা ইলম ও গবেষণার টেবিলে না উঠানোই শ্রেয় ছিল। কিন্তু সমস্যা হল, তার কথাগুলো মুফতি আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহর মতো ব্যক্তিকে উদ্ধৃত করে এবং তাঁর বক্তব্যের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মতো করে এসেছে। একই সঙ্গে তার উদ্ধৃতি ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, মুফতি আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহর সরাসরি কিছু বক্তব্যও জনসম্মুখে চলে এসেছে। তাঁর বক্তব্য না আসলে হয়তো এই মাওলানার কথাগুলো বিশ্বাস করারই সুযোগ আমাদের ছিল না। এজন্য আমরা এখানে তার কথা ততটুকুই এনেছি, যতটুকুকে মুফতি আবুল হাসান আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহর বক্তব্যের ব্যাখ্যা বা সম্প্রসারিত রূপ বলা যায়। মৌলিকভাবে তার বক্তব্যের স্বতন্ত্র কোনো অংশ এখানে উল্লেখ করিনি এবং তার উপর আলোচনা করারও কোনো ইচ্ছে আমাদের নেই।

- **মুফতি সাহেবের বক্তব্যকে পুঁজি করে শাগরিদের এ বক্তব্য।**

মুফতি আবুল হাসান মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ বলেছেন, দারুল ইসলাম ও দারুল হারব নসের ইসতিলাহ নয় এবং হাদীসে এমন কোনো ভাগের কোনো শব্দ পাবেন না। একথাটির মাধ্যমে যে পথটি খুলে গেছে সে পথে হেটেই শাগরিদ বিষয়টিকে চূড়ান্ত লক্ষে নিয়ে গেছেন এবং দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের পরিভাষাটিকেই অস্বীকার করে বসেছেন। অস্বীকারের পর্বটিও শাগরিদ সম্পন্ন করেছেন স্বীয় উস্তাদের উদ্ধৃতিতেই। কাঁচা হাতের কর্মটিকে পাকাপোক্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা হিসেবে শাগরিদ কয়েকটি কাজ করেছেন,

---

[5] দেখুন - https://www.facebook.com/100004589476540/videos/1324397091056594/
ডাউনলোড লিঙ্ক - https://bit.ly/2K8Tk0z

১. যারা দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের বিষয়টি ইলমিভাবে পরিষ্কার হওয়ার ও পরিষ্কার করার চেষ্টা করছেন, তাদের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করে ব্যাঙ্গাত্মক বাক্য ব্যবহার করেছেন।

২. দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের বিষয়টিকে গুরুত্বহীন করে তুলে ধরার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন

৩. সকলকে বিষয়টি নিয়ে ভাবা থেকে বিরত রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন

৪. এ উদ্দেশ্যে দারুল ইসলাম ও দারুল হারব যে কোরআন সুন্নাহর পরিভাষা নয়, তা প্রমাণ করার জন্য গায়ের জোরে বারবার ব্যার্থ চেষ্টা করেছেন। এজন্য মুফতি আব্দুল্লাহ সাহেবের উদ্ধৃতি বারবার ব্যবহার করেছেন। মাত্র ৬:৩১ সেকেন্ডের আলোচনায় সাত-সাতবার 'কোরআন সুন্নাহর পরিভাষা নয়' বাক্যটির পুনরাবৃত্তি করেছেন। একাধিকবার 'এটা নিয়ে মাথা ব্যাথার কোনো কারণ নেই' জাতীয় বাক্য বলেছেন।

৫. সর্বশেষ তিনি পরিভাষা দুটিকে অস্বীকার করতেও ন্যূনতম কুণ্ঠা ও লজ্জাবোধ করলেন না। শেষমেশ বলেই বসলেন, এই পরিভাষাগুলো না মানলেও সমস্যা নেই। এবং একাজটিও করলেন মুফতি আবুল হাসান আব্দুল্লাহ সাহেবের উদ্ধৃতিতেই। তাও এমন আন্দাযে করলেন যে, তিনি আব্দুল্লাহ সাহেবকে প্রশ্ন করেছেন, তিনি তার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এবং উত্তরে তার কারণও ব্যাখ্যা করেছেন, যাতে এই মাওলানার বিশ্বাসযোগ্যতায় আমাদের সংশয় থাকলেও এখানে অন্তত কোনো সংশয় করার সুযোগ না থাকে।

শাগরিদের এই কাজটি হুবহু মুসতাশরিক ও প্রাচ্যবিদদের কৌশলের সঙ্গে মিলে যায়। তারা যখন ইসলামের কোনো বিধানকে বিনষ্ট করতে চায় বা বিকৃত করতে চায়, তা সরাসরি করে না। এখান থেকে ওখান থেকে এক কথা দুই কথা জোড়া তালি দিয়ে, সামান্য একটু আপত্তি ও অনাগ্রহ সৃষ্টি করতে করতে যখন কিছু মানুষ উদ্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি সহনশীল হয়ে উঠে, তখন তারা তাদের আসল উদ্দেশ্য প্রকাশ করে এবং বিষয়টি সমূলে অস্বীকার করে বসে বা তার একটি বিকৃত রূপ উপস্থাপন করে। তখন তারা অনায়াসে কিছু অনুসারী পেয়ে যায়। অবশ্য মুসতাশরিকরা কাজটি করে বুঝে শুনে পরিকল্পিতভাবে, বেচারা শাগরিদ করেছেন হয়তো জাহালাত ও অজ্ঞতার কারণে। এছাড়া তেমন কোনো পার্থক্য দেখছি না।

- **তবে কি তারা পরিভাষাটিকে ইসলামের দলিল দস্তাবেজ থেকে মুছে দিতে চান?**

বলা হচ্ছে, দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের পরিভাষা না মানলেও সমস্যা নেই। যেই মাসআলাগুলো এই পরিভাষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সেগুলো অন্যভাবেও সমাধান করা যাবে এবং অজ্ঞতা ওজর কি ওজর না, তার সমাধানও তিনি দিয়ে দিলেন এবং বললেন, আমাদেরকে দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মাসআলাগুলো সমাধানের জন্য দারুল হারব ও দারুল ইসলামের পেছনে না ছুটে মূল ভিত্তির আলোকে আগাতে হবে।

বেশ ভালো কথা! কিন্তু আমাদের মতো 'সাতহী' নাদানদেরকে এভাবে একটি মাসআলার সমাধান দিয়ে, বাকিগুলো সে আলোকে সমাধান করে নিতে বললে, এই ফিকহের গভীরতায় পৌঁছা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। আমাদেরকে বলে দিতে হবে, দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরো অসংখ্য মাসআলাগুলোর সমাধান কিভাবে করা হবে। একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যে ফরজ, তার সমাধান কিভাবে করা হবে? খলীফা নিয়োগ করা যে ফরজ, তা কিভাবে আঞ্জাম দেয়া হবে? শরীয়া আদালত ও কাজি নিয়োগ করা যে ফরজ, তা কিভাবে করা হবে? হুদূদ কিসাস প্রতিষ্ঠা করা যে ফরজ, তা কিভাবে সামাল দেয়া হবে? রাষ্ট্রীয় স্তর থেকে সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, আমর বিল মা'রুফ ও নাহি আনিল মুনকারের ফরিজাগুলো কিভাবে আদায় করা হবে? দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের পরিভাষা কিতাব পত্র থেকে মুছে দিলেই কি সবগুলো ফরীযা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আদায় হয়ে যাবে? মাথা নেই তো ব্যাথাও নেই; সুতরাং মাথা কেটে ফেলাই সহজ সমাধান?! অজু নেই তো নামাযও নেই। সুতরাং অপবিত্র থাকাই নামায থেকে নিষ্কৃতির সহজ উপায়?

এমন আরো অসংখ্য মাসআলা আছে, যেগুলোর সমাধান একটি দারুল ইসলাম তথা ইসলামী রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল। ব্যক্তিগতভাবে যা আদায় করা সম্ভব নয়। সেগুলোর সমাধানও আমাদেরকে বলে দিতে হবে...

- **ঈমান কুফরের পার্থক্যরেখা মুছে ফেলার অংশ নয় তো?**

পৃথিবীতে এখন ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে ঈমান কুফুর এবং মুসলিম কাফেরের পার্থক্যরেখা মুছে ফেলার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চলছে এবং কার্যত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মুছে ফেলা হয়েছে। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মতো মুসলিম নেতারাও এখানে পিছিয়ে নেই। নেতা তো নেতা, ইলমের সাথে সম্পর্কযুক্ত অনেক উলামায়ে কেরামের ভূমিকাও এখানে উল্লেখযোগ্য। গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ, অসাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় উদারতা, মডারেট ইসলাম, আন্তধর্মীয় সম্প্রীতি, আন্তধর্মীয় সংলাপ, এ সবই মূলত এক একটি মুখোশ। প্রত্যেকটির নেপথ্যে লুকিয়ে আছে, তাওহীদুল আদইয়ান তথা ঈমান কুফুরের পার্থক্যরেখা মুছে ফেলার সেই ভয়ঙ্কর ও বিভৎস ছবি! দ্বীন ইসলামের খেদমতে মুহতারাম মুফতি আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ এর অবদান আমরা বিস্মৃত হইনি, আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দিন, আমাদের মাথার উপর তাঁর ছায়াকে দীর্ঘ করুন। তাঁর সম্মানিত ব্যক্তিত্ব কিংবা ইলমী মাকামের উপর প্রশ্ন তোলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, এবং নির্দিষ্টভাবে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ নিয়ে আলোচনা করাও আমাদের পছন্দনীয় নয়। এছাড়া ঘরোয়া মজলিশের আলোচনায় আসা বিষয়কে জনসম্মুখে আলোচনার বিষয়ে পরিণত করাও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু ইতিমধ্যেই এ বিষয়টি জনসম্মুখে নিয়ে আসা হয়েছে। এবং মুহতারামের বক্তব্যকে ব্যবহার করে এমন সব কথা জনসম্মুখে বলা হচ্ছে যার কারণে দ্বীন ইসলামের খাতিরেই বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় আমরা কলম ধরতে বাধ্য হয়েছি।

দারুল ইসলাম ও দারুল হারব সংক্রান্ত তাঁর বক্তব্য কিভাবে ব্যবহৃত ও বিকৃত করা হচ্ছে, বিভ্রান্ত কিংবা স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরা কিভাবে তাঁর এ বক্তব্যকে ঈমান ও কুফরের পার্থক্যরেখা মুছে ফেলার ভয়ঙ্কর ও সুদূরপ্রসারী প্রকল্পের অংশ বানিয়ে ফেলছে, এবং ভবিষ্যতে এটি কোন রূপ ধারণ করতে পারে, মুহতারাম মুফতি আব্দুল্লাহ হাসান যদি একটু ভেবে দেখতেন! এখনই সতর্ক না হলে হয়তো খুব দেরি হয়ে যাবে। হয়তো পরে আর সুযোগ পাওয়া যাবে না।

দুই. দারুল হারবের সংজ্ঞা!

তিনি বলেছেন,

"কিন্তু পৃথিবীতে এখন যে রাষ্ট্রগুলো জাতিসংঘের সদস্য, এই রাষ্ট্রগুলোর যে দুস্তর; যে নিয়ম কানুন, সে নিয়ম কানুনগুলোতে এমন নীতিমালা রাখা হয়েছে, যেটা দারুল হারবের সংজ্ঞার সাথে মানানসই না। দারুল হারব এমন একটা জায়গার নাম, যেই জায়গাটা যুদ্ধ অবস্থায় থাকে মুসলমানদের সাথে। এই জন্যই নাম হল দারুল হারব। হারব মানেই হল যুদ্ধ। মুসলমানদের সাথে তারা যুদ্ধ অবস্থায় থাকে। সেখানে কোনো মুসলিমের জান নিরাপদ না। সে তার ঈমান নিয়া বাঁচতে পারে না। এটা হল দারুল হারবের সংজ্ঞা, আমরা পড়লেই পাব।"

- **এই সংজ্ঞা আমরা পড়েও পাইনি**

দারুল হারবের যে সংজ্ঞা তিনি দিয়েছেন, এমন সংজ্ঞা ইসলামের ইতিহাসে কোনো ফকীহ থেকেই আমরা খুঁজে পাইনি। তিনি বলেছেন, 'পড়লেই পাব', কিন্তু আমরা পড়েও পাইনি। অবশ্য যদিও আমরা চেষ্টা করেছি, তবুও আমাদের পড়া খুবই সামান্য ও সীমিত। তিনি দু'একটি উদ্ধৃতি দিয়ে দিলেই বিষয়টি সহজ হয়ে যেত।

তবে দু:খজনক একটি বিষয় হল আজকাল এবিষয়ে সবাই উদ্ধৃতি ছাড়া কথা বলতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। যেমন ওয়াজের ময়দানে, তেমন জাতীয় দৈনিকের প্রথম পাতার বুকে জাতীয় আলেমের সাক্ষাতকারে। গবেষণামূলক সভা সেমিনারে যেমন, উচ্চশিক্ষার হাদীস ও তাফসীরের দরসে কিংবা গবেষণামূলক ফতোয়া প্রবন্ধেও তেমন। যাঁরা ইলম ও ইসলামী গবেষণার রাহবর, অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়েও তাহকীক ও উদ্ধৃতির সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করেন, তাঁরাও মনে হচ্ছে আজ কেন জানি এই কঠিন ও জটিলতম বিষয়টিতে উদ্ধৃতি ছাড়া কথা বলতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন। যে বিষয়টি উম্মতের সবচে বড় চলমান সঙ্কট এবং ইলমের যে অধ্যায়গুলো এ অঞ্চলে শতাব্দীর পর শতাব্দী বে-ওয়ারিস পড়ে আছে। যেখানে ইদানিং সর্বাধিক অনধিকার চর্চা ও অরাজক হস্তক্ষেপ চলছে। যাঁদের কাছে এই অসঙ্গতির প্রতিকারের আশা ছিল, তাঁদের মধ্যেও কেউ কেউ মনে হচ্ছে সেই একই পথে হাঁটছেন!

কিতাব পড়ে যা পেয়েছি

কিতাব পড়ে আমরা যা পেয়েছি তা পাঠকের সামনে তুলে ধরলাম। আমাদের অসম্পূর্ণ অধ্যয়নে আইম্মায়ে মাযাহিব থেকে শুরু করে হাল যামানার ফুকাহায়ে কেরামের ফিকহ ফতোয়ার কোনো কিতাবেই আমরা উল্লিখিত সংজ্ঞা খুঁজে পাইনি। সবগুলো উদ্ধৃত করতে গেলে মোটা কলেবরের স্বতন্ত্র একটি কিতাব রচনা করতে হবে। আমি সংক্ষেপে নমুনা হিসেবে পাঠকের সামনে চার মাযহাবের কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরছি। সঙ্গত কারণেই হানাফী মাযহাব ও ভারত উপমহাদেশের উলামায়ে কেরামের উদ্ধৃতি একটু বেশি পরিমাণে আসবে।

- **ফিকহে হানাফী**

ইমাম জাসসাস রহ. (মৃত্যু: ৩৭০ হি.) বলেন,

مسألة: [بيان المراد بدار الحرب ودار الإسلام]

قال: (وإذا ارتد أهل بلد وقد جرى فيه حكمهم: فإنه يصير دار حرب، اتصلت بدار الحرب أم لم تتصل، في قول أبي يوسف ومحمد).....

قال أحمد: وذلك في نحو بلد القرمطي، أنه دار حرب وإن كان حواليه دار الإسلام في قولهما؛ لأن حكم الكفر قد ظهر فيه، لما أظهروا فيه من دين المجوس، وعبادة النيران، وشتم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فلو أن إمامًا عادلاً ظهر عليهم: جاز له استغراق أهله بالقتل، وسبي النساء والذرية، بمنزلة سائر دور الحرب.

ووجه هذا القول: أنَّ حكم الدار إنما يتعلق بالظهور والغلبة، وإجراء حكم الدين بها، والدليل على صحة ذلك: أنا متى غلبنا على دار الحرب، وأجرينا أحكامنا فيها: صارت دار الإسلام، سواء كانت متاخمة لدار الإسلام أو لم تكن، فكذلك البلد من دار الإسلام، إذا غلب عليه أهل الكفر، وجرى فيه حكمهم: وجب أن يكون من دار الحرب. -شرح مختصر الطحاوي، ج:7، ص: 215-217، المكتبة الشاملة.

"মাসআলা: [দারুল হারব ও দারুল ইসলামের আলোচনা]

আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রাহিমাহুমাল্লাহ-এর মতে কোনো (মুসলিম) ভূখণ্ডের অধিবাসীরা মুরতাদ হয়ে গেলে এবং তাতে তাদের বিধি বিধান জারি হয়ে গেলে তা দারুল হারব হয়ে যায়; চাই তা অন্য দারুল হারবের সাথে মিলিত হোক বা না হোক। ...

আহমাদ (জাসসাস) রহ. বলেন, যেমন কারামিতাদের অঞ্চল। সাহেবাইনের মতে সেটি দারুল হারব; যদিও তার চতুর্দিকে দারুল ইসলাম বেষ্টিত। কেননা, কুফরি

বিধান তাতে জারি হয়ে গেছে। তারা তাতে মাজূসীদের ধর্ম ও অগ্নিপূজার প্রকাশ্য প্রচলন করেছে। প্রকাশ্যে (আমাদের) রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কটূক্তি করে যাচ্ছে। সুতরাং যদি কোন ন্যায়পরায়ণ ইমাম তাদের উপর বিজয় লাভ করতে পারেন, তাহলে অন্যান্য দারুল হারবের মতো, তার জন্য তাদের সকলকে হত্যা করা এবং তাদের নারী-শিশুদের বন্দী করা বৈধ হবে।

এই মতের পক্ষে যৌক্তিক দলীল হল, কেনো দারের উপর দারুল ইসলাম বা দারুল কুফর হওয়ার বিধান আরোপের ভিত্তি বিজয়, দখলদারিত্ব ও তাতে জারিকৃত ধর্মীয় বিধি বিধান। এ কথা সঠিক হওয়ার দলীল হল, আমরা যখন কোনো দারুল হারব বিজয় করে তাতে আমাদের বিধি বিধান জারি করি, তখন তা দারুল ইসলাম হয়ে যায়; চাই তা দারুল ইসলামের সাথে মিলিত হোক বা না হোক। তদ্রূপ দারুল ইসলামের কোনো ভূখণ্ডের ব্যাপারেও একই কথা। যখন কাফেররা তাতে বিজয়ী হবে এবং তাতে তাদের বিধি বিধান জারি হবে, অতিঅবশ্যই তা দারুল হারবে পরিণত হয়ে যাবে।" -শরহু মুখতাসারিত ত্বহাবি, খ-: ৭, পৃষ্ঠা: ২১৫-২১৭

আল্লামা সারাখসী রহ. (মৃত্যু: ৪৮৩ হি.) বলেন,

وعن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى إذا أظهروا أحكام الشرك فيها فقد صارت دارهم دار حرب؛ لأن البقعة إنما تنسب إلينا أو إليهم باعتبار القوة والغلبة، فكل موضع ظهر فيه حكم الشرك فالقوة في ذلك الموضع للمشركين فكانت دار حرب، وكل موضع كان الظاهر فيه حكم الإسلام فالقوة فيه للمسلمين.

المبسوط .للامام شمس الدين السرخسي، مطابق لطبعة السعادة بمصر، الطبعة الاولى 1324هـ – ج:10، ص:114. الشاملة

"ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ. থেকে বর্ণিত, যখন তারা শিরক; অর্থাৎ শিরকের বিধান প্রতিষ্ঠিত করে, তখন তাদের ভূখণ্ড দারুল হারব হয়ে যায়। কারণ কোনো ভূখণ্ড আমাদের কিংবা তাদের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হবে তো ক্ষমতা ও বিজয়ের ভিত্তিতে। সুতরাং যেখানে শিরকের বিধান প্রতিষ্ঠিত হবে, স্বাভাবিকভাবেই বলা যায়, সেখানকার ক্ষমতাও মুশরিকদের হাতে। অতএব তা দারুল হারবই হবে। পক্ষান্তরে যেখানে প্রতিষ্ঠিত বিধান হবে ইসলামী বিধান, স্বাভাবিকভাবেই বলা যায়, সেখানকার ক্ষমতাও মুসলিমদের হাতে।" -মাবসূতে সারাখসী: ১০/১১৪

একই কথা আরো পরিষ্কার করে ব্যক্ত করেছেন আল্লামা কাসানি রহ. (মৃত্যু: ৫৮৭ হি.)। তিনি বলেন,

ووجه قولهما،-يعني ابا يوسف ومحمد- أن كل دار مضافة إما الى الاسلام وإما الى الكفر، وانما تضاف الدار الى الاسلام اذا طبقت فيها احكامه. وتضاف الى الكفر اذا طبقت فيها احكامه، كما تقول الجنة دار السلام. والنار دار البوار، لوجود السلامة في الجنة والبوار في النار، ولان ظهور الاسلام او الكفر بظهور احكامها.

(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين ابي بكر الكاساني).

"ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের বক্তব্যের যৌক্তিক দলিল হল, প্রত্যেক ভূখণ্ডই হয় ইসলামের দিকে সম্বন্ধযুক্ত; নয় কুফরের দিকে। কোনো ভূখণ্ড তো তখনই ইসলামের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়, যখন সেখানে ইসলামী বিধান বাস্তবায়ন করা হয়। এবং কোনো ভূখণ্ড তখনই কুফুরের দিকে সম্বন্ধযুক্ত হয়, যখন তাতে কুফরী বিধান বাস্তবায়ন করা হয়। যেমন জান্নাতে যেহেতু শান্তি আছে, এজন্য তাকে 'দারুস সালাম' বা শান্তির আবাস বলা হয় এবং জাহান্নামে যেহেতু ধ্বংস ও বিনাশ আছে, এজন্য তাকে 'দারুল বাওয়ার' বা ধ্বংসের আবাস বলা হয়।

আরেকটি কারণ হল, ইসলামের বিজয় ও প্রতিষ্ঠা বা কুফরের বিজয় ও প্রতিষ্ঠা তো ইসলাম ও কুফরের বিধানের বিজয় ও প্রতিষ্ঠা দ্বারাই সাব্যস্ত হয়।" - বাদায়েউস সানায়ে: ৭/৩৫৮

উক্ত বিষয়টি যেহেতু আসহাবুল মাযাহিব থেকেই বিদ্যমান, এজন্য তার আলোচনা ফিকহে হানাফির পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ফকীহদের সকল কিতাবে প্রায় একই রকম বিদ্যমান। এজন্য আপাতত এবিষয়ে আর বেশি উদ্ধৃতির প্রয়োজন মনে করছি না।

অবশ্য দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের পরিচয় সংক্রান্ত একটি মাসআলায় সাহেবাইনের সঙ্গে ইমাম আবু রহ.এর ভিন্নমতের একটি প্রসঙ্গ আছে। সেখানে নিরাপত্তার বিষটিও আছে। যা থেকে কারো মুফতি আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ এর কথাটি সমর্থিত হওয়ার সংশয় হতে পারে। বস্তুত ইমাম আবু হানিফা রহ.এর কথায় আদৌ এমন কোনো সুযোগ ও সম্ভাবনা নেই। বিষয়টি আমরা সামনে স্বতন্ত্র শিরোনামে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। আপাতত আমরা এই অঞ্চলের বিবেচনায় নিকট অতীতের এবং বিশেষ করে দেওবন্দি হানাফি ফকীহদের কিছু বক্তব্য ও ফতোয়া উদ্ধৃত করছি।

শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. (মৃত: ১২৩৯ হি.)

তিনি ভারতকে দারুল হারব ফতোয়া দিয়ে বলেন,

اور دار الحرب اسي وقت دار الاسلام هو جاتا هے كه اهل اسلام كے احكام اس ميں جاري هو جائيں اور كافي ميں هے:۔

إن المراد بدار الاسلام بلاد يجري فيها حكم إمام المسلمين ويكون تحت قهره، وبدار الحرب بلاد يجري فيها امر عظيمها وتكون تحت قهره. اهـ.

ترجمہ: "يعني دار الاسلام سے مراد وہ شهر هيں جن ميں مسلمانوں كے امام كا حكم جاري هو اور وہ شهر اس كے زير حكومت هو، اور دار الحرب سے وہ شهر مراد هيں جن ميں ان شهروں كے سردار كا حكم جاري هو اور اس كے زير حكومت هو" يه كافي كي عبارت كا ترجمه هے۔

اس شهر ميں مسلمانوں كے امام كا حكم هر گز جاري نهيں، نصارا كے حكام كا حكم بے دغدغه جاري هے، اور احكام كفر كے جاري هونے سے يه مراد هے كه مقدمات انتظام سلطت اور بندو بست رعايا و تحصيل خراج اور باج و عشر اموال تجارت ميں حكام بطور خود حاكم هوں اور ڈاكوؤں اور چوروں كي سزا اور رعايا كے باهمي معاملات اور جرموں كي سزا كے مقدمات ميں كفار كا حكم جاري هو اگرچه بعض احكام اسلام مثلا جمعه و عيدين اور اذان اور گاؤكشي ميں كفار تعرض نه كيں۔ فتاوى عزيزي، ايچ ايم سعيد كمپني، پاكستان، طبع جديد سنه 1804ھ. ص:454-455

"এবং দারুল হারব তখনই দারুল ইসলামে পরিণত হয়ে যায়, যখন মুসলিমদের বিধান সেখানে জারি হয়। 'আলকাফি'তে এসেছে,

إن المراد بدار الاسلام بلاد يجري فيها حكم إمام المسلمين ويكون تحت قهره، وبدار الحرب بلاد يجري فيها امر عظيمها وتكون تحت قهره. اهـ.

'দারুল ইসলাম দ্বারা উদ্দেশ্য এমন রাষ্ট্র, যাতে ইমামুল মুসলিমিনের হুকুম চলে এবং তার কর্তৃত্বের অধীন থাকে। দারুল হারব দ্বারা এমন রাষ্ট্র উদ্দেশ্য, যেখানে কাফের-প্রধানের হুকুম চলে এবং তার কর্তৃত্বের অধীন থাকে।'

এই শহরে মুসলমানদের শাসকের আইন-কানুন একদমই চলছে না। খ্রিস্টান শাসকদের আইন-কানুন নির্ভয়ে চলছে। আর আহকামে কুফর জারি হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য বিচারব্যবস্থা, শাসনব্যবস্থা, প্রজা পরিচালনা, ব্যবসায়িক পণ্যে খারাজ, কর,

উশর আদায়ে শাসক স্বনীতিতে শাসক হওয়া এবং চোর ডাকাতদের শাস্তি ও জনগণের পারস্পরিক লেন-দেন ও অপরাধের শাস্তির বিচারের ক্ষেত্রে কাফেরদের আইন-কানুন জারি হওয়া। যদিও ইসলামের কিছু বিধান যেমন জুমআ, ঈদ, আযান এবং গরু জবাইয়ের ক্ষেত্রে কাফেররা আপত্তি না করে।" -ফাতাওয়া আযিযি -উর্দু- পৃ: ৪৫৪-৪৫৫

রশিদ আহামাদ গাঙ্গুহি রহ. (মৃত: ১৩২৩ হি.)-এর ফতোয়া

হিন্দুস্তান দারুল ইসলাম, না দারুল হারব, এবিষয়ে হযরত গাঙ্গুহি রহ.-এর ফতোয়ার বিষয়টিও আমাদের অনেকেরই জানা। তাতে তিনি কুফর ও কাফেরদের বিজয় ও প্রতিষ্ঠার ভিত্তিতে হিন্দুস্তানকে দারুল হারব ফতোয়া দিয়েছেন এবং একথা পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে, ইসলাম ও কুফরের বিজয় ও প্রতিষ্ঠাই একটি রাষ্ট্র দারুল ইসলাম ও দারুল হারব হওয়ার একমাত্র ভিত্তি। তিনি বলেন,

باید دانست کہ مدار بودن بلدۂ وملکے دار الاسلام ودار الحرب بر غلبہ اسلام وغلبہ کفار است وبس، لھذا ھر موضع کہ مقھور تحت حکم مسلمین است آں را بلاد اسلام گفتہ خاھد شد۔ - تالیفات رشیدیہ، ص:655

"জানা উচিৎ যে, কোনো শহর বা রাষ্ট্র, দারুল ইসলাম ও দারুল হারব হওয়ার একমাত্র ভিত্তি ইসলাম ও কুফরের বিজয় ও প্রতিষ্ঠা। সুতরাং যে স্থান মুসলমানদের কর্তৃত্বের অধীন তাকেই দারুল ইসলাম বা ইসলামী রাষ্ট্র বলা হবে।" -তালীফাতে রশিদিয়াহ, পৃ. ৬৫৫

ইদরিস কান্ধলবি রহ (মৃ: ১৩৯৪ হি:)

خلاصۂ کلام یہ کہ دار الحرب اور دار الاسلام میں فرق یہی ہے کہ جس حکومت میں اسلام حاکم ہو اور قانون شریعت کو برتری اور بالا دستی حاصل ہو اور اس کے فرامین اور قوانین کی عزت اور سربلندی کو خاص طور پر ملحوظ رکھا گیا ہو وہ دار الاسلام ہے، اور جس حکومت میں غیر اسلامی مسلک کی برتری کو ملحوظ رکھا گیا ہو وہ دار الحرب ہے۔ -عقائد الاسلام، دار الحرب اور دار الاسلام میں فرق 1/191

“খোলাসা কথা হল, দারুল হারব ও দারুল ইসলামের একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে, যে রাষ্ট্রে ইসলাম শাসক হবে, শরীয়া আইন-কানুনের শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্ব থাকবে এবং তার ফরমান ও কানুনের সম্মান ও মাহাত্ম বিশেষভাবে লক্ষণীয় হবে, সেটি দারুল ইসলাম। আর যে রাষ্ট্রে অনৈসলামিক মতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রণিধানযোগ্য হবে, সেটি দারুল হারব।” -আকায়েদুল ইসলাম ১/১৯১

ইউসুফ বানুরি রহ. (মৃ: ১৩৯৭ হি:) বলেন,

کسی ملک کے دار الاسلام بننے کا مدار کس چیز پر ہے؟

تمام علماء امت کا اتفاق ہے کہ کسی خطۂ زمین کے دار الاسلام بننے کا مدار اس بات پر نہیں کہ وہاں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب کیا ہے، بلکہ اس کا مدار قانون اسلام کے نفاذ پر ہے۔ جس ملک میں برسر اقتدار طبقہ کی جانب سے عوام کو اسلامی قانون کے فیوض وبرکات سے مستفید ہونے کا موقعہ نہ دیا جائے، جہاں کفر اور جاہلیت کا آئین وقانون مسلط ہو اور جہاں کے بے بس عوام مسلسل احتجاج کے باوجود خدائی قانون کے بجائے طاغوتی قانون کے مطابق اپنے مقدمات فیصلہ کرانے پر مجبور ہوں، اسے ہزار بار مسلمانوں کا ملک کہہ لیجئے، لیکن اسے حقیقی معنی میں اسلامی مملکت اور دار الاسلام کہتے ہوئے حیا آتی ہے۔ "اسلام کے گھر" میں بھی اگر اسلام کو قدم ٹکانے کی اجازت نہ ہو تو وہ مسلمانوں کا گھر تو ہو سکتا ہے، لیکن کیا دنیا کا کوئی عقلمند اسے "اسلام کا گھر" مانیگا؟(بصائر وعبر 2/20)۔

“কোনো রাষ্ট্র দারুল ইসলাম হওয়ার মাপকাঠি কী?

সকল উলামায়ে কেরাম একমত যে, কোনো ভূখণ্ড দারুল ইসলাম হওয়ার মাপকাঠি এটি নয় যে, সেখানে মুসলিম জনসংখ্যার হার কত? বরং দারুল ইসলাম হওয়ার ভিত্তি ইসলামি আইন-কানুন বাস্তবায়নের উপর। যে রাষ্ট্রে শাসকশ্রেণির পক্ষ হতে জনগণকে ইসলামি আইন-কানুনের ‘ফয়েয-বরকত’ দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুযোগ দেয়া হয় না, যেখানে কুফরি ও জাহেলি আইন-কানুন চাপিয়ে দেয়া হয় এবং যেখানকার অসহায় জনগণ লাগাতার আন্দোলন করা সত্ত্বেও আল্লাহ প্রদত্ত আইন-কানুনের পরিবর্তে ‘তাগুতি’-কুফরি আইনে নিজেদের মামলা-মুকদ্দমা ফয়সালা করাতে বাধ্য; সেটিকে হাজারবার মুসলমানদের রাষ্ট্র বলুন, কিন্তু সেটিকে বাস্তবিক অর্থে ইসলামি রাষ্ট্র ও দারুল ইসলাম বলতে লজ্জা লাগে। ইসলামের ঘরেও যদি ইসলামের পা রাখার অনুমতি না থাকে; তো সেটি মুসলমানদের ঘর

তো হতে পারে, কিন্তু পৃথিবীর কোনো বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি কি সেটিকে 'ইসলামের ঘর' হিসেবে মেনে নেবে?" -বাসায়ের ও ইবার ২/২০

কারি মুহাম্মাদ তাইয়িব রহ. (মৃ: ১৪০৩ হি:) বলেন,

(قانون سازی غیر اللہ کا حق نہیں).....پس وہ سلطنت کبھی بھی اسلامی سلطنت نہیں کہی جا سکتی جس میں قانون سازی انسان کا حق تسلیم کی گئی ہو اور اس طرح حکمرانی کا منصب انسانوں کو دیا جا رہا ہو۔(فطری حکومت 2/60)۔

"(আইন প্রণয়ন আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো অধিকার নয়)..... সুতরাং ওই রাষ্ট্রকে কখনই ইসলামি রাষ্ট্র বলা যায় না, যে রাষ্ট্রে আইণ প্রণয়ন মানুষের অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এমনিভাবে রাজ্য পরিচালনার পদ (নিঃশর্ত ও নিরঙ্কুশভাবে) মানুষকে দিয়ে দেয়া হয়।" -ফিতরি হুকুমত ২/৬০

ইসলামী আইন ও কুফুরি আইনই যে দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের একমাত্র ভিত্তি, যেমনটি আমরা উপরে দেখলাম, এই কথাটি হানাফি ফকীহ ও মুফতিদের আরো অনেকেই বলেছেন। যেমন মাওলানা আব্দুল হাই বুরহানবি রহ. (মৃত্যু: ১২৪৩ হি.)। দেখুন, নকশে হায়াত, খ. ২, পৃ. ৪১০-৪১১, টীকা নং ১; মুফতি মাহমুদ হাসান দেওবন্দী রহ. (মৃত্যু: ১৪১৭ হি.), দেখুন, ফতোয়া মাহমুদিয়া, ফতোয়া নং ৭৪৫৪, ফরিদ বুক ডিপো লি. দ্বিতীয় প্রকাশ ১৪৩৬ হি.; ইউসুফ লুধিয়ানভী রহ. (মৃত্যু ১৪২১ হি.), দেখুন, আপ কে মাসায়েল আওর উনকা হাল: খ. ৮, পৃ. ৩৯৪-৩৯৫, মকতাবায়ে লুধিয়ানবি, করাচি ১৯৯৯ ইং; মুফতি আব্দুস সালাম চাটগামি হাফিযাহুল্লাহ। দেখুন, মাকালাতে চাটগামী, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য, পৃ. ১৬৮।

- **ফিকহে মালেকি**

ইমাম মালেক রহ. (মৃত্যু: ১৮৯ হি.)

وَكَانَتْ الدَّارُ-مكة- يَوْمئِذٍ دَارَ الْحَرْبِ لِأَنَّ أَحْكَامَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَتْ ظَاهِرَةً يَوْمئِذٍ. -المدونة الكبرى، ج:1، ص:511، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، 1415هـ.

"মক্কা তখন দারুল হারব ছিল। কারণ তৎকালে তাতে জাহেলি বিধান প্রতিষ্ঠিত ছিল।" -আলমুদাওয়ানাতুল কুবরা

আরো দেখুন, আলকাফি ফি কিকহি আহলিল মাদীনাহ, পৃ. ২১০, ইবনু আব্দিল বার (মৃ: ৪৬৩ হি:), আততাম্বীহাতুল মুসতাম্বাতাহ আলাল কুতুবিল মুদাওয়ানাহ ওয়াল মুখতালিতাহ, খ. ২, পৃ. ৯৭৯, কাযি ইয়ায রহ. (মৃ: ৫৪৪ হি:)

- **ফিকহে শাফেঈ**

ইমাম শাফেয়ি রহ. (মৃ: ২০৪ হি:) বলেন,

وَأُحِبُّ إِذَا غَزَا الْمُسْلِمُونَ بِلَادَ دَارِ الْحَرْبِ وَكَانَتْ غُزَاتُهُمْ غَارَةً أَوْ كَانَ عَدُوُّهُمْ كَثِيرًا وَمُتَحَصِّنًا مُمْتَنِعًا لَا يُغْلَبُ عَلَيْهِمْ أَنْ تَصِيرَ دَارُهُمْ دَارَ الْإِسْلَامِ وَلَا دَارَ عَهْدٍ يَجْرِي عَلَيْهَا الْحُكْمُ أَنْ يَقْطَعُوا وَيُحَرِّقُوا وَيُخَرِّبُوا مَا قَدَرُوا عَلَيْهِ مِنْ ثِمَارِهِمْ وَشَجَرِهِمْ وَيُؤْخَذُ مَتَاعُهُمْ وَمَا كَانَ يُحْمَلُ مِنْ خَفِيفِ مَتَاعِهِمْ فَقَدَرُوا عَلَيْهِ اخْتَرْت أَنْ يَغْنَمُوهُ وَمَا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ حَرَّقُوهُ وَغَرَّقُوهُ وَإِذَا كَانَ الْأَغْلَبُ عَلَيْهِمْ أَنَّهَا سَتَصِيرُ دَارَ الْإِسْلَامِ أَوْ دَارَ عَهْدٍ يَجْرِي عَلَيْهِمْ الْحُكْمُ اخْتَرْت لَهُمْ الْكَفَّ عَنْ أَمْوَالِهِمْ لِيَغْنَمُوهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. -الأم للشافعي، كتاب الحكم في قتال المشركين ومسألة مال الحربي، العبد المسلم يأبق إلى أهل دار الحرب 272/4، طبع دار المعرفة، بيروت.

“মুসলমানরা যখন দারুল হারবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তখন তাদের যুদ্ধের ধরন যদি হয় অতর্কিত আক্রমণ বা শত্রুদের সংখ্যা যদি অধিক হয় এবং তারা এমনভাবে কেল্লাবেষ্টিত ও সুরক্ষিত থাকে যে, তাদের উপর বিজয়ী হয়ে সেটিকে দারুল ইসলাম বা দারুল আহদ বানানো যাবে না; যাতে (ইসলামি) আইন-কানুন জারি হবে, তাহলে যতদূর সম্ভব তাদের গাছপালা, ফল, ফসল কেটে ফেলা, জ্বালিয়ে দেয়া এবং ধ্বংস করে দেয়া উত্তম মনে করি। আর হালকা পাতলা সামান পত্র যেগুলো বহন করে নিয়ে আসা সম্ভব সেগুলো গনিমত হিসেবে নিয়ে আসবে। যেগুলো সম্ভব নয় সেগুলো জ্বালিয়ে দিবে বা ডুবিয়ে দিবে। আর যদি প্রবল ধারণা হয় যে, তা দারুল ইসলাম বা দারুল আহদ হয়ে যাবে; যাতে (ইসলামি) আইন-কানুন জারি হবে, তাহলে তাদের সম্পদ নষ্ট করা থেকে বিরত থাকাকেই আমি গ্রহণ করব; যেন মুসলিমরা সেগুলোকে গনিমত হিসেব লাভ করতে পারে ইনশাআল্লাহ।” -কিতাবুল উম্ম ৫/৬৩০

ওয়াহবাহ আযযুহাইলি রহ. (মৃ: ১৪৩৬ হি:)

মুফতি আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহর মতো সাম্প্রতিক কালের যারা বিষয়টি নসের পরিভাষা বলে অস্বীকার করেছেন, তাদের একজন শাফেয়ী আলেম শায়খ ওয়াহবাহ

আযযুহাইলি। কিন্তু তিনিও পরিষ্কার বলেছেন, দারের বিধান নির্ভর করে সেখানে কোন আইনের শাসন চলে এবং ক্ষমতা কার হাতে তার উপর। তিনি দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে,

دار الإسلام: ... وهو أن كل ما دخل من البلاد في محيط سلطان الإسلام، ونفذت فيها أحكامه وأقيمت شعائره، قد صار من دار الإسلام...

ودار الحرب: هي الدار التي لا تطبق فيها أحكام الإسلام الدينية والسياسية لوجودها خارج نطاق السيادة الإسلامية...

يظهر من تعريف كل من الدارين أن المعول في تمييز الدار هو وجود السلطة وسريان الأحكام، فإذا كانت إسلامية كانت الدار دار إسلام، وإذا كانت غير إسلامية كانت الدار دار حرب. -آثار الحرب لوهبة الزحيلي، الباب الأول، الفصل الأول، المبحث الأول ص169-171.

"দারুল ইসলাম: ... যে সকল অঞ্চল ইসলামের কর্তৃত্বের অধীন হয় এবং যাতে ইসলামি আইন-কানুন কার্যকর হয় এবং ইসলামের নিদর্শন প্রতিষ্ঠা করা হয়, তা দারুল ইসলামে পরিণত হয়।...

দারুল হারব: যে অঞ্চল ইসলামি কর্তৃত্বের সীমানার বাইরে অবস্থিত হওয়ায় তাতে ইসলামের দ্বীনি ও রাজনৈতিক বিধি-বিধান বাস্তবায়িত হয় না, তা দারুল হারব।...

উভয় 'দার'র সংজ্ঞা থেকে স্পষ্ট যে, 'দার'র পার্থক্য নির্ভর করে কর্তৃত্বের উপস্থিতি ও আইন-কানুন বাস্তবায়নের উপর। যদি কর্তৃত্ব ও আইন-কানুন ইসলামি হয় তাহলে দারুল ইসলাম, আর যদি কর্তৃত্ব ও আইন কানুন ইসলামি না হয় তাহলে তা দারুল হারব।" -আসারুল হারব, পৃ: ১৬৯-১৭১

আরো দেখুন, আলমুগনি, খ. ৩, পৃ. ১০৪, ইবনে কুদামাহ রহ. (মৃত্যু ৬২০ হি.); আলহাবিল কাবীর, খ. ৮, পৃ. ৪৩, আবুল হাসান আলমাওয়ারদি রহ. (মৃ: ৪৫০); ফাতাওয়াস সুবকী, খ. ২, পৃ. ৪১৩, তকিউদ্দিন সুবকী রহ. (মৃ: ৭৫৬ হি:)

- **ফিকহে হাম্বলী**

ইমাম আহমাদ রহ. (মৃত্যু: ২৪১ হি.)

وكان يقول الدار إذا ظهر فيها القول بخلق القرآن والقدر وما يجري مجرى ذلك فهي دار كفر. - اعتقاد الإمام ابن حنبل، ص: 305، طبع دار المعرفة، بيروت.

“ইমাম আহমাদ রহ. বলতেন, কোনো ভূখণ্ডে যখন ‘খালকে কোরআন’ ও ‘কাদর’ (তাকদীর অস্বীকার কার) এবং এজাতীয় আকিদা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তা দারুল কুফরে পরিণত হয়।” -ইতিকাদুল ইমাম আহমাদ: ৩০৫

913– حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل قال: سألت أبي هل ترى قوماً في سعة من السكنى في بلد بينهم وبين مددهم من المسلمين بحر، وعدوهم في جزيرة إلا أنهم ظاهرون عليهم؟

فقال أبي: إن كانت أحكام أهل الإسلام ظاهرة عليهم وكانوا هم أقوى، فأرجو أن لا يكون بذلك بأس، وإذا لم يكونوا كذلك فلا يسكن بين ظهراني قوم يحكمون بغير حكم الإسلام. -مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله بن أحمد، طبع المكتب الإسلامي، بيروت، 1441هـ. كتاب السير، سئل عن فضل الغزو والسكنى بين اهل الحرب صـ246.

“আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ বলেন, আমি আমার পিতা (আহমাদ ইবনে হাম্বল) কে জিজ্ঞেস করেছি, কোনো (মুসলিম) সম্প্রদায়ের জন্য কি এমন অঞ্চলে বসবাস করার সুযোগ আছে, যার মাঝে ও মুসলমানদের সহযোগিতা পৌঁছার মাঝে সমুদ্রের প্রতিবন্ধকতা আছে এবং সমুদ্রের উপদ্বীপে শত্রুর অবস্থান রয়েছে ঠিক, কিন্তু তারা শত্রুদের উপর কর্তৃত্বসম্পন্ন?

আমার পিতা বললেন, যদি মুসলমানদের আইন-কানুন তাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মুসলিমরাই শক্তিশালী হয়, তাহলে আশা করি তাতে কোনো সমস্যা নেই। আর যদি তাদের অবস্থা এমন না হয়, তাহলে এমন সম্প্রদায়ের মাঝে অবস্থান করবে না, যারা অনৈসলামিক আইনে শাসন করে।” -মাসায়েলুল ইমাম আহমাদ পৃ: ২৪৬

কাজি আবু ইয়’লা রহ. (মৃত্যু: ৪৫৮ হি.) বলেন,

وكل دار كانت الغلبة فيها لاحكام الاسلام دون احكام الكفر فهي دار اسلام، وكل دار كانت الغلبة فيها لاحكام الكفر دون احكام الاسلام فهي دار كفر. -المعتمد في اصول الدين 276 للقاضي ابي يعلى الحنبلي.

“যেই ভূখণ্ডে ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠিত; কুফরি বিধান নয়, তা-ই দারুল ইসলাম। পক্ষান্তরে যেই ভূখ-ে কুফরি বিধান প্রতিষ্ঠিত; ইসলামী বিধান নয়, তা দারুল কুফ্র। -আলমু’তামাদ ফি উসূলিদ্দীন: ২৭৬

মুহাম্মাদ ইবনুল মুফলিহ আলমাকদিসি রহ. (মৃ: ৭৬৩ হি:) বলেন,

فكل دار غلب عليها أحكام المسلمين فدار الإسلام، وإن غلب عليها أحكام الكفار فدار الكفر، ولا دار لغيرهما. (الآداب الشرعية لابن مفلح، فصل في تحقيق دار الإسلام ودار الحرب 211/1).

"যে অঞ্চলে মুসলমানদের আইন-কানুন কর্তৃত্বসম্পন্ন হয় তা দারুল ইসলাম। আর যদি তাতে কাফেরদের আইন-কানুন কর্তৃত্বসম্পন্ন হয় তা দারুল কুফর। এই দুই 'দার' ব্যতীত আর কোনো 'দার' নেই।" -আলআদাবুশ শারইয়্যাহ ১/২১১)

আল্লামা আবুল হাসান আলমারদাবী রহ. (মৃত্যু: ৮৮৫ হি.) বলেন,

ودار الحرب ما يغلب فيها حكم الكفر. -الانصاف، ج: 4، ص: 121، المكتبة الشاملة.

"দারুল হারব হল, যেখানে কুফরি বিধান প্রতিষ্ঠিত" -আল-ইনসাফ: ৪/১২১

আরো দেখুন, আহকামু আহলিয যিম্মাহ, খ. ২, পৃ. ৭২৮, ইবনুল কাইয়্যিম রহ. (মৃ: ৭৫১ হি:); আলইক্বনা' লিতালিবিল ইনতিফা', খ. ২, পৃ. ৬৮, শারফুদ্দিন আলহাজ্জাবি (মৃ: ৯৬৮ হি:); কাশশাফুল ক্বিনা', খ. ৭, পৃ. ৩৪, মানসূর ইবনে ইউনুস আলবাহুতি রহ. (মৃত্যু: ১০৫১ হি.)

- **সমকালীন ও নিকট অতীতের উলামায়ে কেরাম**

উল্লেখ্য সমকালীন ও নিকট অতীতের উলামায়ে কেরামের সংজ্ঞাগুলো বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কারণ তাঁরা আগের ফুকাহায়ে কেরামের আলোচনাগুলো সামনে রেখে বিষয়টির স্বরূপ ও বাস্তবতা উপলব্ধি করে সহজ সরল ভাষায় কিছুটা বিস্তারিতভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন, যাতে বিষয়টির হাকিকত ও প্রকৃতি বুঝা অনেকটাই সহ হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ। এছাড়া মুফতি আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ তাঁর বক্তব্যে বলেছেন, পৃথিবীর প্রেক্ষাপট পাল্টেছে। দারুল ইসলাম ও দারুল হারব নসের ইসতেলাহ নয়; বরং পরবর্তী যুগের ফকীহদের ইজতেহাদি পরিভাষা। যার ফলে পৃথিবীর বর্তমান প্রেক্ষাপটে দারুল হারব ও দারুল ইসলামের সেই পরিভাষাগুলো তিনি প্রযোজ্য মনে করেন না। তাই সমকালীন ও নিকট অতীতের

ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্যগুলো এখানে বাড়তি গুরুত্ব বহন করে। পাঠক ইনশাআল্লাহ্ এ উদ্ধৃতিগুলোতে দেখতে পাবেন, প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের কারণে দারুল হারব ও দারুল ইসলামের পরিভাষাকে তাঁরা কেউই মুফতি আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহর মতো অকার্যকর ও পরিবর্তনযোগ্য মনে করেননি। বরং তারা পূর্ববর্তী ফুকাহায়ে কেরামের মতো একই কথা বলেছেন।

১. আল মাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ আল কুয়েতিয়্যায় বলা হয়েছে,

دَارُ الإِسْلاَمِ هِيَ: كُل بُقْعَةٍ تَكُونُ فِيهَا أَحْكَامُ الإِسْلاَمِ ظَاهِرَةً.

دَارُ الْحَرْبِ: هِيَ كُل بُقْعَةٍ تَكُونُ أَحْكَامُ الْكُفْرِ فِيهَا ظَاهِرَةً.

-الموسوعة الفقهية الكويتية 201/20، الطبعة الثالثة: 1425هـ. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – الكويت

"দারুল ইসলাম: প্রত্যেক ঐ ভূখ-, যেখানে ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠিত। দারুল হারব: প্রত্যেক ঐ ভূখ-, যেখানে কুফরি বিধান প্রতিষ্ঠিত।" -আলমাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ আলকুয়েতিয়্যাহ, খ. ২০, পৃ. ২০১

২. আললাজনাতুদ দায়েমাহ লিল-বুহূসিল ইলমিয়্যাহ ওয়াল-ইফতা, সউদি

বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে 'আললাজনাতুদ দায়েমাহ লিলবহূসিল ইলমিয়্যাহ ওয়ালইফতার' একটি ফতোয়ায়। সেখানে বলা হয়েছে,

كل بلاد أو ديار يقيم حكامها وذوو السلطان فيها حدود الله، ويحكمون رعيتها بشريعة الإسلام، وتستطيع فيها الرعية أن تقوم بما أوجبته الشريعة الإسلامية عليها؛ فهي دار إسلام.

وكل بلاد أو ديار، لا يقيم حكامها وذوو السلطان فيها حدود الله، ولا يحكمون في الرعية بحكم الإسلام، ولا يقوى المسلم فيها على القيام بما وجب عليه من شعائر الإسلام؛ فهي دار كفر.

فتاوى اللجنة الدائمة 52/12، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء – الإدارة العامة للطبع – – الرياض

"যেই দেশ বা শহরের শাসক ও অধিপতিরা তাতে ইসলামী হুদূদ প্রতিষ্ঠা করে এবং ইসলামী শরীয়া দ্বারা সেখানকার নাগরিকদের শাসন করে এবং নাগরিকরা তাদের উপর আরোপিত শরয়ী দায়িত্ব পালনে সক্ষম; সেটাই দারুল ইসলাম।

পক্ষান্তরে যেই দেশ বা শহরের শাসক ও অধিপতিরা সেখানে আল্লাহর হুদূদ প্রতিষ্ঠা করে না, নাগরিকদের ইসলামী শরীয়া দ্বারা শাসন করে না এবং নাগরিকরা তাদের উপর আরোপিত শরয়ী দায়িত্ব পালনে অক্ষম, সেটা দারুল হারব।" -ফাতাওয়াল লাজনাতিদ দায়িমাহ, খ. ১২, পৃ. ৫২

৩. সাইয়েদ কুতুব রহ. (মৃ: ১৩৮৫ হি:) বলেন,

ولا بد من بيان ما تعنيه الشريعة بدار الإسلام:

ينقسم العالم في نظر الإسلام وفي اعتبار المسلم إلى قسمين اثنين لا ثالث لهما:

الأول دار الإسلام: وتشمل كل بلد تطبق فيه أحكام الإسلام، وتحكمه شريعة الإسلام، سواء كان أهله كلهم مسلمين، أو كان أهله مسلمين وذميين، أو كان أهله كلهم ذميين ولكن حكامه مسلمون يطبقون فيه أحكام الإسلام، ويحكمونه بشريعة الإسلام،..... فالمدار كله في اعتبار بلد ما "دار إسلام" هو تطبيقه لأحكام الإسلام وحكمه بشريعة الإسلام.

الثاني دار الحرب: وتشمل كل بلد لا تطبق فيه أحكام الإسلام، ولا يحكم بشريعة الإسلام كائناً أهله ما كانوا، سواء قالوا: إنهم مسلمون، أو إنهم أهل كتاب، أو إنهم كفار، فالمدار كله في اعتبار بلد ما "دار حرب" هو عدم تطبيقه لأحكام الإسلام وعدم حكمه بشريعة الإسلام. (في ظلال القرآن لسيد قطب، سورة المائدة –الآية 27– 70/5).

"শরীয়ত দারুল ইসলাম বলতে কী বুঝায়, সেটির ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

ইসলামের দৃষ্টিতে এবং মুসলমানের বিবেচনায় পুরো বিশ্ব দু'ভাগে বিভক্ত, তৃতীয় কোনো প্রকার নেই।

প্রথমটি দারুল ইসলাম: তা প্রত্যেক ঐ অঞ্চলকে অন্তর্ভুক্ত করে, যাতে ইসলামি আইন-কানুন বাস্তবায়িত হয় এবং যেটিকে ইসলামি শরীয়ত শাসন করে; চাই সেখানকার অধিবাসী সকলেই মুসলমান হোক বা মুসলমান ও 'যিম্মি' হোক অথবা সকলেই 'যিম্মি' হোক না কেন। কিন্তু সেখানকার শাসক মুসলমান, যারা সেখানে ইসলামি আইন-কানুন বাস্তবায়ন করে এবং ইসলামি শরীয়াহ দ্বারা শাসন করে। ..... মোটকথা, কোনো অঞ্চল দারুল ইসলাম হিসেবে পরিগণিত হওয়ার পূর্ণ মাপকাঠি হচ্ছে, ইসলামি আইন-কানুন বাস্তবায়ন হওয়া এবং ইসলামি শরীয়াহ দ্বারা শাসিত হওয়া।

দ্বিতীয়টি দারুল হারব: তা প্রত্যেক ওই অঞ্চলকে অন্তর্ভুক্ত করে, যাতে ইসলামি আইন-কানুন বাস্তবায়িত নয় এবং যাতে ইসলামি শরীয়ত অনুযায়ী ফয়সালা করা হয় না; সেখানকার অধিবাসী যারাই হোক না কেন। তারা নিজেদেরকে মুসলমান বলছে, না আহলে কিতাব বলছে, না কাফের বলছে; তাতে কোনো পার্থক্য নেই। মোটকথা কোনো অঞ্চল দারুল হারব হওয়ার পূর্ণ মাপকাঠি হচ্ছে, ইসলামি আইন-কানুন বাস্তবায়িত না হওয়া এবং ইসলামি শরীয়াহ দ্বারা শাসিত না হওয়া।" -ফি যিলালিল কুরআন ৫/৭০

৪. মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহিম আলে শাইখ রহ. (মৃ: ১৩৮৯ হি:) বলেন,

البلد التي يحكم فيها بالقانون ليست بلد إسلام، تجب الهجرة منها، وكذلك إذا ظهرت الوثنية من غير نكير ولا غيرت فتجب الهجرة، فالكفر بفشو الكفر وظهوره هذه بلد كفر. (فتاوى ورسائل لمحمد بن إبراهيم آل الشيخ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحسبة، -1451- هل تجب الهجرة من بلاد المسلمين التي يحكم فيها بالقانون 188/6).

"যে রাষ্ট্রে মানবরচিত আইনে ফয়সালা করা হয়, সেটি দারুল ইসলাম নয়; সেখান থেকে হিজরত করা ওয়াজিব। এমনিভাবে পৌত্তলিকতা যদি বাধাহীন প্রকাশ পায় এবং তা পরিবর্তন করা না হয়, তাহলেও হিজরত ওয়াজিব। সুতরাং কুফর ব্যাপক ও প্রকাশ্যে হওয়ায় এটি দারুল কুফর।" -ফাতাওয়া ওয়া রাসায়েল ৬/১৮৮)

৫. ড. খালেদ বিন আব্দুল্লাহ আল-বিশর

একটি প্রশ্নের উত্তরে প্রদত্ত তাঁর ফতোয়াটি এরকম,

السؤال: أريد أن أعرف شيئاً عن أحكام دار الحرب، وما هي بعض الكتب التي فصلت فيها هذا الأمر؟ وهل تعتبر أمريكا دار حرب؟. جزاكم الله خيراً.

الجواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قبل البدء لا بد من تأسيس أصلين يقوم عليهما الجواب:

الأول: أن وصف (الإسلام) من جهة و(الكفر) من جهة أخرى أوصاف شرعية اختص الله بحكمها، دون غيره من خلقه، فليس لأحد من الناس أن يدخل في (الإسلام) إلاّ من أدخله الله، ولا يخرجه منه إلاّ

من أخرجه الله. وكذلك الكفر لا يَدخلُ فيه إلاَّ من أدخله الله. وإذا كان هذا في الأشخاص، فكذلك في الأراضي والبقاع، فإما (دار إسلام)، وإما (دار كفر)، ولا دار غيرهما كما نصَّ عليه الفقهاء (أحكام أهل الذمة لابن القيم (366/1) (الآداب الشرعية لابن مفلح 190/1). فإذا تقرر ذلك فليس لأحد من الناس أن يُنزِّل أحد الحُكْمين (الإسلام) أو (الكفر) على شخص أو أرض إلاَّ إذا توفرت شروطهما، وانتفت موانعهما (أي الإسلام أو الكفر).

..... ومصطلح (الدار) مصطلح إسلامي يقابله في الوقت الحاضر مصطلح (الدولة). وكانت مكة قبل فتح النبي صلى عليه وسلم (دار كفر)، والمدينة بعد هجرته صلى الله عليه وسلم (دار إسلام) وقال تعالى: "والذين تبوؤا الدار والإيمان ..." الآية. والدار أي: المدينة. أما تعريف دار الإسلام عند عامة الفقهاء فهي: البلاد التي تكون فيها الغلبة والسلطة للحاكم المسلم، وتظهر فيها أحكام الإسلام ودار الكفر: هي البلاد التي تكون فيها .في الحاكم والمحكومين، بغض النظر عن أكثرية سكانها الغلبة والسلطة للحاكم الكافر، وتظهر فيها أحكام الكفر في الحاكم والمحكومين، بغض النظر عن أكثرية سكانها. و(دار الكفر) و (دار الحرب) عند الفقهاء بمعنى واحد، أما كونها (دار كفر) فلأن الغلبة والسلطة للكافر. وأما كونها (دار حرب) فهو بالنسبة لمآلها، وتوقع الحرب منها، حتى ولولم تكن هناك حرب فعلية مع (دار الإسلام). وهذا الأصل في (دار الكفر) أنها (دار حرب) ما لم ترتبط مع دار الإسلام بعهود ومواثيق؛ فإن ارتبطت فتصبح بعد ذلك (دار كفر معاهدة)، وهذه العهود والمواثيق لا تُغيِّر من حقيقة دار الكفر.[6]

“প্রশ্ন:

দারুল হারবের কিছু বিধান জানতে চাচ্ছি। এমন কিছু কিতাবের নাম জানতে চাচ্ছি, যেগুলোতে বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। আরেকটি জানার বিষয় হচ্ছে, আমেরিকা কি দারুল হারব? আল্লাহ তাআলা আপনাদের উত্তম প্রতিদান দিন।

উত্তর:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

এক. উত্তরের আগে দুটি মূলনীতির ভিত্তি স্থাপন জরুরী, যার উপর উত্তরটি নির্ভরশীল।

---

[6] موقع "الإسلام اليوم" قسم الفتوى، التاريخ: 9صفر، 1425هـ. الموافق 30 مارس 2004م. يوم الثلاثاء، والرابط على الانترنيت:
http://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-40596.htm

প্রথম মূলনীতি: এক হিসেবে ইসলাম এবং আরেক হিসেবে কুফরের বিশেষণ আরোপ করা এমন শরয়ী বিশেষণ, যা শুধু আল্লাহ তায়ালাই আরোপ করতে পারেন। তার সৃষ্টির অন্য কেউ পারে না। কাজেই কোনো ব্যক্তি কেবল তাকেই মুসলিম গণ্য করবে, যাকে আল্লাহ তায়ালা মুসলিম গণ্য করেছেন। এমন ব্যক্তিকেই কেবল ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত গণ্য করবে, যাকে আল্লাহ তাআলা ইসলাম থেকে বহিষ্কার করেছেন। কুফরও এমনই। যাকে আল্লাহ তায়ালা কুফরে দাখিল করেছেন, সেই কেবল কুফরে অন্তর্ভুক্ত হবে। এটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, ঠিক একইভাবে জমিন ও ভূখণ্ডের বেলায়ও প্রযোজ্য। হয়তো দারুল ইসলাম, নয়তো দারুল কুফর। এতদভিন্ন কোনো 'দার' নেই, যেমনটা ফুকাহায়ে কেরাম সুস্পষ্ট বলে গেছেন। আহকামুয-যিম্মাহ, ইবনুল কাইয়্যিম: ১/৩৬৬; আল-আদাবুশ শরইয়্যাহ, ইবনুল মুফলিহ: ১/১৯০

সুতরাং কারো জন্য উক্ত দুটি বিধান (ইসলাম ও কুফুর) কোনো ব্যক্তি বা ভূখণ্ডে তখনই প্রয়োগ করার অধিকার থাকবে, যখন ইসলাম ও কুফর প্রয়োগের শর্তগুলো পরিপূর্ণ বিদ্যমান থাকবে এবং প্রতিবন্ধকগুলো অনুপস্থিত থাকবে।

.... 'দার' একটি ইসলামী পরিভাষা। বর্তমান যুগে যার প্রতিশব্দ 'দাওলাহ' (দেশ বা রাষ্ট্র)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক মক্কা বিজয়ের পূর্বে মক্কা ছিল দারুল কুফর। হিজরতের পর মদীনা ছিল দারুল ইসলাম। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

... والذين تبوؤا الدار والإيمان

'এবং যারা দার ও ঈমান প্রস্তুত করেছে...'। এখানে দার দ্বারা মদীনা উদ্দেশ্য।

ফুকাহায়ে কেরামের অধিকাংশের দৃষ্টিতে দারুল ইসলামের সংজ্ঞা হল, তা এমন দেশ, যেখানে বিজয় ও কর্তৃত্ব মুসলিম শাসকের হাতে এবং সেখানে শাসক শাসিত, সকলের মাঝে ইসলামী বিধি বিধান প্রতিষ্ঠিত। সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ বাসিন্দা কোন ধর্মের অনুসারী, তা দেখার বিষয় নয়।

দারুল কুফর হল এমন দেশ, যেখানে বিজয় ও কর্তৃত্ব অমুসলিম শাসকের হাতে এবং সেখানে শাসক শাসিত, সকলের মাঝে কুফরি বিধান প্রতিষ্ঠিত। সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ বাসিন্দা কোন ধর্মের অনুসারী, তা দেখার বিষয় নয়।

ফুকাহায়ে কেরামের দৃষ্টিতে দারুল কুফর ও দারুল হারব এক। বিজয় ও প্রতিষ্ঠা কাফেরদের হাতে থাকার কারণে বলা হয় 'দারুল কুফর'। আর তার সঙ্গে দারুল ইসলামের যুদ্ধ বাঁধার অবকাশ আছে বিধায় বলা হয় 'দারুল হারব'; যদিও বর্তমানে কোনো যুদ্ধ চলমান না থাকে। দারুল কুফরও যে দারুল হারব, এই নীতিটি বহাল থাকবে, যতক্ষণ দারুল হারব, দারুল ইসলামের সঙ্গে কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ না হবে। যদি কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, তখন তার নাম হবে মুআহিদ তথা চুক্তিবদ্ধ দারুল কুফর। তবে এই চুক্তি দারুল হারবের মূল স্বরূপ ও প্রকৃতিতে কোনো পরিবর্তন সাধন করবে না।"

৬. শায়খ আব্দুল্লাহ বিন সাআদ আল-ফাহাদ

أنواع الديار وأحكامها

ما هي أنواع الديار؟ وما أحكامها؟

الجواب: الحمد لله. أنواع الديار بشكل عام؛ داران دار إسلام، ودار كفر، وهذا التقسيم مجمع عليه بين علماء الأمة من السلف والخلف.

والدليل على هذا التقسيم ...

ودار الإسلام: هي الأرض التي تعلوا فيها كلمة الله ويظهر توحيده وطاعته ويؤمر فيها بالمعروف وينهى عن المنكر، وتكون الأحكام الغالبة هي أحكام الإسلام، وخاضعة لسلطان المسلمين وحكمهم، حتى وإن كان هنالك دار لأهل الذمة فإنها تسمى دار إسلام لأنها محكومة بالإسلام، وغالبية أحكامها إسلامية.

وهذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة فتح خيبر؛ بعد أن فتحها عيّن عليها والياً مسلماً يقيم فيهم حكم الله، وأهلها هم اليهود وهم لايزالون على كفرهم.

وقد بوّب البخاري في صحيحه: (باب؛ استعمال النبي صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر).....

ودار الكفر: هي الدار التي فيها الغلبة لأحكام الكفر وسلطانه.

وقال القاضي أبو يعلى: (وكل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام؛ فهي دار كفر).[7]

"দারের প্রকারভেদ ও বিধান

[7] انواع الديار واحكامها، على الرابط التالي، بتاريخ: 4-5-2015م. https://nasr-sonna.blogspot.com/2015/05/blog-post_4.html

দারের প্রকারগুলো কি কি এবং সেগুলোর বিধান কি?

উত্তর: আলহামদুলিল্লাহ। দার প্রধানত দুই প্রকার। দারুল ইসলাম ও দারুল কুফর। উম্মতের সালাফ-খালাফ সকল আলেমের ইজমামতে এ বিভক্তি সাব্যস্ত।

এ বিভক্তির দলীল: ...

দারুল ইসলাম হল যেখানে আল্লাহর কালিমা, তাওহীদ ও তাঁর আনুগত্য বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত। তাতে 'আমর বিলমারুফ' ও 'নাহি আনিল মুনকার' করা হয়। বিজয়ী বিধান সেখানে ইসলামী বিধান এবং ভূখণ্ডটি মুসলমানদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধীন। এমনকি এই ভূখ-ের ভেতরে যদি যিম্মিদের কোনো এলাকা থাকে, তবে তাকেও দারুল ইসলাম বলা হবে। কারণ তা ইসলাম দ্বারাই শাসিত এবং তাতে বিজয়ী বিধান ইসলামী বিধান।

যেমন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বর বিজয়ের পর খায়বরবাসীর উপর আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সেখানে একজন মুসলিম গভর্ণর নিয়োগ দিয়েছিলেন। অথচ তখন খায়বরবাসী সবাই-ই কাফের ছিল। ইমাম বোখারী রহ. সহীহ বোখারিতে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন এরকম, 'খায়বরবাসীর উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গভর্ণর নিয়োগ অধ্যায়'। ...

এবং দারুল কুফর হল যেখানে বিজয় ও কর্তৃত্ব কুফরি বিধানের

কাজি আবু ইয়ালা রহ. বলেন, যে ভূখণ্ডে বিজয় কুফরি বিধানের; ইসলামী বিধানের নয়, তা দারুল কুফর।"

৭. শায়খ আলী বিন নায়েফ আশশুহুদ

فقد عَّرف الفقهاء دار الإسلام ودار الحرب بتعريفات وضوابط متعددة يمكن تلخيصها فيما يلي، دار الإسلام هي: الدار التي تجري فيها الأحكام الإسلامية، وتحكم بسلطان المسلمين، وتكون المنعة والقوة فيها للمسلمين.

ودار الحرب هي: الدار التي تجري فيها أحكام الكفر، أو تعلوها أحكام الكفر، ولا يكون فيها السلطان والمنعة بيد المسلمين.

قال الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة: تعتبر الدار دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها، وإن كان جُلُّ أهلها من الكفار.

وتعتبر الدار دار كفر لظهور أحكام الكفر فيها، وإن كان جل أهلها من المسلمين. المبسوط للسرخي 144/10.

وقال الإمام ابن القيم: دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون، وجرت عليها أحكام الإسلام، وما لم يجر عليه أحكام الإسلام لم يكن دار إسلام وإن لاصقها. أحكام أهل الذمة 266/1.

ويقول الإمام ابن مفلح: فكل دار غلب عليها أحكام المسلمين فدار الإسلام، وإن غلب عليها أحكام الكفر فدار الكفر، ولا دار لغيرهما. الآداب الشرعية 213/1.

إذا عرفت هذا استطعت التمييز بين دولة وأخرى من حيث كونها دار إسلام، أو دار حرب. والله أعلم.

-الخلاصة في أحكام الذمة: ج:2، ص: 374، المكتبة الشاملة

“ফুকাহায়ে কেরাম দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের বিভিন্ন সংজ্ঞা ও পরিচয় দিয়েছেন। সংক্ষেপে বলা যায়, দারুল ইসলাম হল, যেখানে ইসলামী বিধান জারি আছে, মুসলিমদের কর্তৃত্ব তাকে শাসন করে এবং তার প্রতিরক্ষা শক্তি মুসলিমদের হাতে।

পক্ষান্তরে দারুল হারব হল, যেখানে কুফরি বিধান জারি আছে অথবা কুফরি বিধান বিজয়ী এবং সেখানকার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব মুসলিমদের হাতে নয়।

ইমাম আবু হানিফা রহ.-র শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বলেন, কোনো ভূখণ্ড দারুল ইসলাম গণ্য করা হবে, তাতে ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দ্বারা; যদিও তার অধিকাংশ বাসিন্দা কাফের হোক না কেন। এবং দারুল কুফর গণ্য করা হবে তাতে কুফরি বিধান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দ্বারা; যদিও তার অধিকাংশ বাসিন্দা মুসলিম হোক না কেন। (মাবসূতে সারাখসী: ১০/১৪৪)

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন, দারুল ইসলাম হল, যেখানে মুসলিমরা প্রবেশ করেছে এবং তাতে ইসলামী বিধান জারি করেছে। পক্ষান্তরে যেখানে ইসলামী বিধান জারি হয়নি, তা দারুল ইসলাম নয়; যদিও তা দারুল ইসলামের সঙ্গে মিলিত হোক না কেন। (আহকামু আহলিয যিম্মাহ: ১/২৬৬)

ইমাম ইবনুল মুফলিহ বলেন, যে ভূখণ্ডে ইসলামী বিধান বিজয়ী, তা দারুল ইসলাম। পক্ষান্তরে সেখানে যদি কুফরি বিধান বিজয়ী হয়, তাহলে তা দারুল কুফর। এতদ্ব্যতীত তৃতীয় কোনো ভূখ- নেই। (আল-আদাবুশ শরইয়্যাহ: ১/২১৩)

এটা যখন বুঝলে, আশা করি দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের মাঝে পার্থক্য করতে সক্ষম হবে। আল্লাহ তায়ালাই সর্বাধিক জানেন।" -আল খুলাসাতু ফি আহকামিয যিম্মাহ: ২/৩৭৪

৮. শায়খ আব্দুল আযীয বিন মাবরূক বলেন,

فقد عرفها العلماء بتعاريف كثيرة مختلفة في الشكل واللفظ، متفقة في المضمون والمعنى، وكلها في الحقيقة تدور حول أن دار الإسلام هي الأرض أو البلد التي تظهر فيها أحكام الله من إعلاء كلمته، ونشر دعوته، وتطبيق أحكامه، وتكون الغلبة والسيادة فيها لأحكام الإسلام، سواء كان معظم سكانها من المسلمين، أو غير المسلمين.

ومعنى الغلبة: أن تكون أحكام الإسلام هي الغالبة وكلمة المسلمين هي النافذة، وراية الإسلام هي المرتفعة.

ومعنى السيادة أن يكون حكامها مسلمين، ملتزمين بالشريعة الإسلامية، مطبقين لها.

-اختلاف الدارين وآثاره في احكام الشريعة، ج:1، ص: 217-218، الناشر :عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1424هـ/2004م)، المكتبة الشاملة

عرف العلماء دار الكفر بتعاريف كثيرة مختلفة في الشكل واللفظ، ومتفقة في المضمون والمعنى، وكلها تدور حول أن دار الكفر هي الدار التي تظهر فيها أحكام الكفر وتكون السلطة فيها لغير المسلمين.

-اختلاف الدارين وآثاره في احكام الشريعة، ج:1، ص: 233، الناشر :عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1424هـ/2004م)، المكتبة الشاملة

"উলামায়ে কেরাম বিভিন্ন শব্দে বিভিন্নভাবে দারুল ইসলামের সংজ্ঞা দিয়েছেন। তবে সবগুলোর সারমর্ম একটাই। প্রকৃতপক্ষে সবগুলোর কেন্দ্রবিন্দু হল, দারুল ইসলাম এমন ভূমি বা এমন জনপদ, যেখানে আল্লাহর বিধি বিধান বিজয়ী। তাঁর কালিমা বুলন্দ। তাঁর দাওয়াতেরই প্রচার-প্রসার চলে। তাঁর বিধি বিধানই

প্রতিষ্ঠিত। ইসলামী বিধি বিধানেরই সেখানে বিজয় ও কর্তৃত্ব; চাই সেখানকার অধিকাংশ বাসিন্দা মুসলিম হোক বা অমুসলিম।

ইসলামী বিধানের বিজয় অর্থ, ইসলামী বিধানই প্রতিষ্ঠিত, মুসলিমদের কর্তৃত্বই কার্যকর এবং ইসলামের ঝাণ্ডাই সুউচ্চ।

ইসলামী বিধানের কর্তৃত্ব অর্থ, সেখানকার শাসক মুসলিম এবং তারা ইসলামী শরীয়াহ'র পাবন্দ ও শরীয়াহ বাস্তবায়ক" -ইখতেলাফুদ দারাইন ওয়া আসারুহু ফি আহকামিশ শরীয়াহ: ১/২১৭-১২৮

"উলামায়ে কেরাম বিভিন্ন শব্দে বিভিন্নভাবে দারুল কুফরের সংজ্ঞা দিয়েছেন। তবে সবগুলোর সারমর্ম একটাই। প্রকৃতপক্ষে সবগুলোর কেন্দ্রবিন্দু হল, দারুল কুফর এমন ভূমি, যেখানে কুফরি বিধান বিজয়ী এবং যেখানকার কর্তৃত্ব অমুসলিমদের হাতে।" -ইখতেলাফুদ দারাইন ওয়া আসারুহু ফি আহকামিশ শরীয়াহ: ১/২৩৩

৯. শায়খ আব্দুল কারীম আল-ইরাকী বলেন,

وقد ذهب جمهور الفقهاء الى ان تحديد المناط الذي يبنى عليه الحكم على الدار بأنها من دور الاسلام اومن دور الكفر هو (غلبة الاحكام). فالدار التي يغلب عليها حكم الاسلام تكون دار اسلام، والدار التي يغلب عليها حكم الكفر تكون دار كفر

جاء في الفقه الحنفي...

ونصوص جمهور الفقهاء تجتمع على تحديد المناط الذي ينبغي عليه الحكم على الدار بأنها دار اسلام اودار كفر، والمناط عندهم على اختلاف عباراتهم هو غلبة الاحكام، ولذلك قال الامام ابن القيم: قال الجمهور دار الاسلام هي التي نزلها المسلمون وجرت عليها احكام الاسلام ومالم تجرعليه احكام الاسلام لم يكن دار اسلام وإن لاصقها. (احكام اهل الذمة 1-366 شمس الدين محمد بن ابي بكر بن قيم الجوزية).

وبعد استعراض هذه النصوص يتقرر رأي جمهور الفقهاء في تحديد المناط الذي ينبني عليه الحكم على الدار، ويكون تعريف دار الاسلام عندهم هو :الدار التي تكون السيادة والغلبة فيها لاحكام الاسلام. ويكون تعريف دار الكفر هو: الدار التي تكون السيادة والغلبة فيها لاحكام الكفر.

وجمهور الفقهاء في تحديدهم للمناط لم يعتبروا عقيدة غالبية اهل الدار سواء اكانت عقيدتهم عقيدة الاسلام ام عقيدة الكفر. فالدار التي يغلب عليها حكم الكفر تكون دار كفر ولو كان غالبية اهلها مسلمين.

وكذلك الدار التي يغلب عليها حكم الاسلام تكون دار اسلام ولو كان غالبية اهلها كافرين. (التحفه على حواشي الشرواني وبن القاسم 9-269 لابن حجر الهيثمي).

قال ابن حزم: واذا كان اهل الذمة في مدائنهم (التي يحكمها الاسلام) لايمازجهم غيرهم فلا يسمى الساكن منهم لأمارة عليهم او لتجارة بينهم كافرا ولا مسيئا .بل هو مسلم محسن ودارهم دار اسلام لا دار شرك لان الدار انما تنسب للغالب عليها والحاكم فيها والمالك لها. (المحلى 13-140).

انما اعتبر جمهور الفقهاء، سيادة الاحكام، دون اعتبار عقيدة القاطنين في الدار، لان المناط الذي ذكروه هو الوصف المميز والوصف المؤثر. واما عدم اعتبارهم لوصف آخر كعقيدة سكان الدار فذلك لانه وصف غير مؤثر في تحقيق الغلبة والظهور للاحكام، كما انه وصف غير مميز للدور بعضها عن بعض. وهذا هو السبب الذي حمل جمهور الفقهاء على عدم اعتبار عقيدة القاطنين في الدار، واما كون عقيدة سكان الدار ليست وصفا مؤثرا. فلإنهم محكومون، مقهورون، تحت سيادة الاحكام، وليس لهم منعة ولاقوة، حتى ولو اقاموا في الدار شعائرهم وعباداتهم. فإقامة الشعائر في الدار لايدل على الغلبة والظهور لان المراد بالغلبة سيادة الاحكام التي تحتاج الى المنعة والقوة.

ومما جاء في السنة. يدل على عدم جواز اعتبار عقيدة القاطنين في الدار ماجاء في شأن خيبر كما ورد في صحيح البخاري. فقد ورد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم (بعث اخا بني عدي من الانصار الى خيبر فأمره عليها) صحيح البخاري. وقد كانت خيبر خاضعة لاحكام الكفر فكانت دار كفر. ثم ظهرت عليها احكام الاسلام عندما غلب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وفتحها، وأمر عليها واليا مسلما ليقيم الاحكام فيها. فصارت حينئذ دار اسلام. وكان القاطنين كلهم من اليهود. وكذلك الحبشة عندما دخل ملكها النجاشي في الاسلام هو ونفر قليل جدا معه في الاسلام واكثر القاطنين كانوا نصارى فصارت دار اسلام بسبب ملكها المسلم وليس بقاطنيها. وبهذا يتقرر أن مناط الحكم على الدار هو غلبة الاحكام وسيادتها. وإن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وانه لايجوز اعتبار اي سبب اخر.

وأما ما حصل عندما سيطرت الدولة العبيدية الفاطمية الرافضية الكافرة على مصر و دول المغرب العربي والقاطنين اكثرهم مسلمين فقد قال الفقهاء عنها انها اصبحت دار كفر.

يمكن أن نخرج من استقراء آراء الفقهاء في معنى دار الإسلام ودار الحرب بخلاصة جامعة في العلَّة التي بُنِي عليها تقسيمُ العالم إلى دار إسلام ودار كفر هي

مناط الحكم على الدار ووصفها بإحدى الصفتين.

فقد أصبح ظاهراً جلياً أن هذا المناط هو: غلبة الأحكام وظهورها بحيث تكون لها السيادة، فإذا كانت الغلبة والسيادة لأحكام الإسلام فالبلاد دار إسلام، وإذا كانت الغلبة والسيادة لأحكام الكفر فهي دار حرب أو كفر .[8]

[8] مقالة "دار الاسلام ودار الكفر وادلتها" الناشر موقع "التوحيد الخالص" بتاريخ: 10-6-2012م. على العنوان التالي:

“অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরাম দারুল ইসলাম ও দারুল কুফরের ভিত্তি নির্ণয় করেছেন, বিধানের বিজয়কে। সুতরাং যে ভূখণ্ডে ইসলামী বিধান বিজয়ী, তা দারুল ইসলাম। পক্ষান্তরে যেখানে কুফরি বিধান বিজয়ী তা দারুল কুফর।

ফিকহে হানাফিতে এসেছে,

দারুল ইসলাম ও দারুল কুফরের ভিত্তি নির্ণয়ে জুমহুর (অধিকাংশ) ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য এক। এবিষয়ে তাদের বক্তব্যগুলোর শব্দ ও বাক্য বিভিন্ন হলেও অর্থ ও মর্ম এক ও অভিন্ন। তাদের দৃষ্টিতে দারুল ইসলাম ও দারুল কুফরের ভিত্তি বিধানের বিজয়। এজন্যই ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন, জুমহুর উলামায়ে কেরাম বলেছেন, দারুল ইসলাম হল, যেখানে মুসলিমরা প্রবেশ করেছে এবং ইসলামী বিধান জারি করেছে। পক্ষান্তরে যেখানে ইসলামী বিধান জারি হয়নি, তা দারুল ইসলাম নয়; যদিও তা দারুল ইসলামের সঙ্গে লাগোয়া হয়। (আহকামু আহলিয যিম্মাহ: ১/৩৬৬, শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর ইবনুল কাইয়্যিম আলজাউযিয়্যাহ)

এই বক্তব্যগুলো সামনে রাখার পর দারুল ইসলাম ও দারুল কুফরের ভিত্তি নির্ণয়ে জুমহুর ফুকাহায়ে কেরামের রায় ও মতামত একটি বিন্দুতে স্থির হয় এবং তাদের দৃষ্টিতে দারুল ইসলামের সংজ্ঞা দাঁড়ায় দারুল ইসলাম এমন ভূখণ্ড, যেখানকার বিজয় ও কর্তৃত্ব ইসলামী বিধানের। দারুল কুফরের সংজ্ঞা দাঁড়ায়, দারুল কুফর এমন ভূখণ্ড, যেখানকার বিজয় ও কর্তৃত্ব কুফরি বিধানের।

জুমহুর ফুকাহায়ে কেরাম দারের ভিত্তি নির্ণয়ে সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ বাসিন্দার আকিদা বিশ্বাসের বিষয়টিকে হিসেবে রাখেননি, তাদের আকিদা ইসলামী, না কুফরি। সুতরাং যে ভূখণ্ডে কুফরি বিধান বিজয়ী, তা দারুল কুফর; যদিও তার সংখ্যাগরিষ্ঠ বাসিন্দা মুসলিম হোক না কেন। একইভাবে যে ভূখণ্ডে ইসলামী বিধান বিজয়ী, তা দারুল ইসলাম; যদিও সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ বাসিন্দা কাফের হোক না কেন। (আত-তুহফাতু আলা হাওয়াশিশ-শিরওয়ানি ওয়াবনিল কাসিম: ৯/২৬৯, ইবনে হাজার হাইতামি)

ইবনে হাযম রহ. বলেছেন, যদি যিম্মিরা তাদের এলাকায় এককভাবে বসবাস করে (যা শাসন করে ইসলাম), তাদের সাথে অন্য কেউ বসবাস না করে, তাহলে

তাদের উপর কর্তৃত্ব করার জন্য বা ব্যবসার জন্য যে মুসলমান তাদের মাঝে বসবাস করবে, তাকে কাফেরও বলা হবে না, গুনাহগারও বলা হবে না। বরং সে ভাল মুসলিম। আর তাদের এই ভূখণ্ডে দারুল ইসলাম, দারুল কুফর নয়। কেননা, দারের সম্বন্ধ হয়ে থাকে যারা বিজয়ী, শাসক এবং মালিক, তাদের দিকে। ... (আলমুহাল্লা; খ-: ১২, পৃষ্ঠা: ১২৬)

জুমহুর ফুকাহায়ে কেরাম বিধানের কর্তৃত্বের বিষয়টি গণ্য করেছেন; বাসিন্দাদের আকিদার বিষয়টি গণ্য করেননি। কারণ দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের ভিত্তিরূপে তাঁরা যে বিশেষণটি উল্লেখ করেছেন, সেটিই এখানে একমাত্র বিভাজক ও প্রভাবক বিশেষণ। পক্ষান্তরে বাসিন্দাদের আকিদার বিষয়টি গণ্য না করার কারণ হচ্ছে, তা বিধানের বিজয় ও প্রতিষ্ঠায় প্রভাবক বিশেষণ নয়। যেমনিভাবে তা দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের বিভাজক বিশেষণও নয়। এ কারণটিই বাসিন্দাদের আকিদাকে দারের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ না করতে জুমহুর ফুকাহায়ে কেরামকে উদ্বুদ্ধ করেছে। বাকি বাসিন্দাদের আকিদা প্রভাবক বিশেষণ নয় কেন? তার কারণ হল, তারা বিধানের কর্তৃত্বের অনুগামী এবং বিধান দ্বারা শাসিত। তার মেকাবেলায় তাদের হাতে শক্তি ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নেই। এমনকি তারা যদি সেখানে তাদের শেয়ার ও ইবাদতগুলো কায়েম করে, তবুও নয়। কারণ কোথাও শুধু শেয়ার কায়েম করা বিজয় ও প্রতিষ্ঠা প্রমাণ করে না। কারণ বিধানের বিজয় দ্বারা উদ্দেশ্য নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব, যা ক্ষমতা ও প্রতিরক্ষা শক্তি ছাড়া হয় না।

দারের বিধানের ভিত্তি হিসেবে বাসিন্দাদের আকিদা গ্রহণযোগ্য না হওয়ার বিষয়টি সুন্নাহ দ্বারাও প্রমাণিত। যেমনটি সহীহ বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনি আদি গোত্রের এক আনসারীকে খায়বরের শাসক বানিয়ে পাঠিয়েছেন। ইতিপূর্বে খায়বর ছিল কুফরি বিধানের অনুগত দারুল কুফর। যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা বিজয় করলেন, মুসলিম শাসক নিযুক্ত করলেন এবং সেখানে ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠিত হল, তখন তা দারুল ইসলামে পরিণত হল। অথচ তখনও সেখানকার সকল বাসিন্দা ছিল ইহুদি।...

এখান থেকে প্রমাণিত হয়, দারের বিধানের ভিত্তি বিধানের কর্তৃত্ব ও বিজয়। বিধান তার ইল্লতের সঙ্গেই আবর্তিত হয়। অন্য কোনো কারণ গ্রহণযোগ্য নয়।

কাফের রাফেজি ফাতেমি উবায়দি রাষ্ট্র যখন মিশর ও মরোক্কোর দেশগুলো দখল করে নিল, তখন সেখানকার অধিকাংশ বাসিন্দা মুসলিম থাকা সত্ত্বেও ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, তা দারুল হারব হয়ে গেছে।

দারুল ইসলাম ও দারুল কুফরের ভিত্তি সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরামের মাতমত অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের পর আমরা একটি সারমর্ম দাঁড় করাতে পারি

তাদের মতামতগুলো থেকে একথা সুস্পষ্ট ও সুবিধিত হয়ে গেল যে, দারের ভিত্তি হল বিধানের এমন বিজয় ও প্রতিষ্ঠা, যাতে সেই বিধানের কর্তৃত্ব চলে। সুতরাং বিজয় ও কর্তৃত্ব যখন ইসলামী বিধানের হবে, দার তখন দারুল ইসলাম হবে। পক্ষান্তরে বিজয় ও কর্তৃত্ব যখন কুফুরি বিধানের হবে, দার তখন দারুল কুফর হবে।"

১০. ড. আব্দুল কারীম যায়দান

يرى الدكتور عبد الكريم زيدان إن العبرة للسيادة القانونية فإذا كانت السيادة لأحكام الشريعة فهي دار إسلام، حتى لو كان السكان غير مسلمين، وإن كانت السيادة لأحكام الكفر فهي دار كفر.وفي هذا يقول (وتصير دار الإسلام دار حرب بإظهار أحكام الكفر فيها أي تطبيق غير أحكام الإسلام). –مجموعة بحوث فقهية، ص:51.[9]

"ড. আব্দুল কারীম যায়দান মনে করেন, দারের ভিত্তি হল, আইনগত কর্তৃত্ব। সুতরাং কর্তৃত্ব যখন শরীয়া বিধানের হবে, তখন তা দারুল ইসলাম হবে; যদিও সেখানকার বাসিন্দা অমুসলিম হোক না কেন। আর যদি কর্তৃত্ব হয় কুফরি বিধানের, তাহলে তা দারুল কুফর। এবিষয়েই তিনি বলেছেন, দারুল ইসলামে কুফুরি বিধান প্রতিষ্ঠা ও কার্যকর করার দ্বারা, তা দারুল হারব হয়ে যাবে।"

[9] نقلت النص من مقالة " ثنائية التقسيم الفقهي للعالم ل« دار الإسلام ودار الكفر» مقارنة نقدية..مدى الانسجام بين فقه الدارين والمتغيرات المعاصرة (آراء الفقهاء)" والرابط على النيت ما يلي:

http://ijtihadnet.net/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84-2/

১১. ড. মুহাম্মাদ খায়র হায়কাল

إن العالم موزع بين دارين : دار الإسلام ودارالكفر ، والمراد من دار الإسلام : هي البلاد التي يكون نظام الحكم فيها هو النظام الإسلامي. وفي الوقت نفسه، يكون الأمن الداخلي ، والخارجي فيها بيد المسلمين من أبنائها بمعنى أن القوة العسكرية التي تقر الأمن في الداخل، وتحمي حدود البلاد من العدو في الخارج – هذه القوة يسيطر عليها المسلمون، بحيث لو شاركهم فيها غير المسلمين تكون مشاركتهم فيها ثانوية، وتبقى السيطرة للمسلمين.

وهذا، تستنبط ضرورة وجود هذين الشرطين معا، أي: الحكم بالإسلام والقوة الإسلامية الحامية للبلاد وأهلها، في الداخل والجارج-تستنبط ضرورة وجود هذين الشرطين معا لصحة وصف البلاد بكونها دار إسلام من واقع مكة وواقعة المدينة بعد الهجرة. فقبل الهجرة كانت مكة وغيرها من بلاد الدنيا دار كفر .فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون إلى المدينة وأقام فيها الدولة الإسلامية وجدت أول دار إسلام في تاريخ المسلمين ، وبقيت مكة على حالها دار كفر

ومن هنا نستطيع من إدراك واقع مكة، وغيرها التي هي دار كفر.. وواقع المدينة التي كانت هي وحدها دار الإسلام_ نستطيع من إدراك هذين الواقعين، وما بينهما من مفارقات أن نستنبط المقومات التي على أساسها تكون الدار دار كفر، أو دار إسلام. فماذا كان واقع مكة وغيرها من بلاد الدينا؟ وما هي المتغيرات التي حصلت في واقع المدينة بعد أن أقيمت فيها دار الإسلام؟

من الواضح أن الواقع الذي كان في مكة وغيرها.... بالنسبة للإسلام والمسلمين قد تحول من النقيض إلى النقيض في المدينة بعد الهجرة.

في مكة، وغيرها...لم يكن الإسلام على مستوى البلاد هو الذي تنفذ أحكامه _بطبيعة الحال_وإن كان قد ظهر شيئ من شعائره كصلاة بعض المسلمين في ظل الكعبة، أحيانا، فلم يكن ذلك بقوة ذاتية من المسلمين يفرضون فيها هذا الشعار بشكل دائم. وإنما كان ذلك بإذن من أصحاب القوة من الكفار، أو بسكوتهم عن ذلك على مضض، ولو أرادوا حسم هذا الأمر لفعلوا. -الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، ص:669

“সমগ্র বিশ্ব দুই ভাগে বিভক্ত। দারুল ইসলাম ও দারুল কুফর। দারুল ইসলাম দ্বারা উদ্দেশ্য এমন রাষ্ট্র, যার শাসনব্যবস্থা ইসলামী এবং একই সাথে সেখানকার আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা মুসলিম শাসকদের হাতে। অর্থাৎ যে সামরিক শক্তি দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং বহিঃশত্রু থেকে দেশের সীমান্ত রক্ষা করে। এই পরিমাণ শক্তি নিয়ে মুসলমানরা দেশটি নিয়ন্ত্রণ করে যে, যদি কোনো অমুসলিম তাতে অংশিদার হয়ও তা হয় দ্বিতীয় ও সহযোগী স্তরে; মূল নিয়ন্ত্রণ থাকে মুসলমানদের হাতে।

এটা একথা প্রমাণ করে যে, একটি রাষ্ট্র দারুল ইসলাম হওয়ার জন্য উক্ত দুটি শর্ত একই সঙ্গে বিদ্যমান থাকা অত্যাবশ্যক। (১) শাসনব্যবস্থা ইসলামী হওয়া এবং (২) দেশের আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা শক্তি ইসলামী হওয়া।

বিষয়টি প্রমাণিত হয় মক্কা ও হিজরত পরবর্তী মদীনার বাস্তবতা থেকে। হিজরতের পূর্বে মক্কা ও পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রগুলো ছিল দারুল কুফর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলিমরা যখন মদীনায় হিজরত করেন এবং সেখানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেন, তার মাধ্যমেই মুসলিম ইতিহাসের প্রথম দারুল ইসলাম অস্তিত্ব লাভ করে। মক্কা তখনও আপন অবস্থায় দারুল কুফর হিসেবে বহাল থাকে।

এখান থেকেই আমরা মক্কা ও অন্যান্য দারুল কুফর এবং একমাত্র দারুল ইসলাম মদীনার বাস্তব চিত্র অনুধাবন করতে পারি। আর এই দুটি বাস্তব চিত্র এবং এতদুভয়ের মধ্যকার মৌলিক পার্থক্যগুলো থেকেই আমরা সেই মৌলিক কারণগুলো নির্ণয় করতে পারি, যেগুলোর ভিত্তিতে একটি দেশ দারুল ইসলাম বা দারুল কুফর হবে। সুতরাং এখন আমাদের বুঝতে হবে, মক্কা ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশসমূহের বাস্তব চিত্রটা কি ছিল? এবং মদীনা দারুল ইসলাম হওয়ার পর তাতে কি কি পরিবর্তন ঘটেছিল?

অত্যন্ত সুস্পষ্ট বিষয় যে, মক্কা ও অন্যান্য অঞ্চলসমূহে হিজরতের পূর্বে মুসলিমদের যে অবস্থা ছিল, হিজরতের পর মদীনায় তা সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে।

মক্কা ও অন্যান্য দেশে ইসলাম রাষ্ট্রীয় স্তরে প্রতিষ্ঠিত ছিল না, যাতে স্বাভাবিকভাবে ইসলামের বিধি বিধান কার্যকর হয়। যদিও কখনো কখনো কাবার ছায়ায় নামাযের মত শরীয়তের কিছু বিধান প্রকাশ্যে আদায় করার ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু তা অবশ্যই মুসলমানদের নিজস্ব ক্ষমতাবলে এবং স্থায়ীভাবে ছিল না; বরং তা ছিল ক্ষমতাধর কাফেরদের কারো অনুমতি সাপেক্ষে অথবা বেখেয়ালে এ বিষয়ে চুপ থাকার সুযোগে। তারা চাইলে তা বন্ধ করে দিতে পারত।

অপরদিকে মুসলিমরা নিজেদের জানের উপর ততটুকুই নিরাপদ ছিল, যতটুকুর নিরাপত্তা কাফেররা তাদেরকে প্রদান করত। চাই তা প্রত্যক্ষ নিরাপত্তা দেয়ার মাধ্যমে হোক, যেমনটা কারো কারো ক্ষেত্রে ঘটেছিল... অথবা (বিষয়টি উপেক্ষা করে) চুপ থাকার মাধ্যমে হোক...।

এই ছিল তখনকার মুসলিমদের আবাস মক্কার বাস্তব চিত্র। সেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত ছিল না। যদিও কাফেরদের অনুমতি সাপেক্ষে ইসলামের কিছু শেয়ার ও নিদর্শন প্রকাশিত হত। সেখানে মুসলমানদের কোনো নিরাপত্তা ছিল না। যদি কিছু থেকে থাকে সেটা কাফেরদের সহায়তায়।" -আলজিহাদু ওয়াল কিতালু ফিসসিয়াসাতিশ শরইয়্যাহ, পৃ. ৬৬৯।

***

পড়তে গিয়ে পথ দীর্ঘ হয়ে গেল!

মুফতি আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ বলেছেন তাঁর প্রদত্ত দারুল হারবের সংজ্ঞাটা আমরা পড়লেই পাব। কিন্তু পড়তে গিয়ে পথ অনেক দীর্ঘ হয়ে গেল। এতক্ষণে হয়তো কথার শুরুটা অনেকে ভুলেই গেছেন। তিনি বলেছেন,

"*কিন্তু পৃথিবীতে এখন যে রাষ্ট্রগুলো জাতিসংঘের সদস্য, এই রাষ্ট্রগুলোর যে দুস্তুর; যে নিয়ম কানুন, সে নিয়ম কানুনগুলোতে এমন নীতিমালা রাখা হয়েছে, যেটা দারুল হারবের সংজ্ঞার সাথে মানানসই না। দারুল হারব এমন একটা জায়গার নাম, যেই জায়গাটা যুদ্ধ অবস্থায় থাকে মুসলমানদের সাথে। এই জন্যই নাম হল দারুল হারব। হারব মানেই হল যুদ্ধ। মুসলমানদের সাথে তারা যুদ্ধ অবস্থায় থাকে। সেখানে কোনো মুসলিমের জান নিরাপদ না। সে তার ঈমান নিয়া বাঁচতে পারে না। এটা হল দারুল হারবের সংজ্ঞা, আমরা পড়লেই পাব।*"

কিন্তু আমরা পড়েও পেলাম না!

পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন, আমরা স্বীকৃত ও অনুসৃত চার মাযহাবের আইম্মায়ে মাযাহিব থেকে শুরু করে হাল যামানা পর্যন্ত সালাফ খালাফের প্রায় চল্লিশটি উদ্ধৃতি পেশ করেছি। যাতে মাউসূআহ ফিকহিয়্যাহ কুয়েতিয়্যাহ ও লাজনায়ে দায়েমাহ'র মতো উদ্ধৃতিও আছে, যা মূলত উলামায়ে কেরামের বড় একটি বিশেষজ্ঞ টিমের মতামত। এমন উদ্ধৃতি আরো দেয়া সম্ভব। কিন্তু কোথাও মুফতি আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহর প্রদত্ত সংজ্ঞা খুঁজে পাইনি। যা পেয়েছি, তা পাঠক দেখলেন। যার খোলাস হল কোনো রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত ও জারিকৃত আইন যদি ইসলামী হয় এবং শাসক

যদি মুসলিম হয় সেটা দারুল ইসলাম। আর সেই আইন যদি কুফুরি হয় এবং শাসক যদি অমুসলিম হয় সেটা দারুল হারব।

- **আমরা পেয়েছি অনেক সময় দারুল হারবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জায়েয নয়**

আমাদের অসম্পূর্ণ অধ্যয়নে আমরা মুফতি সাহেবের দাবির বিপরীতে আরো পেয়েছি, এমন ভূখণ্ডও দারুল হারব হতে পারে, যা যুদ্ধাবস্থায় নেই। শরীয়তের সর্বজন বিধিত পরিষ্কার মাসআলা, চুক্তিবদ্ধ দারুল হারবের সঙ্গে যুদ্ধ করা যাবে না, যদি না তারা চুক্তি ভঙ্গ করে। সুতরাং অমুসলিমদের যে ভূমিটা যুদ্ধাবস্থায় থাকে না; বরং চুক্তিবদ্ধ থাকে, সেটাও দারুল হারব এবং সেখানে মুসলিমের জান নিরাপদ এবং সেখানে সে ঈমান নিয়ে নিরাপদে বাঁচতে পারে। চুক্তিবদ্ধ দারুল হারবের সঙ্গে যে যুদ্ধ করা যাবে না, তা কোরআনে কারীমের সুস্পষ্ট মানসূস মাসআলা। কোনো ফকীহের তাতে দ্বিমত নেই। কোরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে,

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

‘তবে যে মুশরিকদের সঙ্গে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছ, অত:পর তারা তোমাদের চুক্তির কোনো অংশ ভঙ্গ করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করেনি, তাদের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকিনদের ভালোবাসেন।” -সূরা তাওবা: ৪

- **দারুল হারবের জন্য যুদ্ধরত হওয়া জরুরি নয়**

আমরা আরো পেয়েছি, ‘দারুল হারবে’র শাব্দিক অর্থ যদিও যুদ্ধের দেশ বা যুদ্ধরত দেশ, কিন্তু পারিভাষিক অর্থে ‘দারুল হারব’ হওয়ার জন্য যুদ্ধরত হওয়া জরুরি নয়; বরং যেই রাষ্ট্রের সঙ্গে মৌলিকভাবে যুদ্ধ করার অবকাশ রয়েছে, তা-ই দারুল হারব। কোনো কারণে যদি তাদের সঙ্গে মুসলিমরা যুদ্ধ না করে কিংবা তাদের সঙ্গে সাময়িক যুদ্ধবিরতির চুক্তি থাকে তবুও তা দারুল হারব হিসেবেই গণ্য হবে। নববী যুগের মক্কার কাফেরদের সঙ্গে হুদাইবিয়ার সন্ধি থেকে শুরু করে ইসলামের সর্বকালেই দারুল হারবের সঙ্গে দারুল ইসলামের বিভিন্ন চুক্তির ভিত্তিতে পরস্পর যুদ্ধ বন্ধ ছিল। কিন্তু এই চুক্তির ভিত্তিতে যুদ্ধরত না থাকার কারণে ফুকাহায়ে কেরাম

তাকে দারুল হারব থেকে বের করে দেননি; বরং তাকে দারুল হারবই গণ্য করেছেন এবং পরিষ্কার বলেছেন, দারুল হারব হওয়ার জন্য তা যুদ্ধরত হওয়া জরুরি নয়। যারা এমন ধারণা করেন তা ভুল।

আল্লামা সারাখসি রহ. (মৃত্যু: ৪৮৩ হি.) বলেন,

فَإِنَّ دَارَ الْمُوَادَعِينَ دَارُ الْحَرْبِ، لَا يَجْرِي فِيهَا حُكْمُ الْمُسْلِمِينَ. -شرح السير الكبير، ص:1893 الشاملة

'নিশ্চয় সন্ধিবদ্ধ কাফেরদের ভূখণ্ডও দারুল হারব। কারণ সেখানে মুসলমানদের শাসন চলে না।' -শরহুস সিয়ারিল কাবীর, পৃ. ১৮৯৩

আল্লামা তাকি উসমানি হাফিযাহুল্লাহ বলেন,

البتہ یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ اکثر و بیشتر فقہاء کرام دار الکفر کو دار الحرب کے نام سے ذکر کرتے ھیں، جس سے بعض اوقات یہ غلط فہمی ھو جاتی ھے کہ جس ملک پر بھی غیر مسلموں کا تسلط ھو، اور اس پر انھی کے احکام چلتے ھوں وہ دار الاسلام سے ھر وقت جنگ کی حالت میں ھوتے ھیں، کیونکہ حرب کے معنی ھی جنگ کے ھیں، لیکن حقیقت یہ ھے کہ فقہاء کرام بکثرت دار الحرب کا لفظ دار الکفر کے معنی میں استعمال فرماتے ھیں، اور اس ملک پر بھی اسکا اطلاق کر دیا جاتا ھے جو دار الاسلام کے ساتھ حالت جنگ میں نہ ھو، بلکہ اسکے ساتھ صلح کا معاھدہ ھو یا مسلمان وھاں امن وامان کے ساتھ رھتے ھوں۔ اسلام اور سیاسی نظریات، ص:327-328

"অবশ্য একথা স্মরণ রাখা চাই যে, ফুকাহায়ে কেরামের অধিকাংশ দারুল কুফরকে দারুল হারব নামে উল্লেখ করেন। যা থেকে অনেক সময় এমন ভুল ধারণা সৃষ্টি হয় যে, যেই রাষ্ট্রেই অমুসলিমদের কর্তৃত্ব থাকবে এবং তাতে তাদের বিধান চলবে, তাই বুঝি সর্বদা দারুল ইসলামের সঙ্গে যুদ্ধাবস্থায় থাকে। কারণ হারব অর্থই যুদ্ধ। কিন্তু বাস্তবতা হল, ফুকাহায়ে কেরাম খুব বেশি পরিমাণে দারুল হারব শব্দটি দারুল কুফর অর্থে ব্যবহার করেন। এবং এমন রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও তা ব্যবহার করা হয়, যা দারুল ইসলামের সঙ্গে যুদ্ধাবস্থায় থাকে না; বরং তাদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি থাকে, কিংবা মুসলিমরা সেখানে নিরাপদে বসবাস করে।" -ইসলাম আওর সিয়াসি নযরিয়াত: ৩২৭-৩২৮

শায়খ আব্দুল কারীম আলইরাকি বলেন,

ولا فرق بين دار الكفر ودار الحرب، ولم يكن سبب التسمية بدار الحرب هو حالة وقوع الحرب فعلاً؛ بل تسمى بذلك ولو لم تكنْ حربٌ فعلية، باعتبار ما بينهما من تباعد، ولذلك يسمونها دار كفر أو دار شرك أو دار حرب، ويعنون بها حقيقة واحدة.[10]

"দারুল কুফর ও দারুল হারবের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। দারুল হারব নামকরণের কারণ এই নয় যে, বাস্তবেই তার সাথে যুদ্ধ চলমান। বরং যুদ্ধ চলমান না থাকলেও দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের মাঝে যে (তাত্ত্বিক) দূরত্ব ও বৈপরীত্ব রয়েছে, তার কারণেই তাকে দারুল হারব বলা হয়। এ কারণেই ফুকাহায়ে কেরাম একে দারুল কুফর, দারুশ শিরক বা দারুল হারব নামে আখ্যায়িত করেন এবং সবগুলে দ্বারা একই হাকিকত ও বাস্তবতা উদ্দেশ্য নেন।"

ড. খালেদ বিন আব্দুল্লাহ আল-বিশর বলেন,

و(دار الكفر) و (دار الحرب) عند الفقهاء بمعنى واحد، أما كونها (دار كفر) فلأن الغلبة والسلطة للكافر. وأما كونها (دار حرب) فهو بالنسبة لمآلها، وتوقع الحرب منها، حتى ولولم تكن هناك حرب فعلية مع (دار الإسلام).[11]

"ফুকাহায়ে কেরামের দৃষ্টিতে দারুল কুফর ও দারুল হারব একই অর্থে ব্যবহৃত। দারুল কুফর বলার কারণ হল, বিজয় ও শাসনক্ষমতা কাফেরদের হাতে। আর দারুল হারব বলা হয় ভবিষ্যতের বিবেচনায় এবং উক্ত দারের সঙ্গে যে যুদ্ধের সম্ভাবনা বিরাজমান সে হিসেবে; যদিও দারুল ইসলামের সাথে বর্তমানে কোন যুদ্ধ চলমান না থাকে।"

- **ইমাম আবু হানিফা ও সাহেবাইন রহ.-র ইখতেলাফ**

উল্লেখ্য আমরা অনেকেই জানি, ইমাম আবু হানিফা রহ. এবং সাহেবাইনের মাঝে দারুল ইসলাম ও দারুল হারব সম্পর্কে প্রসিদ্ধ একটি মতভেদ আছে। যেখানে ইমাম

---

[10] دار الاسلام ودار الكفر وادلتها. الناشر موقع "التوحيد الخالص" بتاريخ: 10-6-2012م. على العنوان التالي:
http://www.twhed.com/vb/t3722

[11] موقع "الإسلام اليوم" قسم الفتوى، التاريخ: 9صفر، 1425هـ. الموافق 30 مارس 2004م. يوم الثلاثاء، والرابط على الانترنيت:
http://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-40596.htm

আবু হানিফা রহ-র বক্তব্যে নিরাপত্তার বিষয়টি এসেছে। তবে ইমাম আবু হানিফার রহ. যে নিরাপত্তার কথা বলেছেন এবং মুফতি আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ যে নিরাপত্তার কথা বলেছেন, দুটি এক নয়। সুতরাং তা থেকে বিভ্রান্ত হওয়ার সুযোগ নেই। বিষয়টি পরিষ্কার হওয়ার জন্য একটু আলোচনা করতে হবে।

সাহেবাইন রহ. বলেছেন, অমুসলিম কর্তৃক দখলকৃত একটি দারুল ইসলামে কুফুরি বিধান জারি হলেই তা দারুল হারব হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা রহ. অতিরিক্ত আরো দুটি শর্ত করেছেন।

একটি শর্ত হল, কাফেরদের দখলকৃত নতুন ভূখণ্ডটি অন্য দারুল হারবের সঙ্গে মিলিত হতে হবে; মাঝে দারুল ইসলামের প্রতিবন্ধক থাকতে পারবে না।

দ্বিতীয় শর্তটি হল, সেখানে বসবাসরত মুসলিম ও যিম্মিদের সাবেক নিরাপত্তা বহাল না থাকতে হবে।

এবিষয়ে আমরা আমাদের প্রকাশিতব্য রচনা 'দারুল ইসলাম ও দারুল হারব'-এ মোটামুটি বিস্তারিত আলোচনা করেছি আলহামদুলিল্লাহ। তবে মুফতি আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ বা তাঁর মতো যারা মনে করেন, দারুল হারব মানেই যুদ্ধরত দেশ, দারুল হারব মানেই যেখানে মুসলিম তার দ্বীন নিয়ে নিরাপদে বাঁচতে পারে না, তাদের উদ্দেশ্যে ইমাম আবু হানিফা রহ.এর উক্ত শর্ত সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা নিবেদন করছি।

- **নিরাপত্তা বহাল না থাকার কী অর্থ?**

  দারুল ইসলামের একজন নাগরিক এতদিন দারুল ইসলাম কর্তৃক যে নিরাপত্তা লাভ করেছিল, তা বহল না থাকা। অর্থাৎ শরীয়াহ অনুযায়ী একটি দারুল ইসলামে মুসলিম শুধু মুসলিম হওয়ার কারণেই নিরাপত্তা লাভ করে। পক্ষান্তরে বিধর্মীরা স্থায়ী নিরাপত্তা লাভ করতে হলে যিম্মা চুক্তির অধীনে যিম্মি হয়ে থাকতে হয়। সুতরাং দারুল ইসলামের দখল ও কর্তৃত্ব যখন মুসলিমদের হাতছাড়া হয়ে কাফেরদের হাতে চলে গেল, তো স্বাভাবিকভাবেই এখন এখানকার নাগরিকদের নিরাপদ থাকতে হলে, এতদিনের শরীয়াহ নীতির ভিত্তিতে প্রাপ্ত নিরাপত্তা তারা পাবে না: বরং নতুন দখলদারদের থেকে নিরাপত্তা গ্রহণ করতে হবে। কারণ

দারুল ইসলামের যে কর্তৃপক্ষ এতদিন তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়ে আসছিল, এখন তাদের ক্ষমতা হাতছাড়া হয়ে কাফেরদের হাতে চলে গেছে।

শর্তটির বিবরণ থেকে আশা করি সকলের কাছেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, মুফতি আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ যে বলেছেন, দারুল হারব মানেই যা মুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধাবস্থায় থাকে এবং মুসলিমরা যেখানে নিরাপদে থাকতে পারে না, এখানে তা বলা হয়নি। এখানে শুধু মুসলিমের কথাই বলা হয়নি; বরং যিম্মিদের কথাও বলা হয়েছে। তাছাড়া মুসলিমদেরও নিরাপত্তা হারানোর কথা শর্তহীনভাবে বলা হয়নি। বলা হয়েছে এতদিন যে কর্তৃপক্ষ থেকে যেই ভিত্তিতে নিরাপত্তা লাভ করছিল, সেই নিরাপত্তা বাতিল হতে হবে। মনে করুন বিষয়টি একটি ফ্ল্যাটের মালিকানা ও ভাড়াটিয়ার মতো বলা যায়। ফ্ল্যাটের মালিকানা হস্তান্তর হওয়ার পর ভাড়াটিয়াকে উক্ত ফ্ল্যাটে থাকতে হলে যেমন নতুন মালিকের সঙ্গে চুক্তি নবায়ন করতে হয়, এখানেও যেহেতু রাষ্ট্রের মালিকানা পরিবর্তন হয়েছে, তো আগের নাগরিকদের এতদিন প্রাপ্ত সুবিধা নিয়ে এখানে বসবাস করতে হলে নতুন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চুক্তি করতে হবে। চাই সে মুসলিম হোক বা অমুসলিম। এজন্যই বলা হয়েছে আগে সে যেই নিরাপত্তা লাভ করেছে সেই নিরাপত্তা হারাতে হবে। শর্তের বিবরণটি একটু লক্ষ করুন।

আদদুরুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতারে বলা হয়েছে,

(....وبأن لا يبقى فيها مسلم أو ذمي آمنا بالأمان الأول) على نفسه. الدر المختار مع رد المحتار، ج: 4 ص: 175، دار الفكر، بيروت، 1412 هـ.

(قوله بالأمان الأول) أي الذي كان ثابتا قبل استيلاء الكفار للمسلم بإسلامه وللذمي بعقد الذمة. رد المحتار مع الدر المختار، ج: 4 ص: 175، دار الفكر، بيروت، 1412 هـ.

এবং মুসলিম ও যিম্মির 'আমনে আউয়াল' বহাল না থাকা। অর্থাৎ সেখানে কাফেরদের বিজয়ের পূর্বে মুসলিম তার ইসলামের কারণে এবং যিম্মি তার যিম্মা চুক্তির কারণে যে নিরাপত্তা লাভ করত, সেই নিরাপত্ত বহাল না থাকা।

- **যে বিষয়ে ইমামত্রয়ের মতভেদ নেই**

দ্বিতীয় কথা হল, দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের মূল ভিত্তি যে ইসলাম ও কুফুরের বিজয় ও প্রতিষ্ঠা, তাতে ইমামত্রয়ের মাঝে কোনো মতবিরোধ নেই।

সকলের দৃষ্টিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত থাকলে তা দারুল ইসলাম। কুফর প্রতিষ্ঠিত থাকলে তা দারুল কুফর।

একইভাবে যে রাষ্ট্রটি দারুল হারব ছিল, তা যে একমাত্র ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই দারুল ইসলাম হবে, তাতেও তাদের মাঝে কোনো মতবিরোধ নেই।

আল্লামা কাসানি রহ. বলেন,

لابد أولا من معرفة معنى الدارين دار الاسلام ودار الكفر لتعرف الاحكام التى تختلف باختلافهما وَمَعْرِفَةُ ذَلِكَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَعْرِفَةِ مَا بِهِ تَصِيرُ الدَّارُ دَارَ إسْلَامٍ أَوْ دَارَ كُفْرٍ فَنَقُولُ: لَا خِلَافَ بَيْنَ أَصْحَابِنَا فِي أَنَّ دَارَ الْكُفْرِ تَصِيرُ دَارَ إسْلَامٍ بِظُهُورِ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ فِيهَا وَاخْتَلَفُوا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، إنَّهَا بِمَاذَا تَصِيرُ دَارَ الْكُفْرِ؟ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إنَّهَا لَا تَصِيرُ دَارَ الْكُفْرِ إلَّا بِثَلَاثِ شَرَائِطَ،... -بدائع الصنائع، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية: 1406هـ. ج:7، ص:130

“দারের ভিন্নতার কারণে যে বিধানগুলো ভিন্ন হয়, তা জানার জন্য প্রথমে দারুল ইসলাম ও দারুল কুফরের অর্থ জানা জরুরি। এটা নির্ভর করে কিসের ভিত্তিতে একটি দার দারুল ইসলাম হয় কিংবা দারুল কুফর হয় তা জানার উপর। আমাদের মাযহাবের উলামায়ে কেরামের মাঝে এবিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই যে, একটি দারুল কুফর দারুল ইসলামে পরিণত হয় তাতে ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দ্বারা। তবে একটি দারুল ইসলাম কিসের ভিত্তিতে দারুল কুফর হয়, তা নিয়ে ফুকাহায়ে কেরাম মতভেদ করেছেন। আবু হনিফা রহ. বলেন তা দারুল কুফরে পরিণত হবে না তিনটি শর্ত ছাড়া।” -বাদয়েউস সানায়ে: খ. ৭, পৃ. ১৩০

- **যে বিষয়ে তাঁরা মতভেদ করেছেন**

বাকি যে রাষ্ট্রটি আগে দারুল ইসলাম ছিল এবং সেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত ছিল, সে রাষ্ট্রটি যদি কাফেরদের দখলে চলে যায় কিংবা বসবাসরত কাফেররা বিদ্রোহ করে তার দখল নিয়ে নেয়, সে ক্ষেত্রে তাদের দখলটা কোনো পর্যায়ে গেলে বলা যাবে এখানে আর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত নেই এবং তা দারুল হারব হয়ে গেছে, সে বিষয়ে তারা ইখতেলাফ করেছেন। সাহেবাইন বলেছেন, তাদের দখলে নিলে এবং কুফরি বিধান জারি করলেই বলা যাবে এখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত নেই; বরং কুফুর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং তা দারুল হারব হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেছেন না, শুধু এতটুকুতে সেখানে ইসলাম পরাজিত এবং কুফর প্রতিষ্ঠিত বলা

যাবে না। বরং কুফরি বিধান জারি করার পাশাপাশি আরো দুটি শর্ত পাওয়া গেলেই বলা যাবে এখানে কুফর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্যথায় তা আগের অবস্থার উপরই দারুল ইসলাম হিসেবে বহাল থাকবে।

ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর দুই শর্ত

একটি শর্ত হল, কাফেরদের দখলকৃত নতুন ভূখণ্ডটি অন্য দারুল হারবের সঙ্গে মিলিত হতে হবে; মাঝে দারুল ইসলামের প্রতিবন্ধক থাকতে পারবে না। দ্বিতীয় শর্তটি হল, সেখানে বসবাসরত মুসলিম ও যিম্মিরা এতদিন দারুল ইসলাম কর্তৃক যে নিরাপত্তা লাভ করেছিল, তা হারাতে হবে। অর্থাৎ এখন এখানে তাদের নিরাপদ থাকতে হলে, নতুন দখলদারদের থেকে নিরাপত্তা গ্রহণ করতে হবে।

কারণ যদি তাদের দখলকৃত ভূখণ্ডটি অন্য দারুল হারবের সঙ্গে মিলিত না হয়, বরং চতুর্দিক থেকে দারুল ইসলামের বেষ্টনিতে থাকে, তাহলে সেখানে কাফেরদের প্রতিষ্ঠা পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। মুসলিমরা চতুর্দিক থেকে আক্রমণ করে যে কোনো সময় তা দখল করে নিতে পারে। শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র। সুতরাং এ অবস্থায় সেখানে কুফর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলা যাবে না এবং তাকে দারুল কুফরও বলা যাবে না।

একইভাবে সেখানে বসবাসরত মুসলিম ও যিম্মিরা যদি পূর্বের দারুল ইসলাম প্রদত্ত নিরাপত্তাবলেই নিরাপদ থাকে, তাতেও বোঝা যায় এখানে নতুন কিছু ঘটেনি, নতুন কোনো কর্তৃত্ব ও প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি; বরং তা আগের মতো মুসলিমদের কর্তৃত্বেই আছে এবং দারুল ইসলাম হিসেবেই বহাল আছে। অর্থাৎ আগের নিরাপত্তা না হারানোটা কাফেরদের কুফর প্রতিষ্ঠা করতে না পারার একটি নিদর্শন।

- **তাঁদের মতভেদ প্রায়োগিক**

উপরের কথা থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল, ইমাম আবু হানিফা রহ. ও সাহেবাইনের মাঝে দারুল হারব ও দারুল ইসলামের মূল ভিত্তিতে কোনো ইখতেলাফ নেই; বরং তাঁদের সকলের মতেই ইসলাম ও কুফরের বিজয় ও প্রতিষ্ঠাই দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের মূল ভিত্তি এবং তাঁদের এই ইখতেলাফ মূলত প্রায়োগিক।

হযরত গাঙ্গুহি রহ. বলেন,

وهر مقاميكه دار الاسلام بود كفار بر آن غلبه كردند۔ اگر غلبه اسلام بالكلية رفع شد آن را حكم دار حرب شد۔ واگر غلبه كفار شد مگر ببعض وجوه غلبه اسلام هم باقي مانده باشد آن را دار الاسلام خواهند داشت نه دار حرب۔ دراين مسئله اتفاق هست۔ اما اين كه غلبه اسلام بالكليه رفع شدن چه حد است درآن خلاف شد درميان ائمة عليهم الرحمة، هر چه صاحبين.... تاليفات رشيدية، ص:660

"এবং যে রাষ্ট্রটি দারুল ইসলাম ছিল, সেখানে যদি কাফেররা বিজয় লাভ করে এবং ইসলামের বিজয় পরিপূর্ণরূপে শেষ হয়ে যায়, তাহলে তা দারুল হারব হয়ে যাবে। আর যদি কাফেরদের বিজয় হয়, কিন্তু ইসলামের বিজয় পরিপূর্ণরূপে শেষ না হয়, তাহলে তা এখনও দারুল ইসলামই থেকে যাবে; দারুল হারব হবে না। এতটুকুর উপর সকল ইমাম একমত। মতভেদ হল, ইসলামের বিজয় পূর্ণাঙ্গ শেষ হওয়ার সীমারেখা কি, তা নিয়ে। এ ক্ষেত্রে সাহেবাইন বলেন...।" -তালিফাতে রশিদিয়াহ, পৃ. ৬৬০

আরেকটু সামনে গিয়ে গাঙ্গুহি রহ. ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর তিন শর্তের উপর বিস্তারিত পর্যালোচনার পর বলেন,

الحاصل عرض ازيں شروط ثلاثه نزد امام واز يک شرط كه اجرائے حكم اسلام است نزد صاحبين همون وجود غلبه وقوت مراد ست اگر ببعض وجوه باشد۔ وهيچ اهل فقه نمي گويد كه در ملک كفار اگر كسے باذن ايشاں صراحةً يادلالة اظهار شعائر اسلام كند آن ملک دار الاسلام مي شود۔ حاشا كلا كه اين دور از تفقه هست۔ تاليفات رشيدية، ص:668

"খোলাসা দাঁড়াল, ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর তিন শর্ত এবং সাহেবাইন রহ.-এর এক শর্ত অর্থাৎ ইসলামী বিধান জারি করা দ্বারা উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। তা হল, বিজয় ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা। তাছাড়া উলামায়ে উম্মতের একজন ফকীহও একথা বলেননি যে, কাফেরদের রাষ্ট্রে যদি কেউ তাদের সুস্পষ্ট কিংবা মৌন অনুমতি সাপেক্ষে ইসলামী শেয়ার ও বিধিবিধান প্রকাশ্যে বাস্তবায়ন করল, তাহলে তা দারুল ইসলাম হয়ে যাবে। না, কস্মিন কালেও নয়; একথা তো ফিকহ ফাকাহাত থেকে অনেক অনেক দূরের কথা।" -তালীফাতে রশিদিয়াহ: ৬৬৮

- **সাহেবাইনের মত অগ্রগণ্য**

দ্বিতীয়ত অধিকাংশ হানাফী ফকীহ এখানে ইমাম আবু হানিফার পরিবর্তে সাহেবাইনের মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। নমুনা হিসেবে আমরা এখানে কয়েকটি উদ্ধৃতি তুলে ধরছি।

ইমাম ত্বহাবি রহ. (মৃ: ৩২১ হি:)

وكل أرض ارتد أهلها جميعاً، فلم يبق فيها من المسلمين ولا من أهل ذمتهم إلا من قد غلب عليه المرتدون، وجرت عليه أحكامهم، فإنها قد صارت بذلك أرض حرب، اتصلت بدار الحرب أو لم تتصل، وهذا قول أبي يوسف ومحمد رضي الله عنهما، **وبه نأخذ**. -مختصر الطحاوي، كتاب السير والجهاد، أرض ارتد أهلها وغلبوا عليها وجرت فيها أحكامهم ص294).

"যে অঞ্চলের অধিবাসীরা সকলে মুরতাদ হয়ে যায় এবং প্রত্যেক মুসলিম ও যিম্মির উপর মুরতাদরা কর্তৃত্ব লাভ করে এবং তাদের উপর মুরতাদদের আইন-কানুন জারি হয়; এর দ্বারাই তা দারুল হারবে পরিণত হয়ে যায়। চাই তা দারুল হারবের সঙ্গে মিলিত হোক বা না হোক। এটি ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের বক্তব্য। আমরা এমতটিই গ্রহণ করছি।" -মুখতাসারুত ত্বহাবি পৃ. ২৯৪

আবু বকর জাসসাস রহ. (মৃ: ৩৭০ হি:)

قال أحمد (الجصاص): والذي أظن أنَّ أبا حنيفة إنما قال ذلك على حسب الحال التي كانت في زمانه من جهاد المسلمين أهل الشرك، فامتنع عنده أن تكون دار حرب في وسط دار المسلمين، يرتد أهلها فيبقون ممتنعين دون إحاطة الجيوش بهم من جهة السلطان، ومطوِّعة الرعية.

فأما لو شاهد ما قد حدث في هذا الزمان، من تقاعد الناس عن الجهاد وتخاذلهم، وفساد من يتولى أمورهم، وعداوته للإسلام وأهله، واستهانته بأمر الجهاد وما يجب فيه، لقال في مثل بلد القِرْمِطي بمثل قول أبي يوسف ومحمد، بل في كثير من البلدان التي هذه سبيلها، مما نكره ذكره في هذا الموضع. -شرح مختصر الطحاوي، الطبعة الأولى: 1431هـ. دار البشائر الإسلامية ودار السراج، ج:7، ص:218.

"আহমাদ জাসসাস বলেন, আমার ধারণা, ইমাম আবু হানিফা রহ. সমকালীন অবস্থা অনুযায়ী কথাটি বলেছেন। কারণ তখন কাফের-মুশরিকদের সঙ্গে মুসলমানদের জিহাদ চালু ছিল। ফলে তাঁর দৃষ্টিতে দারুল ইসলামের মাঝে একটি দারুল হারব থাকবে; আর তার অধিবাসীরা মুরতাদ হয়েও খলিফার পক্ষ হতে

সৈন্যদল ও অনুগত প্রজা কর্তৃক ঘেরাও না হয়ে আত্মরক্ষা করতে পারবে, এটি ছিল অসম্ভব ব্যাপার।

কিন্তু যদি তিনি বর্তমান অবস্থা তথা মানুষের জিহাদবিমুখতা ও কাপুরুষতা, দায়িত্বশীলদের নষ্ট মানসিকতা, ইসলাম ও মুসলমানদের সঙ্গে শত্রুতা, জিহাদ ও জিহাদ সংশ্লিষ্ট বিষয়কে হেয় প্রতিপন্ন করার মতো দৃশ্যগুলো দেখতেন, তাহলে তিনিও 'ক্বারামিতা'দের অধিকৃত অঞ্চল (যা দারুল ইসলাম কর্তৃক পরিবেষ্টিত), বরং এ জাতীয় বহু অঞ্চলের ক্ষেত্রে সাহেবাইনের মতামতই পোষণ করতেন। এখানে যে সকল অঞ্চলের আলোচনা আমি সঙ্গত মনে করছি না।" -শরহু মুখতাসারিত ত্বাহাবি: ৭/২১৮

ফতোয়া আলমগিরি

إنما تصير دار الإسلام دار الحرب عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى بشروط ثلاثة:.....، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: بشرط واحد لا غير، وهو إظهار أحكام الكفر، وهو القياس. (الفتاوى الهندية، كتاب السير، الباب الخامس في استيلاء الكفار 232/2).

"ইমাম আবু হানিফা রহ.-র মতে দারুল ইসলাম তিন শর্তে দারুল হারবে পরিণত হয়.....। আর সাহেবাইন বলেন, একটিমাত্র শর্তে দারুল হারবে পরিণত হয়; অন্য কোনো শর্ত নেই। আর তা হচ্ছে, কুফরি বিধি বিধান প্রতিষ্ঠিত করা। সাহেবাইনের মতটিই যুক্তিযুক্ত।" -ফতোয়া আলমগিরি ২/২৩২

আরো দেখুন, তালিফাতে রশিদিয়াহ, পৃ. ৬৫৮, রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি (মৃ: ১৩২৩ হি:); আছারুল হারব, পৃ. ১৭৩, ওয়াহবাহ আযযুহাইলি রহ. (মৃ: ১৪৩৬ হি:)

- **দখলকৃত অঞ্চলটি পুনরুদ্ধারেও জিহাদ করা ফরজ**

কিছু লোকের আচরণ-উচ্চারণ থেকে মনে হয় দারুল হারব সাব্যস্ত হলে যেহেতু জিহাদ ও রক্তপাতের 'ঝামেলায়' জড়িয়ে পড়তে হবে, সুতরাং যতক্ষণ সম্ভব বিভিন্ন খোঁড়া অজুহাতে হলেও দারুল হারব সাব্যস্ত না করে থাকা যায় ততক্ষণই নিরাপদ। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ঈমানের দাবিদার হলে শরীয়তের নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত না মেনে বাঁচার কোনো সুযোগ নেই। শরীয়তের গ্রহণযোগ্য দলীল ছাড়া খোঁড়া অজুহাত বের করে আমরা বাঁচার যে পথ বের করে আপ্লুত ও আত্মতৃপ্ত হচ্ছি, তা আমাদের বাঁচার পথ নয়; বরং নিশ্চিত বিপদ ও মৃত্যুর পথ, যাতে

আমরা রীতিমতো নিপতিত হয়ে আছি। উত্তরণের একমাত্র পথ শরীয়তের সিদ্ধান্তের কাছে আত্মসমর্পণ।

তাছাড়া দারুল ইসলামের যে অঞ্চলটি অমুসলিমরা দখল করে নিয়েছে বা যে অঞ্চলের লোকগুলো মুরতাদ হয়ে গেছে, সে অঞ্চলটি যদিও ইমাম আবু হানিফা রহ.'র দৃষ্টিতে তিন শর্ত ব্যতীত দারুল হরব নয়, কিন্তু তা পুনরুদ্ধার করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ইমাম আবু হানিফা রহ.'র দৃষ্টিতেও ফরজ। এবং তা দারুল হারব না হওয়ার অর্থ হচ্ছে, তাদের দখল থেকে তা উদ্ধার করার জন্য মুসলমানদেরকে এখনই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় ফরজ তরক হবে। আর যদি উদ্ধার করার শক্তি না থাকে, তাহলে তাঁর দৃষ্টিতেও তা দারুল হারব বলেই গণ্য হবে।

- **দারের বিধান নির্ণয়ে নিরাপত্তার কোনো ভূমিকা নেই**

মুফতি আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ এর বক্তব্য অনুযায়ী আধুনিক রাষ্ট্রে যেহেতু মুসলিমরা নিরাপত্তা পেয়ে থাকে এবং তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার সংরক্ষিত থাকে, তাই এগুলোকে দারুল হারব বলা যায় না।

অথচ দারের বিধান নির্ণয়ে কোনো জাতির নিরাপত্তার বিষয়টির মৌলিক কোনো ভূমিকা নেই। কারণ যিম্মি কাফেররা দারুল ইসলামে নিরাপদেই থাকে, কিন্তু তা দারুল ইসলাম হওয়ায় কোনো ব্যত্যয় ঘটায় না। মুসলিম মুহাজিররা হাবশায় নিরাপদ ছিল; অথচ তা ছিল দারুল হারব। একইভাবে হুদায়বিয়ার সন্ধি থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত মুসলিমরা মক্কায় নিরাপদ ছিল, এমনকি এর মাঝে তারা উমরাতুল কাযাও আদায় করেছেন, কিন্তু মুসলিমদের এই নিরাপত্তা মক্কা দারুল হারব হওয়ায় কোনো ব্যত্যয় ঘটায়নি। ফলে বিজয়ের আগ পর্যন্ত মক্কা দারুল হারবই ছিল। এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'বিজয়ের পর হিজরত নেই'; 'সন্ধির পর হিজরত নেই' বলেননি। এটা আমাদের সামনে পরিষ্কার করে দিল, যে মৌলিক বিষয়টি দারের বিধান পরিবর্তন করল তা বিজয়; নিরাপত্তা নয়।

ইমাম জাসসাস রহ. বলেন,

ولا معنى لاعتبار بقاء ذمي أو مسلم آمنًا على نفسه؛ لأن المسلم قد يأمن في دار الحرب، ولا يسلبه ذلك حكم دار الحرب، ولا يوجب أن يكون من دار الإسلام .شرح مختصر الطحاوي، ج:7، ص:217، المكتبة الشاملة.

"যিম্মি ও মুসলিমের নিরাপত্তার বিষয়টি (দারুল হারবের সংজ্ঞায়) ধর্তব্য হওয়ার কোনো অর্থ হয় না। কারণ মুসলিমও অনেক সময় দারুল হারবে নিরাপদ হয়। এই নিরাপত্তা দারুল হারবকে দারুল হারব থেকেও বের করে না এবং তাকে দারুল ইসলামেও পরিণত করে না।" -শরহু মুখতাসারিত ত্বাহাবী, খ. ৭, পৃ. ২১৭

- **বরং মুসলিমদের নিরাপত্তা দারুল ইসলামের একটি নিদর্শনমাত্র**

আসলে মুসলিমদের নিরাপত্তা দারুল ইসলাম হওয়ার শর্ত নয়; বরং তা দারুল ইসলামের একটি নিদর্শনমাত্র। তাও এমন নিদর্শন যা 'লাযেমি' বা অবশ্যম্ভাবী নয়। বরং কোনো রাষ্ট্র যদি মুসলিম শাসকের অধীনে থাকে এবং সেখানে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত থাকে, তো সেখানকার মুসলিমরা শুধু ইসলাম গ্রহণের কারণেই তাতে নিরাপত্তা লাভ করবে এটাই স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে অমুসলিমদের সেখানে নিরাপত্তা লাভ করতে হলে কোনো চুক্তির অধীনে আসতে হবে। এটি দারুল ইসলামের একটি স্বাভাবিক নীতি ও নিদর্শন।

এবিষয়টি সুস্পষ্ট করে বলেছেন ইমাম সারাখসি রহ. শরহুস সিয়ারিল কাবীরে। তিনি বলেন,

فَإِنَّ دَارَ الْإِسْلَامِ اسْمٌ لِلْمَوْضِعِ الَّذِي يَكُونُ تَحْتَ يَدِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَلَامَةُ ذَلِكَ أَنْ يَأْمَنَ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ. – شرح السير الكبير للسرخسي، ج:5، ص:83، [بَابُ مَا يُقْطَعُ مِنْ الْحَشَبِ وَمَا يُصَابُ مِنْ الْمِلْحِ وَغَيْرِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ]

"দারুল ইসলাম এমন জায়গা, যা মুসলমানদের অধীন। এর নিদর্শন হল, মুসলিমরা সেখানে নিরাপদ।" -শরহুস সিয়ারিল কাবীর, খ. ৫, পৃ. ৮৩

ফিকহের কিতাবাদিতে এত স্পষ্ট করে বিবৃত একটি বিষয়ে, "দারুল হারবের সংজ্ঞা হল, যা মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধরত, যেখানে মুসলিম নিরাপদ নয়" - মুফতি আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ কেন এমন কথা বললেন, তা আমরা বুঝতে পারছি না। আবার বললেন, আমরা পড়লেই পাব...তিনি যদি গ্রহণযোগ্য কোনো দলিলের উদ্ধৃতি দিয়ে

কথাগুলো বলতেন, উম্মত গোমরাহির শিকার হওয়া থেকে বাঁচতে পারত! আমরাও পেরেশানি থেকে মুক্ত হতে পারতাম!

তিন. ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের অধিকার সমান!

তিনি বলেছেন,

"তো এখনকার সময়ে একটা জগাখিচুড়ি মার্কা সংবিধান থাকে প্রায় প্রতিটা রাষ্ট্রে। সেই সংবিধানের মধ্যে বলা থাকে যে, নাগরিকদের অধিকার সমান। নাগরিকরা ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে, আরবের (বা আমাদের) সংবিধানেও আছে, এ্যামেরিকার সংবিধানেও আছে। ধর্মের কারণে কোনো নাগরিকের মানের মধ্যে কমতি আর বেশতি হবে না। এই দেশে যত নাগরিক আছে সবাই ভোট দিবে। প্রত্যেকের ভোট সমান। মুসলমানের ভোট দুইটা গণা হবে না; খৃস্টানের ভোট একটা গণা হবে না; সবার ভোটই একটা গণা হবে মুসলিম দেশে। অমুসলিম দেশে খৃস্টানের ভোট দুইটা গণা হবে না; সেটাও একটা গণা হবে; মুসলমানের ভোটও একটা গণা হবে। রাষ্ট্রীয় নিয়মগুলোকে ঐভাবে সাজানো রয়েছে। তবে একথা ঠিক যে, প্রত্যেক দেশেই সংখ্যালঘু যারা, ওরা কিছু না কিছু নির্যাতিত হয়। ওটা ওদের দেশের আইন অনুযায়ী বে-আইনি। এ কারণে ওখানে তারা আবার আদালতের দারস্থ হয়; হতে পারে চাইলে। তো কানুনগুলো আইনগুলো এমনভাবে সাজানো রাষ্ট্রীয় নিয়মগুলো, যেগুলো দারুল হারবের নিয়মের সাথে মানানসই না। তো এই জন্য বললাম যে ফিকহের ইসতিলাহে যে দারুল হারব, সেই দারুল হারবটা এখন পাওয়া যাওয়া অনেকটা কঠিন।"

তাঁর মতো একজন যুগসচেতন আলিম ও মুফতি এমন কথা বলবেন, তা আমাদের কল্পনা করতেও কষ্ট হচ্ছে। আমরা সকলেই জানি, বর্তমান বিশ্বের গণতান্ত্রিক সকল রাষ্ট্রের সংবিধানগুলোর ভিত্তি পরিষ্কার কুফর এবং সংবিধানের ধারাগুলোও পরিষ্কার কুফর শিরক। এই সংবিধানগুলোতে যে ধর্মকে অস্বীকার করা হয়েছে, তা তাদের পরিষ্কার ঘোষণা। ধর্মকে অস্বীকার করে, প্রত্যাখ্যান করে, ধর্মকে বাদ দিয়ে যে সংবিধান তৈরি করতে হবে, রাষ্ট্র চালাতে হবে, সেখানে যে ধর্মের কোনো কর্তৃত্ব চলবে না এতে তারা সকলেই একমত। এবং এটাই যে পৃথিবীর সর্বোত্তম আদর্শ,

এটাই যে মানব জাতির একমাত্র কল্যাণ ও মুক্তির পথ তা প্রমাণ করার জন্য তারা জীবনের সর্বশক্তি ব্যয় করে পৃথিবীর সর্বত্র এই মতাদর্শ বাস্তবায়িত করেছে। তা দিয়ে অসংখ্য মুসলিমকে তারা মুরতাদ বানিয়েছে। কিন্তু মুফতি আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ বলছেন সেই সংবিধানগুলো পরিষ্কার নয়, জগাখিচুড়ি মার্কা! সুতরাং সেগুলোর সঙ্গে দারুল হারবের সংজ্ঞা মানানসই না!

আজ অনেক অজ্ঞ ব্যক্তিরা বলে থাকে, গণতন্ত্রের সমান অধিকার শুধু ভোটের মূল্যমান নির্ধারণে সীমিত, সুতরাং এখানে ঈমান কুফুরের প্রশ্ন নেই। কিন্তু গণতন্ত্রের বাস্তবতা সম্পর্কে প্রাথমিক পর্যায়ের জ্ঞান রাখা প্রত্যেক সচেতন ব্যক্তির কাছে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে গণতন্ত্রের সমান অধিকার ও সমমর্যাদা মানব জীবনের সর্বত্র বিস্তৃত। গণতন্ত্রের ধর্মে ঈমান কুফুরের কারণে কারো মর্যাদা কম বেশি হয় না। গণতন্ত্রের এই ধারাগুলোর অর্থ সকল ধর্মই সমান, সকল ধর্ম ও ধার্মিকের মর্যাদাই সমান। এটা তাদের আকিদার অংশ। গণতন্ত্র অসংখ্য কুফুর শিরকের সমষ্টি। এবং আমরা জানি যে মুফতি আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ নিজেও এ বিষয়গুলো সম্পর্কে উত্তমরূপে অবগত। তাঁরা নিজেরাই তো লিখেছেন গণতন্ত্র এ্যান্টি ইসলাম, গণতন্ত্র একটি ধর্ম।

তবুও কেন আজ এমন উপসংহার আসছে তা বুঝতে আসলেই আমাদের কষ্ট হচ্ছে।

আমরা ফুকাহায়ে কেরামের সংজ্ঞাগুলোতে দেখে এসেছি, মৌলিকভাবে নাগরিকদের অধিকার বা সমতার সঙ্গে দারুল হারবের বিধান নির্ণয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। দারুল হারব হওয়া না হওয়ার সম্পর্ক রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত ধর্ম ও বিধানের সঙ্গে। সুতরাং যেখানে মূল বিষয়টার সম্পর্কই হল, কুফরের সঙ্গে সেখানে এত জঘন্য ও অসংখ্য কুফুরির ধারক হয়েও গণতান্ত্রিক সংবিধান জগাখিচুড়ি হয়ে গেল কেন?

- **দারুল হারবের একমাত্র ভিত্তিটিই দারুল হারব থেকে নিষ্কৃতির কারণ?**

কোরআনে কারীমের সুস্পষ্ট ঘোষণা, পৃথিবীতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে একমাত্র সত্য ও গ্রহণযোগ্য ধর্ম ইসলাম। পক্ষান্তরে গণতন্ত্রের বাহ্যিক ঘোষণা সকল ধর্ম ও ধর্মবিশ্বাসই শ্রদ্ধার পাত্র; কিন্তু গণতন্ত্রের বাস্তব বিশ্বাস কোনো ধর্মই প্রকৃত ধর্ম নয়; ধর্ম শুধুই কল্পনাবিলাস বা আত্মিক প্রশান্তির অবলম্বনমাত্র! কোরআনের ঘোষণা, ইসলাম ধর্মই দুনিয়া আখেরাতের মুক্তি ও সফলতার একমাত্র পথ।

গণতন্ত্রের ঘোষণা, ধর্মহীনতাই মুক্তির একমাত্র রাজপথ, সকল সফলতার চাবিকাঠি! কোরআনের ঘোষণা বান্দার জীবনের একটি বিন্দুও ইসলামের অনুশাসন থেকে বাইরে থাকার সুযোগ নেই, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মের অনুশাসনই একমাত্র পরকালীন মুক্তির পথ। পক্ষান্তরে গণতন্ত্রের ঘোষণা হল ধর্মের সঙ্গে ইহজাগতিক বিষয়ের যেমন সম্পর্ক নেই, পরকালেরও কোনো লেনাদেনা নেই। কোরআনের ঘোষণা ইসলাম ধর্মের অনুসারীই একমাত্র সত্য ও পথপ্রাপ্ত, অন্য সকল ধর্ম মিথ্যা ও সেগুলোর অনুসারীরা বিভ্রান্ত। পক্ষান্তরে গণতন্ত্রের ঘোষণা, ধর্মের কারণে মানুষে মানুষে কোনো ব্যবধান নেই, এই ব্যবধান নিন্দিত ও সাম্প্রদায়িকতা। কোরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণা মানুষের জীবনের সকল বিধান একমাত্র আল্লাহর, জমিনের একচ্ছত্র সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁর। পক্ষান্তরে গণতন্ত্রের ঘোষণা, জীবনের বিধান ও জমিনের সার্বভৌমত্বের মালিক জনগণ! এরকম অসংখ্য কারণে উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র একটি স্বতন্ত্র ধর্ম এবং তা সর্বসম্মতভাবে শতভাগ কুফরি ধর্ম। 'রাষ্ট্রের চোখে সকল ধর্ম ও ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষ সকল নাগরিক সমমর্যাদার অধিকারী', 'রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই', 'ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার' ইত্যাদি বাক্যগুলো এই একেকটি কুফুর শিরকেরই একেকটি প্রকাশমাধ্যমমাত্র।

ইতিমধ্যে আমরা দারুল হারবের সংজ্ঞায় দেখেছি, ফুকাহায়ে কেরামের দৃষ্টিতে কুফরি আইনই একটি রাষ্ট্র দারুল হারবে পরিণত হওয়ার একমাত্র কারণ। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের সাথে আমরা এখন দেখছি, বলা হচ্ছে এই কুফুরি আইনই নাকি একটি রাষ্ট্রকে দারুল হারব হওয়া থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে দিয়েছে। সকল ধর্ম ও সকল ধার্মিক সমান, ধর্মে ধর্মে কোনো ব্যাবধান নেই, সংবিধানে এই আইন থাকার কারণেই নাকি ফুকাহায়ে কেরামের সংজ্ঞায় আমেরিকার মতো রাষ্ট্রকেও দারুল হারব বলা যাচ্ছে না! লা হাওয়ালা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজিম। এখানে আর কী-ই-বা বলার থাকতে পারে? বিচারের ভার পাঠকের হাতেই ছেড়ে দিলাম।

- **তাঁদের গবেষণায়ই আমরা দেখেছি...**

তাঁদের গবেষণায়ই আমরা দেখেছি, আমেরিকা সমগ্র বিশ্বে মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে। আফগানের মতো সর্বস্বীকৃত ও সময়ের একমাত্র দারুল ইসলাম ও খেলাফত রাষ্ট্র চোখের সামনে ধ্বংস করে দিল আমেরিকা। আফগান, ইরাক,

ফিলিস্তিন, সিরিয়াসহ এমন কোনো নির্যাতিত মুসলিম জনপদ নেই, যেখানে আমেরিকার পরোক্ষ কিংবা প্রত্যক্ষ ধ্বংসযজ্ঞ নেই। পৃথিবীর সর্বত্র তার নেতৃত্বে মুসলিম গণহত্যা চলছে প্রতিনিয়ত। মুসলিমদের বিরুদ্ধে আমেরিকার এতো সব বাস্তব আগ্রাসন, গণহত্যা ও সীমালঙ্ঘনের পরও কেবল আমেরিকার সংবিধানে 'মুসলিম অমুসলিম সকল নাগরিকের অধিকার সমান', এ কথা থাকার কারণে আমাদের ধরে নিতে হবে যে আমেরিকা আজ বিশ্বের মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত নয়? এবং দারুল হারব নয়? কোন যুগের কোন্ ফকীহ দারুল হারবের এমন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন যে, কাফেররা যদি তাদের রাষ্ট্রীয় ভৌগলিক সীমানায় মুসলিমদের নিরাপত্তা দেয়, তাহলে পৃথিবীর যেখানেই সে যত মুসলিমকেই হত্যা করুক, তা দারুল হারব হবে না? এবং তারা হারবী হবে না? এ বিষয়ে কিছু উদ্ধৃতি দেখিয়ে দেয়া হলে হয়তো আমরা উপকৃত হতে পারতাম।

তাছাড়া আমেরিকা আসলেই তার মুসলিম নাগরিকদের নিরাপত্তা দিচ্ছে কি না? কোথায় দিচ্ছে আর কোথায় দিচ্ছে না? কেন নিরাপত্তা দেয় আর কেন দেয় না? নিরাপত্তা প্রদানের মানদন্ড কী? আমেরিকার দৃষ্টিতে মুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করার সীমারেখা কী?

এসব প্রশ্নের উত্তর আরেক মর্মান্তিক উপাখ্যান!

যারা আমেরিকার প্রতি উপরের মতো এই পরিমাণ সুধারণা লালন করেন, তাদের দৃষ্টিতে আমেরিকা তার যেসব নাগরিকের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে এবং যাদেরকে নির্যাতন করে, তা যৌক্তিক কারণেই করে এবং নির্যাতিতদের অপরাধেরই তারা প্রায়শ্চিত্য করে! আর সেই নির্যাতিতদের ক্ষীণ ও নিষ্প্রভ কণ্ঠের মৃদমন্দ আওয়াজ সাতসমুদ্র তের নদী পেরিয়ে এখানে আসতে আসতে নির্ভরযোগ্যতার মানদন্ডও হারিয়ে ফেলে! সুতরাং এখানে সেই উপাখ্যানের আলোচনা অরণ্যে রোদন বৈ কি!

- **আপাতত ফকীহদের সংজ্ঞা বাদ দিলাম, কিন্তু আমেরিকা যা করছে, তা কি যুদ্ধ নয়?**

আপাতত ফকীহদের সংজ্ঞা বাদই দিলাম। মুফতি আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ নিজেই তো দারুল হারবের সংজ্ঞায় বলেছেন, 'যা যুদ্ধাবস্থায় থাকে মুসলমানদের সঙ্গে'।

তাহলে আমেরিকা কি মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধাবস্থায় নেই? যুদ্ধে যুদ্ধে বেচারা সাত রাজার ধন ফুরিয়ে দেউলিয়াত্ব বরণ করতে যাচ্ছে, তারপরও তাদের মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত কাফির গণ্য করা হবে না? আর কী করতে পারে বেচারা? যুদ্ধাবস্থায় উত্তীর্ণ হতে আর কতটি মুসলিম রাষ্ট্রে আক্রমণ করতে হবে? আর কত কোটি মুসলিম হত্যা করলে, আর কত লক্ষ বোমা হামলা হলে সেটাকে যুদ্ধ বলা যাবে?

আমেরিকা কি কেবল তখনই দারুল হারব গণ্য হবে যখন সে তার নিজস্ব সীমান্তের ভেতরে থাকা মুসলিম নাগরিকদের সঙ্গে যুদ্ধাবস্থায় থাকবে? কিংবা কেবল আমাদের বাড়িতে, আমাদের ভূখণ্ডে, আমাদের মাসজিদ-মাদ্রাসায় বোমা নিক্ষেপ শুরু করলেই কি আমেরিকাকে দারুল হারব বলা যাবে, তার আগে নয়?

হতেও পারে, এটাও পৃথিবীর চলমান একটা ধারা। কিন্তু সেই সঙ্গে একটা কঠিন সত্যও আমাদের স্মরণ রাখতে হবে! আজ যেখানে আমেরিকার টনে টনে বোমা হাজারো মুসলিমের ও তার প্রিয় মা-বোন, স্ত্রী-সন্তানের কচি কাঁচা তাজা দেহগুলোকে প্রতিনিয়ত ছিন্ন ভিন্ন করে চলা সত্ত্বেও তার গগণবিদারী আওয়াজ আমাদের কর্ণকুহরে গুঞ্জরিত হতে পারে না; দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আসতে আসতে নির্ভরযোগ্যতা হারায় - ঠিক তেমনি আমরা যদি কখনো আক্রান্ত হই, তখন যারা আমাদের আজকের মতো নিরাপদে থাকবে, তাদের কানেও আমাদের এই ফতোয়ার আওয়াজ হয়তো পৌছাবে না, পৌছালেও হয়তো নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য হবে না। পৃথিবীর হিসেবটা কিন্তু এরকমই!

না কি আমাদের আজ ঐসব ব্যক্তিদের সাথে একমত হতে হবে যারা হারামাইনে ভূখণ্ডে অবস্থান করেও আজ দাবি করছে আমেরিকা মুসলমানদের কল্যাণেই মুসলমানদের হত্যা করে চলেছে? কিংবা আমাদের কি ওবামার কথা মেনে নিতে হবে, যে ওবামা বলেছিল আমাদের যুদ্ধ মুসলমানদের বিরুদ্ধে নয়; বরং যারা ইসলামের বিকৃতি সাধন করে তাদের বিরুদ্ধে? অথবা আমাদের কি আমেরিকার সংজ্ঞা মেনে বিশ্বাস করতে হবে, আমেরিকা যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, ওরা মুসলমান না; ওরা তো জঙ্গী সন্ত্রাসি ও উগ্রবাদী? নাকি দিনশেষে আমাদের একথা মানতে হবে যে বাস্তবে যুদ্ধ যতই করুক, সংবিধানে সমান অধিকার ও নিরাপত্তার কথা লিখা থাকলে সেই যুদ্ধকে যুদ্ধ বলা যায় না?

ভারত, রাশিয়া, ফ্রান্স ও চীনসহ ন্যাটো জোটভুক্ত যতগুলো রাষ্ট্র মুসলিমদের ভূমি দখলের জন্য, দখলকৃত ভূমি আরো বিস্তৃত করার জন্য, তাদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার

জন্য কিংবা তাদের দেশের সম্পদ লুণ্ঠনের জন্য অথবা তাদেরকে ধর্মান্তরিত করার জন্য, তাদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে যাচ্ছে, অমানবিক নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে, এমন দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী কি তাদের বিধানও একই হবে? কোনোটিকেই যুদ্ধাবস্থায় আছে বলা যাবে না এবং দারুল হারবও বলা যাবে না? কারণ তারা নাগরিকদের সমান অধিকারের কথা সংবিধানে লিখে রেখেছে?

কিছুদিন আগে এক বিদেশি শায়খ বাংলাদেশে এসে বলে গেলেন, ভারত মুসলমানদের জন্য দারুল আমান। প্রশ্ন করা হল, এত নির্যাতনের পরও তা দারুল আমান হয় কী করে? উত্তর দিলেন, নির্যাতন হচ্ছে ঠিক আছে, তবে দারুল আমান দুই প্রকার। এক প্রকার দারুল আমানে আমলী (কার্যত দারুল আমান), আরেক প্রকার দারুল আমানে ই'তেকাদি (তথা বিশ্বাসগত দারুল আমান)! ভারত হল দারুল আমানে ইতেকাদি!

মুসলিমদের বিরুদ্ধে আমেরিকার যুদ্ধের ব্যাপারটা কি এরকম ই'তেকাদি জাতীয় কিছু মনে করা হচ্ছে? আমাদের ই'তেকাদ যেহেতু পরিষ্কার ও নির্ভেজাল এবং আমরা যেহেতু 'কিছু মনে করছি না', সুতরাং হাজার যুদ্ধ করা সত্তেও আমেরিকা যুদ্ধাবস্থায় উত্তীর্ণ হতে পারছে না এবং ভবিষ্যতেও পারবে না?

বাংলাদেশ সম্পর্কে দেশের এক শায়খ দেশের বৃহত্তম এক হাদীসের দরসে বললেন, ইসলামী রাষ্ট্রে কিসাস আছে, কিন্তু আমাদের দেশে নেই। সেই হিসেবে আমাদের দেশ 'বিলফে'ল' (কার্যত) দারুল ইসলাম না হলেও 'বিলক্বওল' (দর্শনগত দিক থেকে) দারুল ইসলাম!

আমেরিকার যুদ্ধ ও সংবিধান সম্পর্কেও কি এমন ধারনা রাখতে হবে? এছাড়া আমেরিকার যুদ্ধাবস্থায় না থাকার আর কী ব্যাখ্যা হতে পারে?

বিষয়গুলো মনে হয় একটু বেশি এলোমেলো হয়ে গেল। মেহেরবানি করে তিনি নিজেই যদি একটু খোলাসা করে দিতেন আমরা উপকৃত হতাম!

- **ফকীহদের সংজ্ঞা বর্তমান রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে খুবই মাননসই**

মুফতি আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ বলেছেন, বর্তমান পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে ফকীহদের দারুল হারবের সংজ্ঞা মানানসই না। কিন্তু আমরা দেখছি তা খুবই মানানসই। কারণ পেছনের আলোচনায় আমরা পরিষ্কার দেখেছি, শুধু হানাফি মাযহাবই নয়: বরং সকল

মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরামের সংজ্ঞাই বর্তমান মানব রচিত আইনে শাসিত সবগুলো রাষ্ট্রের উপর সুস্পষ্টভাবে প্রযোজ্য হয় এবং তাঁদের সকলের সংজ্ঞা অনুযায়ী এই রাষ্ট্রগুলো সব দারুল হারব সাব্যস্ত হয়। তথাপিও মুফতি আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ এর কাছে কেন তা মানানসই লাগছে না, তা তিনি দলীলের আলোকে সুস্পষ্ট করে খুলে না বললে আমাদের বুঝার সুযোগ নেই। আমাদের কাছে বিপরীত দলীল প্রমাণ সুস্পষ্ট থাকার পরও যদি আমরা তাঁর দলীলবিহীন কথা মেনে নেই, তাহলে ঘটনা সেই ইহুদিদের মতোই হবে, যারা দলীলের বিপরীতে তাদের আহবার ও রুহবানদের কথা গ্রহণ করে তাদেরকে রবের আসনে সমাসীন করেছিল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন এই উম্মতের মাঝেও এমন ঘটনা ঘটবে। আমরা তা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই।

চার. দারুল ইসলাম নেই তো দারুল হারবও নেই!

তিনি বলেছেন, (তাঁর বর্ণিত সংজ্ঞা অনুযায়ী যেহেতু দারুল হারব মানেই যা যুদ্ধাবস্থায় থাকে এবং মুসলমান সেখানে নিরাপদ থাকে না)

“এই জন্য দারুল হারব থেকে হিজরত করা আবশ্যকীয়। হিজরতের মাসআলা যে আছে; হিজরত কোথায় থেকে কোথায় করবে? দারুল হারব থেকে দারুল ইসলামে হিজরত করবে।.....

আচ্ছা দারুল হারব থেকে তো হিজরত করতে হয়, নাকি? তো হিজরত করে যাবে কোন দেশে? সেই দারুল ইসলাম কোন কোনটা? পৃথিবীর কোন কোন রাষ্ট্র দারুল ইসলাম? ...

তো এখন যে আপনাকে বলছে এটা দারুল হারব, তো হিজরত করবে কোথায়? (নিজেই ব্যাঙ্গ করে উত্তর দিচ্ছেন) দারুল ইসলামে! দারুল ইসলাম হল সমুদ্রের মাঝখানে! ওখানে গেলেও কোস্টগার্ডে যাইয়া ধরবে! ... পৃথিবীর প্রেক্ষাপট পাল্টেছে!

যারা এখন দারুল হারব বলছে, আগে তাদের হিজরত করে চলে যাওয়া দরকার দারুল ইসলামে এবং যাইয়া দেখাইয়া দেয়া দরকার এটা দারুল ইসলাম। আস, এটা নিরাপদ। এখানে হুদূদ কিসাস নাফেয আছে। এরা মুসলমানদের জন্য মুসতাদআফীনদের জন্য লড়াই করে, কাজ করে, তোমরাও শরীক হতে আস। এটা বলার আগে শুধু দারুল হারব বলে দিলেই সমাধান হবে না; দারুল ইসলাম ছাড়া।”

দারুল হারব সম্পর্কে এখানে তিনি যা বলেছেন, তার খোলাসা হল,

বর্ণিত সংজ্ঞা অনুযায়ী যেহেতু দারুল হারব মানেই যা যুদ্ধাবস্থায় থাকে এবং যেখানে মুসলমান নিরাপদ না, এজন্য দারুল হারব হলে তা থেকে দারুল ইসলামে হিজরত করতে হয়। আর বর্তমান বিশ্বে যেহেতু দারুল ইসলাম নেই, সুতরাং দারুল ইসলাম দেখাতে না পারলে দারুল হারব বলে দিলেই সমাধান হবে না, বরং দারুল হারব বলতে হলে দারুল ইসলাম দেখাতে হবে!

এছাড়াও কথা বলার মতো এখানে আরো কিছু বিষয় আছে। আপাতত শুধু এতটুকুর উপরই কিছু কথা,

- **বড় অদ্ভুত কথা!**

একজন যুগসচেতন ফকীহ ও মুফতির যবানে আরো অদ্ভুত! দারুল ইসলাম ও দারুল হারব দুটি বিপরীত পরিভাষা। আরবী সাহিত্যের প্রবাদে পড়েছি الأشياء تتبين بأضدادها। বস্তু তার বিপরীত বস্তুর সুবাদে সুস্পষ্ট হয়। অর্থাৎ একটি বস্তু অনুভব করা, ভালোভাবে বুঝা ও অনুধাবন করা তখনই সহজ ও পরিষ্কার হয়, যখন তার বিপরীত বস্তুটা সামনে থাকে। যেমন কাউকে যদি আপনি সাদা বোঝাতে চান, তার সামনে সাদার বিপরীত কালোটাও উপস্থাপন করুন, তাহলে সে সহজেই সাদা কালোর পার্থক্যসহ সাদা বুঝে নিবে এবং সাদা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। একইভাবে যে ব্যক্তি জীবনে দু:খ কষ্ট দেখেনি, সে সুখ শান্তিও যথাযথ অনুভব করবে না এবং পরিষ্কার করে বুঝবে না, ঠিক যার জীবনে সুখের বিপরীতে দু:খ আছে সে যেভাবে সুখটাকে বুঝবে এবং অনুধাবন করবে। কিন্তু আমাদের সামনে আজ এক নতুন তত্ত্ব পেশ করা হচ্ছে। কোনো বস্তুর বিপরীত সাময়িকভাবেও যদি না থাকে, তাহলে সেই বস্তুর অস্তিত্বও স্বীকার করা যাবে না। সুতরাং পরিবর্তিত পৃথিবীতে দারুল ইসলাম যেহেতু নেই এজন্য দারুল হারবকেও দারুল হারব বলা যাবে না। এমন কথা পৃথিবীর কোনো ফকীহ, গবেষক, দার্শনিক বা চিন্তাবিদ বলেছেন, আমাদের জানা নেই। দারুল হারবের এই সংজ্ঞাও যেমন নতুন তেমনি এর প্রয়োগও।

- **তবে কি ঈমান না থাকলে কুফরকে কুফর বলা যাবে না?**

দারুল ইসলাম ও দারুল হারব বা দারুল কুফর যেমন বিপরীত পরিভাষা, তেমনি ঈমান ও কুফর এবং মুমিন ও কাফিরও দুটি বিপরীত পরিভাষা। কেয়ামতের পূর্বে এক সময় সমগ্র বিশ্বের কোথাও কুফর ও কাফের থাকবে না। প্রতিটি মানুষ মুমিন হয়ে যাবে। তাহলে কি তখন ঈমানকে ঈমান বলা যাবে না? বাস্তবে কুফর দেখাতে না পারলে ঈমানের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে হবে?

আরেকটি সময় আসবে যখন পৃথিবীতে ঈমান থাকবে না। সমগ্র বিশ্ব কুফরে ছেয়ে যাবে, প্রতিটি মানুষ কাফের হয়ে যাবে। তাহলে কি তখন কুফরকে কুফর বলা যাবে না? যারা কাফের তাদেরকে কাফের বলতে হলে বিপরীতে মুমিন দেখাতে হবে? অন্যথায় তাদেরকে কাফেরও বলা যাবে না এবং তাদের উপর কাফেরের বিধানও প্রয়োগ করা যাবে না? কাফেরের জন্য তো ঈমান গ্রহণ করে মুমিন হওয়া ফরজ, কিন্তু উল্লিখিত যুক্তি অনুযায়ী তখনও কি বলা যাবে, পৃথিবীর প্রেক্ষাপট পল্টেছে, এখন ঈমান ও মুমিনের অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই, সুতরাং কাউকে কাফের বলতে হলে ঈমান ও মুমিনের প্রায়োগিক অস্তিত্ব দেখাতে হবে? অন্যথায় শুধু কাফের বললে, সে যে কাফের এই মাসআলারও সমাধান হবে না?

- **প্রধান সমস্যা**

মানুষ যখন সমস্যায় আক্রান্ত হয়, তখন তার সমস্যা অনুভূত হয় এবং সে সমস্যা থেকে উত্তরণের চেষ্টা করে। উত্তরণের চেষ্টা করলে আল্লাহর ওয়াদা আছে, তিনি উত্তরণের ব্যবস্থা করে দিবেন। কিন্তু কিছু সমস্যা আছে, যেগুলোতে মানুষ অভ্যস্ত হয়ে গেলে তা আর সমস্যা মনে হয় না। ফলে সমস্যা সামাধানের চেষ্টাও করা হয় না। পরিণতি জটিল হতে হতে এতটাই নাযুক ও স্পর্শকাতর হয়ে দাঁড়ায় যে, তখন সে নিজে তো সমাধানের কথা ভাবেই না; বরং যারা সমাধানের চেষ্টা করে তাদের চেষ্টাকেও সে অন্যায় মনে করে এবং তা প্রতিহত করার চেষ্টা করে। ঠিক মাদকাসক্ত রোগী যেমন একটি রাজপরিবার থেকে এসেও তার রাজকীয় জীবনের সবকিছু ভুলে যায় এবং মাদকের একটু সুখটানের নেশায় নোংরা ভাগাড়ের জীবনটাই তার কাছে উপভোগ্য মনে হয়! যারা তাকে নিরাময় কেন্দ্রে নিতে চায় এবং সুস্থ করতে চায়, তাদেরকেও সে শত্রু ভাবে। মনে করে কেন আমার সুখের জীবনটা তারা কেড়ে নিতে চায়?!

পাঠক মনে কষ্ট নিবেন না। উদাহরণটা একটু অসুন্দর হলেও বস্তুত আমাদের অবস্থাটা ঠিক সেরকমই হয়ে গেছে। আমরা যে রাজাধিরাজ মহান মালিকের খলিফা, তা ভুলে গেছি। আমরা যে তখতে সুলাইমানির রাজপুত্র তা আমাদের মনে নেই। আমরা যে পৃথিবীর দাপুটে শাসক উমর ইবনুল খাত্তাবের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) উত্তরসূরী তাও ভুলে গেছি। কাফের মুরতাদদের দারুল হারবে গোলামির জীবন যাপন করতে করতে এতই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে, এখন সমস্যার অনুভূতিও হারিয়ে ফেলেছি। সমস্যার সমাধান যে আছে তাও ভুলে গিয়েছি। যার ফলে সমস্যাকে সমস্যা বলতেও রাজি হচ্ছি না। বলছি দারুল ইসলাম না দেখাতে পারলে দারুল হারবকে দারুল হারব বলা যাবে না! আমেরিকা ইজরাইলের মতো অকাট্য দারুল হারবকেও দারুল হারব বলতে পারছি না! আসলে সমস্যার অনুভূতি হারিয়ে ফেলাই প্রধান সমস্যা। মূল সমস্যার চেয়েও বড় সমস্যা। আল্লাহ আমাদের বোধোদয় দান করুন।

- **হিজরত একমাত্র বিধান নয়**

দারুল হারবে বসবাসরত মুসলমানের উপর হিজরত ওয়াজিব হওয়ার একটি ক্ষেত্র আছে, কিন্তু তা তার একমাত্র বিধান নয়। এবং হিজরত দারুল ইসলামেই করতে হবে, তাও একমাত্র বিধান নয়। মুফতি আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ নিজে তার আলোচ্য এই বক্তব্যেই বলেছেন, সাহাবায়ে কেরামের একটি দল হিজরত করে হাবশায় গিয়েছিলেন, যা দারুল ইসলাম ছিল না। এছাড়াও আরো বিভিন্ন সুরত ফিকহের কিতাবে আছে, যেখানে দারুল হারব থেকে হিজরত করে দারুল ইসলামে যাওয়া ওয়াজিব নয়। সুতরাং দারুল হারব হলে সেখান থেকে দারুল ইসলামে হিজরত করা ওয়াজিব। অতএব দারুল ইসলামের অস্তিত্ব না থাকলে কিংবা দারুল ইসলাম দেখাতে না পারলে দারুল হারবও থাকবে না, দারুল হারবকেও দারুল হারব বলা যাবে না, এটা কেমন কথা?

পাঁচ. ইজরাইলকে দারুল হারব বললেও বলা যায়?

তিনি বলেছেন,

"ইজরাইলের ব্যাপরে কেউ কেউ বলেন। কেউ দ্বিমতও পোষণ করেন। বললেও বলা যায়! কারণ ইজরাইলের আইনগুলো ইয়াহুদি ভিত্তিক অনেকটা। আর অন্যান্য রাষ্ট্র প্রায়ই একরকম। ঠিক একই কথা দারুল ইসলামের ব্যাপারে প্রযোজ্য।"

ইজরাইলকে দারুল হারব বলার ক্ষেত্রেও আজ দ্বিমত হচ্ছে...আফসোস! পানির পরিবর্তে মুসলিমের বুকের তাজা খুনমাখা মাল মশলায় যে রাষ্ট্রটির জন্ম ও ভিত্তিপ্রস্তর, যার বেড়ে ওঠা ও প্রতিপালন মুসলিমের রক্তে সিঞ্চিত প্রতিনিয়ত, কাঁচা শিশুর নির্মল কচি রক্তে এক বিকেল সিঞ্চিত না হলে যে রাষ্ট্রযন্ত্রের পাতাপল্লবগুলো সতেজ রাখা যায় না, যে রাষ্ট্রের প্রধান রাষ্ট্রীয় মিশন মুসলিম নিধন, পৃথিবীর মানচিত্র থেকে ইসলাম ও মুসলিমের অস্তিত্ব উপড়ে ফেলে সেই শূন্যস্থানে ইহুদিবাদের চাষাবাদ যাদের নিত্যদিনের কর্মযজ্ঞ, এ উদ্দেশ্যে যে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিককে; এমনকি প্রতিটি নারীকে পর্যন্ত বাধ্যতামূলক সেনা প্রশিক্ষণ নিতে হয়, সেই রাষ্ট্রটিকে দারুল হারব ভাবার ক্ষেত্রেও দ্বিমত? সে রাষ্ট্রটিকে মুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধরত ভাবা যাচ্ছে না? আল্লাহ এই কষ্ট লাঘবের ব্যবস্থা করে দিন! দোয়া ছাড়া আর কী-ই বা করতে পারি আমরা! প্রতিবাদের ভাষাও যে হারিয়ে যায় কখনো কখনো...

- **ইজরাইলও কি মুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধাবস্থায় নেই?**

আমেরিকার মতো ইজরাইলও কি তাহলে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধাবস্থায় নেই? যে রাষ্ট্র মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধাবস্থায় থাকে তা দারুল হারব, এটাই যদি দারুল হারবের সংজ্ঞা হয়, তাহলে যুদ্ধরত ইজরাইল সম্পর্কে, "দারুল হারব বললেও বলা যায়", এমন বলার অর্থ কী?

তাহলে কি আমরা মনে করব, ইজরাইল মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধাবস্থায় নেই?

অনেকে বলে থাকেন - এদেশে আসা তালেবান-আলকায়েদার খবর নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ সভ্য পৃথিবীর সঙ্গে মুজাহিদদের কোনো সম্পর্ক নেই। পাহাড়ের গুহায়-জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে কোত্থেকে কে কী বলে তার কোনো সূত্র নেই; সনদ নেই। সবই তাদের মাজহুল ও অজ্ঞাত।

এজন্য ময়দানে জিহাদরত মুজাহিদদের সংবাদ তাঁরা বিশ্বাস করতে পারেন না। তার মোকাবেলায় আইম্মাতুল কুফরের তত্ত্বাবধান ও পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হলুদ মিডিয়াগুলোর সংবাদ অনেকেদের দৃষ্টিতে অধিক নির্ভরযোগ্য।

ধরা যাক তর্কের খাতিরে এক মূহুর্তের জন্য এসব মেনে নেয়া হল। তাহলে প্রশ্ন আসে, যাদের নির্ভরযোগ্য মনে করা হচ্ছে তারাই তো মুসলমানদের সঙ্গে ইজরাইলের যুদ্ধের কথা ঢাকঢোল পিটিয়ে জানান দেয়। সি এন এন, রয়টার্স ও বিবিসির মতো 'এলিট' শ্রেণির মিডিয়াতেও তো নিয়মিত বিরতিতে এসব খবর প্রচারিত হয়। মুজাহিদদের কথা যদি গ্রহন করা না হয় তাহলেও তো গ্রহনযোগ্যরাই যুদ্ধের স্বীকৃতি দিচ্ছে। তবু কেন এখানে দ্বিমত?

কিছুদিন আগে হামাসের জিহাদি কার্যক্রমের ক্ষেত্রে বৈধতার কথা বলা হয়েছিল। হামাসের যে জিহাদকে বৈধ গণ্য করা হচ্ছে আমরা যতটুকু জানি সেই জিহাদের জন্মই ইজরাইলের অন্যায় যুদ্ধ ও গণহত্যা প্রতিরোধের জন্য। তবুও কি ইজরাইল মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধাবস্থায় আছে, একথার ক্ষেত্রে দ্বিমত থাকতে পারে? পৃথিবীর প্রেক্ষাপট কি এতোটাই পাল্টে গেছে যে ইজরাইল যাদেরকে মারছে এবং যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে, তাদেরকে আজ আর মুসলমান বলে গণ্য করা হবে না? বরং সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদি জাতীয় কিছু ধরা হবে? ইজরাইল যা করছে তা কি একতরফা গণহত্যা হিসাবে যুদ্ধের সংজ্ঞায় পড়ে না? কোন গভীরতা থেকে কথাগুলো বলা হচ্ছে, আমরা বুঝে উঠতে পারছি না!

ছয়. পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলো সব দারুল আমান?

তিনি বলেছেন,

"*দারুল ইসলাম নয় তো কী? দ্বিতীয় প্রশ্ন? দারুল হারবও না; দারুল ইসলামও না, তাহলে কী জিনিস?*

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হিজরত করেন মক্কা থেকে মদীনায়, তো এই হিজরতের আগে আরেকটা হিজরত হয়েছিল। কোথায়? হাবশায়। হাবশাতে সাহাবায়ে কেরামের এক জামাতকে হিজরতে পাঠিয়েছেন। হাবশায় যে রাজা ছিলেন, তিনি মুসলিম ছিলেন, না ঈসাই? ঈসাই ছিলেন। ঈসাইদের রাষ্ট্র,

তিনিও ঈসাই। সেখানে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতে পাঠিয়েছেন। সেটা কোন্ দার ছিল? অনেকে বলেন যে এটা দারুল আমন।

কেউ তৃতীয় একটা দারের স্বীকার করেন না ফিকহের মধ্যে, কেউ স্বীকার করেন। যারা স্বীকার করেন, তারা বলেন যে, ঐ ঘটনা প্রমাণ করে যে, তৃতীয় একটা দার থাকে। সে দারটা হল, দারুল ইসলামও না, দারুল হারবও না; দারুল আমন। যেখানে যুদ্ধাবস্থা থাকে না। সেখানে ইসলামী হুকমতও নাই, আবার যুদ্ধাবস্থাও বিরাজ করে না।

আমাদের উপমহাদেশীয় আলেম শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. উনি মেশকাতের শরাহ, উনার একাধিক শরাহ আছে, ওগুলোতেও তিনি লিখেছেন, পরবর্তী যুগে অন্যান্য যারা লিখেছেন, মাওলানা তকি সাহেব হুজুরসহ অনেকেই ঐ মতের কথা বলেছেন। তো ওটার সাথে কিছু মানানসই হয়। এখন যা দারুল আমান বা এজাতীয় কোনো শব্দ এটার সাথে মানানসই হয়। দারুল হারবের তারিফ এখন আর পাওয়া যায় না। দারুল ইসলামের তারিফ যেমনভাবে পাওয়া যায় না।"

- **দলিলটি ভুল এবং উদ্ধৃতি দুটিও ভুল**

এখানে বলা হয়েছে বর্তমান বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো দারুল হারবও নয়, দারুল ইসলামও নয়; বরং তৃতীয় প্রকার দারুল আমান। প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে হাবশাকে এবং দুইজন মনীষীর উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। আমরা মনে করি দলিলটি ভুল, এবং উদ্ধৃতি দুটিও ভুল। কারণ, হাবশা দারুল খাওফের বিপরীত দারুল আমান, দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের বিপরীত নয়।

মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে ইসলামে দারুল হারবের ধারণাই সৃষ্টি হয়নি। স্বভাতই তখন পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলো দারুল ইসলাম ও দারুল হারবে বিভক্ত ছিল না; বরং তখনকার সমগ্র পৃথিবীটাই ছিল কাফেরদের অধীন এবং তা মুসলমানদের জন্য দুই ধরনের ছিল। নিরাপদ হলে দারুল আমান, অনিরাপদ হলে দারুল খাওফ। এখানে আমরা ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর বক্তব্যটি লক্ষ করতে পারি,

قال أبو حنيفة: ولاؤهم لأبي بكر رضي الله عنه، لأنه أعتقهم قبل أن يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال وقبل أن تكون مكة دار حرب. ..... وإنما افترق أمر دار الحرب في/ودار الإسلام حيث هاجر

رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالقتال وجرى حكم الإسلام في دار الإسلام. (الأصل لمحمد الشيباني، كتاب الولاء، باب العتق في دار الحرب 413/6).

"আবু হানিফা রহ. বলেন, তাদের (সুহাইব, বেলাল প্রমূখ) 'ওয়ালা'র অধিকার আবু বকর রাযি. এর প্রাপ্য। কেননা তিনি তাদেরকে আযাদ করেছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিতালের আদেশ পাওয়া এবং মক্কা দারুল হারব হওয়ার পূর্বে .....। আর দারুল হারব ও দারুল ইসলামের বিষয়টি তো পার্থক্য হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরত করা, কিতালের আদেশ পাওয়া এবং দারুল ইসলামে ইসলামি আইন-কানুন জারি হওয়ার পর।" -কিতাবুল আসল ৬/৪১৩

সুতরাং তখনকার হাবশাকে কেউ দারুল আমান বললে, তা দ্বারা একথা প্রমাণ করার চেষ্টা অনর্থক যে, তা দারুল হারবও ছিল না এবং দারুল ইসলামও ছিল না; বরং এ দু'য়ের বিপরীতে তৃতীয় প্রকার দারুল আমান ছিল।

- **এখনকার রাষ্ট্রগুলো কি মুসলিমদের জন্য হাবশার মতো নিরাপদ?**

তাছাড়া যেই হাবশার উপর বর্তমান বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোকে কেয়াস করা হচ্ছে, সেই রাষ্ট্রগুলোকে কি তিনি তৎকালীন হাবশার মতোই মুসলিমদের দ্বীন ও ঈমানের জন্য নিরাপদ মনে করেন? সংঘবদ্ধ ও রাষ্ট্রীয়ভাবে হিজাব নিষিদ্ধ করা, বোরকা নিষিদ্ধ করা, প্রকাশ্যে আযান নিষিদ্ধ করা, নামায নিষিদ্ধ করা, জিহাদ নিষিদ্ধ করা, তিন তালাক নিষিদ্ধ করা, শরীয়ার মিরাস নীতি নিষিদ্ধ করা, সন্তানের দ্বীনি প্রতিপালন নিষিদ্ধ করার মতো বিষয়গুলো কি তখনকার হাবশায় এই রাষ্ট্রগুলোর মতোই ছিল? বিভিন্ন সময় কারণে অকারণে, বানানো অজুহাতে মুসলিমদের গুম করা, হত্যা করা, বিচারের নামে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানোর মতো বিষয়গুলোও কি হাবশায় এরকমই ছিল? সর্বোপরি ইসলাম ধর্ম ও ধর্মীয় বিধি বিধান সম্পর্কে প্রকাশে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করার বিষয়গুলোও কি এই রাষ্ট্রগুলোর মতো হাবশার রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সম্পাদিত হত? বাদশা নাজ্জাশি কি নবী অবমাননায় কটূক্তিকারীকে সুরক্ষা দিয়ে যারা অপরাধীর বিচারপ্রার্থী হত তাদেরকে হত্যা করত?

- **দারুল আমান এবং দারের তৃতীয় প্রকার, এক নয়**

এখানে তিনি বলেছেন,

"দারের এই তৃতীয় প্রকার তথা দারুল আমান ফকীহদের কেউ মানেন, কেউ মানেন না। যারা মানেন, তারা হাবশার ঘটনাকে দলিল হিসেবে পেশ করেন।"

দারুল আমান এবং দারের তৃতীয় প্রকার; দুটি ভিন্ন বিষয়কে সম্ভবত এখানে মিলিয়ে ফেলা হচ্ছে। দার যে মৌলিকভাবে দুই প্রকার এবং তার বাইরে তৃতীয় কোনো প্রকার নেই, আমাদের জানামতে তাতে নির্ভরযোগ্য কোনো ফকীহ দ্বিমত করেননি। অনেকে একথার উপর ফুকাহায়ে কেরামের ইজমাও দাবি করেছেন। বিষয়টি আমারা ইতিমধ্যে আলোচনা করে এসেছি। স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য সংক্ষেপে দু'একটি উদ্ধৃতি আবারো উল্লেখ করছি।

আবু যায়েদ দাবূসি রহ. (মৃত্যু ৪৩০ হি.) বলেন,

"الأصل عندنا أن الدنيا كلها داران دار الإسلام، ودار الحرب" تأسيس النظر، ص:119، طبع دار ابن زيدون بيروت ومكتبة الكليات الأزهرية القاهرة.

"আমাদের মূলনীতি হল, সমগ্র দুনিয়া দুই দারে বিভক্ত। দারুল ইসলাম ও দারুর হরব।" -তাসিসুন নাজার: **১১৯**

আল্লামা ইবনুল মুফলিহ হাম্বলী রহ. (মৃত্যু: ৭৬৩ হি.) বলেন,

فَصْل (فِي تَحْقِيق دَار الْإِسْلَام وَدَار الْحَرْب).

فَكُلّ دَار غَلَبَ عَلَيْهَا أَحْكَام الْمُسْلِمِينَ فَدَارُ الْإِسْلَام وَإِنْ غَلَبَ عَلَيْهَا أَحْكَام الْكُفَّار فَدَارُ الْكُفْر وَلَا دَارَ لِغَيْرِهِمَا. الآداب الشرعية، ج: 1، ص: 239، المكتبة الشاملة

"দারুল ইসলাম ও দারুল হারব-এর বিশ্লেষণ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

প্রত্যেক ঐ ভূখণ্ড, যেখানে মুসলমানদের আহকাম বিজয়ী, তা দারুল ইসলাম। পক্ষান্তরে যেখানে কাফেরদের আহকাম বিজয়ী, তা দারুল কুফর। এই দুই প্রকার ব্যতীত অন্য কোনো দার নেই।" -আলআদাবুশ শরঈয়্যাহ: **১/২৩৯**

শায়খ আব্দুল্লাহ বিন সাআদ আল-ফাহাদ এক প্রশ্নোত্তরে বলেন,

ما هي أنواع الديار؟ وما أحكامها؟

الجواب: الحمد لله. أنواع الديار بشكل عام؛ داران دار إسلام، ودار كفر، وهذا التقسيم مجمع عليه بين علماء الأمة من السلف والخلف.

“দারের প্রকারগুলো কী কী? এবং সেগুলোর বিধান কী?

উত্তর: আলহামদুলিল্লাহ। দার প্রধানত দুই প্রকার। দারুল ইসলাম ও দারুল কুফর। উম্মতের সালাফ-খালাফ সকল আলেমের ইজমামতে এ বিভক্তি সাব্যস্ত।”

ড. আব্দুল আযিয বিন মাবরূক আল-আহমাদি বলেন,

المطلب الأول: "في الدليل على التقسيم من الكتاب والسنة والمأثور والإجماع، لقد دل الكتاب والسنة والمأثور والإجماع على تقسيم الأرض إلى دارين: دار إسلام، ودار كفر." اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية، ج:1، ص:301-312،

“প্রথম মাসআলা: পৃথিবী দারুল ইসলাম ও দারুল হারবে বিভক্তির স্বপক্ষে কোরআন, সুন্নাহ্, সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্য ও ইজমার দলীল প্রসঙ্গে।

কোরআন, সুন্নাহ্, সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্য ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত, পৃথিবী দারুল ইসলাম ও দারুল কুফর, এ দুই শ্রেণীর দারে বিভক্ত।” -ইখতিলাফুদ দারাইন ওয়াআসারুহ ফী আহকামিশ শরীয়াতিল ইসলামিয়্যাহ্: ১/৩০১-৩১২

- **“দারের তৃতীয় প্রকার কাদরিয়্যাদের আকিদা”**

কাজি আবু ইয়ালা হাম্বলি রহ. (মৃত্যু: ৪৫৮ হি.) বলেছেন, দার যে দুই ভাগে বিভক্ত এবং তার তৃতীয় কোনো প্রকার নেই, তাতে আহলুস সুন্নাহ ওয়ালাজামাআহ’র কারো দ্বিমত নেই; বরং একমাত্র কাদরিয়্যারাই এখানে দ্বিমত করে। তারা বলে, মুমিন কাফেরের মাঝে যেমন আরেকটি স্তর আছে, যে ব্যক্তি মুমিনও নয়, কাফেরও নয়, ঠিক তেমনি দারুল ইসলাম ও দারুল কুফরের মাঝেও আরেকটি স্তর আছে, যেটি দারুল ইসলামও নয়, দারুল কুফরও নয়।

তিনি বলেন,

وكل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الإسلام دون أحكام الكفر، فهي دار الإسلام، وكل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام فهي دار كفر، خلافا للقدرية في قولهم: إن كل دار كانت الغلبة فيها للفساق دون المسلمين ولا للكفار، فإنها ليست بدار كفر ولا دار إسلام؛ بل هي دار فسق،

وهذا بناء على أصلهم في القول بالمنزلة بين منزلتين... ولا يجوز كون مكلف ليس بمؤمن ولا كافر، وكذلك الدار أيضا لايخلو من أن تكون دار كفر أو دار إسلام. -المعتمد في أصول الدين، ص:276

"যে রাষ্ট্রে ইসলামী বিধান বিজয়ী; কুফরি বিধান নয়, তা দারুল ইসলাম। যে রাষ্ট্রে কুফুরি বিধান বিজয়ী; ইসলামী বিধান নয়, তা দারুল কুফর। পক্ষান্তরে ক্বাদরিয়্যাদের ধারণা। তারা বলে, যে রাষ্ট্রে মুসলমানও নয়; কাফেরও নয়; বরং ফাসেকরা বিজয়ী, তা দারুল কুফরও নয়; দারুল ইসলামও নয়; বরং 'দারুল ফিসক'। তাদের এ বক্তব্যের ভিত্তি মূলত, কাফের মুসলমানের মাঝে যে তৃতীয় আরেকটি স্তরের আক্বীদা তারা পোষণ করে, তার উপর প্রতিষ্ঠিত।... কিন্তু বাস্তবতা হল, একজন মুকাল্লাফের পক্ষে 'মুমিনও নয়, কাফেরও নয়', এটা যেমন অসম্ভব, তেমনি একটি রাষ্ট্রের জন্য 'দারুল ইসলামও নয়; দারুল কুফরও নয়', তাও অসম্ভব।" -আলমু'তামাদ ফিল উসূল, পৃ. ২৭৬

'ফকীহদের কেউ কেউ' বলে নিশ্চয়ই এখানে কাদরিয়্যাদের বোঝানো হয়নি। কিন্তু আদতে কাদের বক্তব্যের কথা বলা হচ্ছে সেটার উদ্ধৃতি দিলেই হয়তো কথা বলা সহজ হবে।

- **দারুল আমান কি কোনো ফকীহ অস্বীকার করেছেন?**

অপরদিকে মুফতি আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ বলেছেন "'দারুল আমান' বলতে যে একটি দার আছে সেটি কোনো কোনো ফকীহ মানেন না।" কিন্তু এমন কোনো ফকীহের নাম আমাদের জানা নেই, যিনি দারুল আমান অস্বীকার করেছেন। হযরত যদি সুনির্দিষ্ট কারো উদ্ধৃতি দিতেন, আমরা উপকৃত হতাম।

তবে একটি বিষয় পরিষ্কার যে, দারের তৃতীয় প্রকার অস্বীকার করা এবং দারুল আমান স্বীকার করার মাঝে কোনো বৈপরীত্ব নেই, যেমনটি মুফতি আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ এর বক্তব্য থেকে মনে হচ্ছে। ফুকাহায়ে কেরাম দারুল আমান মূলত দারুল ইসলাম ও দারুল কুফরের বিপরীত কোনো রাষ্ট্রের জন্য ব্যবহার করেননি। আমরা জানি 'দারুল আমান' বাক্যটির শাব্দিক অর্থ নিরাপদ রাষ্ট্র। এই শাব্দিক অর্থেই ফুকাহায়ে কেরাম মুসলমানদের জন্য নিরাপদ যে কোনো রাষ্ট্রের জন্যই দারুল

আমান ব্যবহার করেছেন, চাই তা দারুল ইসলাম হোক বা দারুল কুফর হোক কিংবা দারুল আহাদ হোক। নিচের উদ্ধৃতিগুলো একটু লক্ষ করুন।

১. দারুল ইসলামের ক্ষেত্রে দারুল আমান'র প্রয়োগ,

وَقَدْ عَدّ اللهُ تَعَالَى هَؤُلاءِ ظَالِمِينَ أَنْفُسَهُمْ بِتَرْكِهِمُ الهِجْرَةَ إلى دَارِ الأَمْنِ وَالإِسْلاَمِ. -أيسر التفاسير،لأسعد حومد:590/1

"তাদেরকে আল্লাহ নিজেদের নফসের উপর জুলমকারি সাব্যস্ত করেছেন, দারুল আমন তথা দারুল ইসলামে হিজরত না করার কারণে।" -আইসারুত তাফাসীর: ১/৫৯০

وكانت المدينة عامرة كثيرة الأموال والخيرات والناس، ويجبى إليها خراج الممالك، وهي دار الأمان وقبة الإسلام. -مختصر سيرة الرسول ص لعبد الله التميمي، ص: 544

"মদীনা ছিল তখন সম্পদ, মানুষ ও কল্যাণে ভরপুর। সকল রাজ্যের খারাজ-কর সেখানে জমা করা হত। মদীনা ছিল দারুল আমান ও ইসলামের প্রধান অঙ্গন।" -মুখতাসারু সীরাতির রাসূল: ৫৪৪

و الواجب الفرار من دار غلب عليها أهل الشرك و الخسران ، إلى دار الأمن و [الإيمان] (3) ، و لذلك قوبلوا في الجواب عند الاعتذار بقوله : { أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ واسِعَةً } [إلخ] (4) . [النساء : 97] -أسنى المطالب ابو العباس الونشريسي المتوفي 834 هـ.، ص:70

"যেই রাষ্ট্রে মুশরিক ও অনিষ্ট সাধনকারীদের বিজয় হয় সেখান থেকে দারুল আমন তথা দারুল ঈমানে পলায়ন করা ওয়াজিব।..." -আসনাল মাতালিব: ৭০

وَالْوَاجِبُ الْفِرَارُ مِنْ دَارٍ غَلَبَ عَلَيْهَا أَهْلُ الشِّرْكِ وَالْخُسْرَانِ إِلَى دَارِ الْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَلِذَلِكَ قُوبِلُوا فِي الْجَوَابِ عِنْدَ الِاعْتِذَارِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا }. -فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك:470/2

"যেই রাষ্ট্রে মুশরিক ও অনিষ্ট সাধনকারীদের বিজয় হয় সেখান থেকে দারুল আমন তথা দারুল ঈমানে পলায়ন করা ওয়াজিব।..." -ফাতহুল আলিয়্যিল মালিক ফিল ফাতওয়া আলা মাযহাবিল ইমামি মালিক: ২/৪৭০

২. নিরাপদ দারুল কুফরের ক্ষেত্রে দারুল আমান'র প্রয়োগ,

والهجرة ... وقعت في الإسلام على وجهين الأول الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن كما في هجرتي الحبشه وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة الثاني الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان وذلك بعد أن استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين. -فتح الباري:28/1

"ইসলামে হিজরত দ'রকম হয়েছে। প্রথমত দারুল খাওফ থেকে দারুল আম্নে। যেমন হাবশার দুই হিজরত এবং মক্কা থেকে মদীনায় প্রথম হিজরত। দ্বিতীয়ত দারুল কুফর থেকে দারুল ঈমানে হিজরত। এটা ছিল মদীনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থিতি লাভের পর সামর্থ্যবান মুসলিমদের সেখানে হিজরত।" -ফাতহুল বারী: ১/২৮

ইবনে হাজার রহ.-র উক্ত বক্তব্যটি অসংখ্য উলামায়ে কেরাম থেকেই পাওয়া যায়, যেখানে তাঁরা নিরাপদ দারুল কুফরকে দারুল আমান বলেছেন, কেউ তাঁর উদ্ধৃতি দিয়েছেন কেউ দেননি। সামনে এক প্রসঙ্গে আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. থেকেও কথাটি আমরা উদ্ধৃত করব।

- ومن جهة أمن المسلم على نفسه فيها، تنقسم دار الكفر إلى:

أ - دار الأمن: وهى التي يأمن المسلم فيها على نفسه، مثل الحبشة في صدر الإسلام لما هاجر إليها الصحابة فراراً من بطش كفار مكة.

ب - دار الفتنة: وهى التي لايأمن المسلم فيها على نفسه، مثل مكة في صدر الإسلام، ومثل معظم ديار الردة اليوم. - الجامع في طلب العلم الشريف:124/8

"মুসলিমদের নিরাপত্তা বিবেচনায় দারুল কুফর দুই প্রকার। ক. দারুল আমন। দারুল আমন এমন দারুল কুফর, যেখানে মুসলিমের জান নিরাপদ। যেমন ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগে হাবশা। যখন সাহাবায়ে কেরাম মক্কার কাফেরদের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য সেখানে হিজরত করেছিলেন। খ. দারুল ফিতনা। দারুল ফিতনা এমন দারুল কুফর, যেখানে মুসলিমের জান নিরাপদ নয়। যেমন ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগে মক্কা এবং বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মুরতাদ রাষ্ট্র।" -আলজামি' ফি তালাবিল ইলমিশ শরীফ: ৮/১২৪

উল্লেখ্য, অন্যরা যেটাকে দারুল খাওফ বলেছেন সেটাকেই তিনি দারুল ফিতনা বলছেন। দু'টির অর্থ ও উদ্দেশ্যই এক।

৩. ‘দারুল আহাদ’র ক্ষেত্রে ‘দারুল আমান’র প্রয়োগ

স্বভাতই যে দারুল হারবের সঙ্গে দরুল ইসলামের চুক্তির ভিত্তিতে তা দারুল আহাদ, দারুল মুআহাদা বা দারুল মুয়াদাআহ, তাতেও যেহেতু মুসলিমরা নিরাপদ, তো তাকেও দারুল আমান বলা যেতে পারে। যেমন ইমাম শাফেই রহ. বলেছেনও। তিনি বলেছেন,

وتمنع الدار من الغارة إذا كانت دار إسلام أو دار أمان بعقد يعقد عقده المسلمون لا يكون لأحد أن يغير عليها. –الأم، دار المعرفة، بيروت: 369/7

“কোনো রাষ্ট্র যখন দারুল ইসলাম হয়, কিংবা দারুল আমান হয়, যার সঙ্গে মুসলিমরা চুক্তি করেছে, তখন সেখানে আক্রমণ নিষিদ্ধ হয়। কারো জন্য সেখানে আক্রমণ করার অধিকার থাকে না।” -আলউম্ম: ৭/৩৬৯

যদিও সাধারণভাবে ফুকাহায়ে কেরাম এ ক্ষেত্রে ‘দারুল আমান’র পরিবর্তে ‘দারুল আহাদ’, ‘দারুল মুআহাদা’ বা ‘দারুল মুয়াদাআহ’ ইত্যাদিই ব্যবহার করে থাকেন; ‘দারুল আমান’ সাধারণত ব্যবহার করেন না। তবে শব্দ যাই প্রয়োগ করা হোক না কেন, এখানে আমাদেরকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

যদিও সাধারণভাবে ফুকাহায়ে কেরাম এ ক্ষেত্রে ‘দারুল আমান’র পরিবর্তে ‘দারুল আহাদ’, ‘দারুল মুআহাদা’ বা ‘দারুল মুয়াদাআহ’ ইত্যাদিই ব্যবহার করে থাকেন; ‘দারুল আমান’ সাধারণত ব্যবহার করেন না। তবে শব্দ যাই প্রয়োগ করা হোক না কেন, এখানে আমাদেরকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

- **দারুল আহাদ দারুল হারবেরই একটি প্রকার**

  প্রথমত যে বিষয়টি আমাদের মনে রাখতে হবে, তা হল দারুল ইসলামের সঙ্গে চুক্তির ভিত্তিতে যে রাষ্ট্রটি মুসলিমদের জন্য দারুল আমান বিবেচিত হবে, যাকে ফুকাহায়ে কেরাম সাধারণত দারুল আহাদ বলেন, সেটিও মূলত দারুল কুফর বা দারুল হারবেরই একটি প্রকার। চুক্তিবদ্ধ কিছু বিষয় বাদে সব বিষয়ে সেই রাষ্ট্রটির উপর দারুল হারবের বিধানই প্রযোজ্য। সুতরাং মুফতি আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহর একথা গ্রহণযোগ্য নয় যে, বর্তমান বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো দারুল আমান, দারুল হারব নয়।

ফুকাহায়ে কেরামের অনেকে সুস্পষ্ট করেই বলেছেন, চুক্তিবদ্ধ হওয়া কাফেরদের রাষ্ট্রটি যদিও আমনের আওতায় আসে, কিন্তু তা দারুল হারব থেকে বের হয়ে যায় না; বরং দারুল হারব হিসেবেই বহাল থাকে। এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি উদ্ধৃতি দেখে নিন।

لأنهم بالموادعة ما خرجوا من أن يكونوا أهل حرب حين لم ينقادوا لحكم الإسلام .....

لأنهم أهل حرب وإن كانوا موادعين. (المبسوط للسرخسي، كتاب السير، باب صلح الملوك والموادعة 88/10).

"কারণ তারা (হারবীরা) যেহেতু ইসলামি আইনের বশ্যতা স্বীকার করেনি, সুতরাং শুধু চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ায় আহলে হারব থেকে বিয়োজিত হয়নি.....। কেননা তারা আহলে হারব, যদিও তারা চুক্তিতে আবদ্ধ।" -মাবসুতে সারাখসি ১০/৮৮

فإن دار الموادعين دار الحرب، لا يجري فيها حكم المسلمين. -شرح السير الكبير للسرخسي، باب -173-: باب ما يجب على المسلمين نصرتهم وما لا يكون فيئاً إذا أخذ من دارنا أو من غيرها 132/5.

"দারুল মুওয়াদিয়িন' তথা চুক্তিবদ্ধদের দারও দারুল হারব। কারণ তাতে মুসলমানদের আইন-কানুন জারি হয় না।" -শারহুস সিয়ারিল কাবির ৫/১৩২

ودخول المسلم والذمي دار الموادعة بمنزلة دخولهما دار الحرب ليس بين أهلها وبين المسلمين موادعة سواء؛ لأنه لم تصر دار الإسلام بتلك الموادعة؛ لعدم جريان حكم الإسلام. (شرح كتاب السير الكبير للسرخسي، باب -205-: باب عشور أهل الحرب والمسلمين وأهل الذمة 292/5).

"মুসলিম ও 'যিম্মি'র 'দারুল মুওয়াদাআহ' তথা চুক্তিবদ্ধ অঞ্চলে প্রবেশ করা এবং দারুল হারবে, যার অধিবাসী ও মুসলমানদের মাঝে কোনো চুক্তি নেই; তাতে প্রবেশ করার হুকুম একই। কারণ তাতে ইসলামের আইন-কানুন জারি না হওয়ায় শুধু ওই চুক্তির মাধ্যমে তা দারুল ইসলামে পরিণত হয়নি।" -শারহুস সিয়ারিল কাবির ৫/২৯২

স্মর্তব্য যে, দারুল হারব মানেই যুদ্ধাবস্থায় থাকা জরুরি নয়, যেমনটি মুফতি আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ মনে করছেন। দারুল হারব সম্পর্কে এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা, যে বিষয়ে তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহসহ পূর্বের ফকীহরাও সতর্ক

করেছেন। বরং মৌলিকভাবে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ বিধিত হওয়াই দারুল হারব হওয়ার জন্য যথেষ্ট। এবিষয়টিও আমার পেছনে আলোচনা করেছি আলহামদুলিল্লাহ।

- **বর্তমান বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো দারুল আহাদ হওয়ার সুযোগ আছে কি?**

  দ্বিতীয় যে বিষয়টি আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, তা হল একটি দারুল হারব বা দারুল কুফর যে কারো সঙ্গে যে কোনোভাবে চুক্তিবদ্ধ হলেই তা দারুল আহাদ হয়ে যায় না। বরং চুক্তির ভিত্তিতে দারুল আহাদে পরিণত হওয়ার জন্য শরীয়তে সুনির্দিষ্ট কিছু শর্ত ও নীতিমালা রয়েছে। ফুকাহায়ে কেরাম এখানে কোরআন সুন্নাহর আলোকে বিভিন্ন শর্ত উল্লেখ করেছেন। যেমন চুক্তিটি ইমামুল মুসলিমিন কিংবা তার প্রতিনিধি কর্তৃক সম্পাদিত হতে হবে। চুক্তিটি মুসলমানদের অনুকূলে হতে হবে। চুক্তিটি মেয়াদভিত্তিক হতে হবে; অনির্দিষ্টকালের জন্য হলে হবে না। যেই চুক্তিতে এসব শর্ত বিদ্যমান থাকবে না, তার মাধ্যমে কোনো রাষ্ট্র দারুল আহাদ হওয়ার সুযোগ নেই। সুতরাং এই আলোকে বিচার করলে বর্তমান জাতিসংঘের অধীন রাষ্ট্রগুলোর চুক্তি গ্রহণযোগ্য হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কারণ এই চুক্তিগুলোর অধিকাংশই কাফেরদের অনুকূলে, স্থায়ী চুক্তি এবং কাফের ও মুরতাদ শাসকদের সম্পাদিত চুক্তি, মুসলমানদের উপর যাদের কর্তৃত্বের কোনো অধিকার নেই। বিষয়টির প্রতি আমরা এখানে খুবই সংক্ষেপে ইশারা করলাম শুধু। যারা জানতে চান ফিকহের কিতাবে 'মুয়াদাআহ' অধ্যায় দেখলেই আশা করি বিষয়গুলো পরিষ্কার হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

- **আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. থেকে আমরা এমন কথা পাইনি**

এখানে মুফতি আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ.-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর এমন কোনো বক্তব্য আমরা খুঁজে পাইনি, যেখানে তিনি দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের মোকাবেলায় দারের তৃতীয় আরেক প্রকারের কথা বলেছেন। বরং যা পেয়েছি, তাতে তিনি দারুল কুফরের এক প্রকারকেই দারুল আমন বলেছেন। তিনি মূলত হিজরতের প্রকার সম্পর্কে একটু আগে আমরা ইবনে

হাজার রহ. থেকে যে বক্তব্যটি উদ্ধৃত করেছি, সে কথাটিই বলেছেন। দেহলভী রহ.এর দুই কিতাবে একই বক্তব্য রয়েছে। বক্তব্যগুলো লক্ষ করুন,

وقد وقعت الهجرة في الإسلام على وجهين:

الأول: الانتقال عن دار الخوف إلى دار الأمن، كما في هجرة الحبشة التي وقعت في ابتداء الإسلام، هاجر إليها بعض الصحابة، وكان الهجرة من مكة إلى المدينة من بعض الصحابة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم واستقرار أمر الإسلام.

والثاني: انتقالك من دار الكفر إلى دار الإسلام، وذلك بعد استقراره صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهجرة المسلمين إليها من مكة وغيرها. لمعات التنقيح، ج:1، ص:184

وهجرت در اسلام بر دو وجه واقع شده، اول انتقال از دار خوف بدار امان، چنانكه بعض در ابتدائے اسلام بحبشه هجرت كردند تا از خوف شر وفساد مشركان مكه در امان باشند، وچنانكه بعض از مكه بمدينة رفتند پيش از هجرت رسول صلى الله عليه وسلم واستقرار امر اسلام، وثاني انتقال از دار كفر بدار اسلام، واين بعد از تمكن واستقرار آنحضرت صلى الله عليه وسلم بود در مدينة وهجرت نمودن مسلمانان از مكه وغير آن بمدينة بود۔ اشعة اللمعات، ج:1، ص:20 طبع.... تحت حديث انما الأعمال بالنيات.

“ইসলামে দু’ কারণে হিজরত হয়েছে। একটি হল, দারুল খাওফ (অনিরাপদ জায়গা) থেকে দারুল আমনে (নিরাপদ জায়গায়)। যেমন ইসলামের প্রথম যুগে মক্কার মুশরিকদের জুলুম অত্যাচার থেকে নিরাপত্তা লাভের জন্য কিছু সাহাবায়ে কেরাম হাবাশায় হিজরত করেছিলেন। এমনিভাবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরত এবং ইসলামের স্থিতি লাভের পূর্বে কিছু সাহাবি মদীনায় হিজরত করেছিলেন। হিজরতের দ্বিতীয় প্রকার হল, দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলামে হিজরত। তা হয়েছিল মদীনায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মক্কা ও অন্যান্য স্থান থেকে মুসলমানদের মদীনায় হিজরতের মাধ্যমে।”

উদ্ধৃতিগুলো থেকে দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার, দেহলভী রহ. এখানে দারকে তিন ভাগে বিভক্ত করে, দারুল ইসলাম, দারুল হারব ও দারুল আমান সাব্যস্ত করেননি। বরং এখানে তিনি সেই কথাই বলেছেন, যা ইবনে হাজার রহ. বলেছেন এবং আমাদের উদ্ধৃত ইমাম আবু হানিফা রহ.-র বক্তব্যেও যার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ ইসলামের প্রাক্কালে যখন দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের অস্তিত্বই লাভ করেনি,

তখন হিজরত হয়েছে দারুল খাওফ থেকে দারুল আমনে। আর যখন দারুল ইসলাম ও দারুল হারব অস্তিত্ব লাভ করেছে, তখন হিজরত হয়েছে দারুল হারব থেকে দারুল ইসলামে। এর বাইরে যদি দেহলভী রহ. দারুল আমান সম্পর্কে মুফতি সাহেবের মতের পক্ষে কিছু বলে থাকেন, তাহলে তাঁকে সেটার উদ্ধৃতি দিতে হবে। আমরা এমন কিছু খুঁজে পাইনি।

- **তাকি উসমানি হাফিযাহুল্লাহও দেহলভী রহ.'র বক্তব্য এভাবেই বুঝেছেন**

তাকি উসামানি হাফিজাহুল্লাহ দেহলভি রহ.-এর উক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করার পর লিখেন,

کي دو قسمیں بیان اس طرح حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دار الکفر یا دار الحرب فرما دي ھیں، اور ایک کو دار الخوف اور دوسري کو دار الامن قرار دیا ھے۔ اسلام اور سیاي نظریات، ص:329

"এভাবে হযরত শাহ ছাহেব রহ. দারুল কুফর বা দারুল হারবকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। একটিকে 'দারুল খাওফ' তথা মুসলমানদের জন্য অনিরাপদ অমুসলিম রাষ্ট্র এবং অপরটিকে 'দারুল আমান' তথা নিরাপদ অমুসলিম রাষ্ট্র আখ্যায়িত করেছেন।"

তাকি উসমানি হাফিযাহুল্লাহু'র বক্তব্য থেকেও পরিষ্কার, দেহলভী রহ.এর উপরোক্ত বক্তব্য থেকে আমরা যা বুঝেছি, তিনিও তাই বুঝেছেন। অর্থাৎ দেহলভী রহ. দারল হারব বা দারুল কুফরকে দুই প্রকারে বিভক্ত করে তার এক প্রকার বলেছেন দারুল আমান, যার অনিবার্য অর্থই হল, দারুল আমানটাও মূলত দারুল দারুল কুফর, যেমনটি সকল ফুকাহায়ে কেরামও বলেছেন। কিন্তু সেখান থেকে মুফতি আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ কিভাবে বের করলেন যে, দেহলভী রহ. দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের বিপরীতে তৃতীয় প্রকার দারুল আমনের কথা বলেছেন, তা বোধগম্য নয়।

- **তাকি উসমানি হাফিযাহুল্লাহ থেকেও এমন কথা পাইনি**

মুফতি আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ এখানে তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহ'র উদ্ধৃতিও দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর কাছ থেকেও আমরা এমন কিছু পাইনি, যেখানে তিনি বলেছেন, দারুল আমান হল দারুল ইসলাম ও দারুল কুফর বা দারুল হারবের বিপরীত তৃতীয় প্রকার। বরং পেয়েছি তার উল্টো। তিনিও স্পষ্ট করে বলেছেন দারুল আমান দারুল কুফুরেরই এক প্রকার। তাঁর পরিষ্কার বক্তব্য লক্ষ করুন,

دار الكفر كي دو قسميں

البتہ یہ بات یاد رکھني چاہئے کہ اکثر و بیشتر فقہاء کرام دار الکفر کو دار الحرب کے نام سے ذکر کرتے ھیں، جس سے بعض اوقات یہ غلط فہمي ھو جاتي ھے کہ جس ملک پر بھي غیر مسلموں کا تسلط ھو اور اس پر انھي کے احکام چلتے ھوں، وہ دار الاسلام سے ھر وقت جنگ کي حالت میں ھوتے ھیں، کیونکہ "حرب" کے معنی ھي جنگ کے ھیں، لیکن حقیقت یہ ھے کہ فقہاء کرام بکثرت "دار الحرب" کا لفظ دار الکفر کے معنی میں استعمال فرماتے ھیں، اور اس ملک پر بھي اسکا اطلاق کر دیا جاتا ھے جو دار الاسلام کے ساتھ حالت جنگ میں نہ ھو، بلکہ اسکے ساتھ صلح کا معاھدہ ھو، یا مسلمان وھاں امن وامان کے ساتھ رھتے ھوں، ورنہ در حقیقت دار الکفر کي دو قسمیں ھیں، ایک وہ دار الکفر جس کے ساتھ کوئي صلح کا معاھدہ نہ ھو اور نہ وھاں مسلمانوں کو امن کے ساتھ اپنے دیني شعائر قائم کرنے کي اجازت ھو، ایسا دار الکفر ھي ٹھیٹھ لفظي معنی میں "دار الحرب" ھوتا ھے، وھاں جو مسلمان رھتے ھوں انکے ذمے واجب ھے کہ وھاں سے کسي ایسي جگہ ھجرت کر جائیں جو یا تو دار الاسلام ھو یا ایسا ملک ھو جھاں وہ کم از کم اپنے دیني احکام پر امن کے ساتھ عمل کر سکیں۔

اور دار الکفر کي دوسري قسم وہ ھے جھاں اگرچہ حکومت تو غیر مسلموں کي ھے لیکن وھاں مسلمان اپنے دیني شعائر قائم رکھنے میں آزاد ھوں، اور حکومت کي طرف سے ان پر اپنے دیني احکام پر عمل کرنے میں کوئي رکاوٹ نہ ھو۔ ایسي جگہ کو دار الامن کھا جاتا ھے۔ ابتداء اسلام میں اسکي مثال حبشہ تھا، مکہ مکرمہ میں چونکہ دین پر عمل کرنے والوں کو طرح طرح کي تکلیفیں دي جارھي تھیں اس لئے بہت صحابۂ کرام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایماء پر مکہ مکرمہ سے حبشہ ھجرت کر گئے تھے، حالانکہ اس وقت حبشہ پر بھي غیر مسلموں کي حکومت تھي، اور اس لحاظ سے وہ دار الکفر تھا، لیکن چونکہ مسلمانوں کو وھاں اپنے دین پر عمل کرنے کي اجازت تھي اسلئے وہ ساتھ ساتھ دار الامن بھي تھا۔ اسلام اور سیاسي نظریات، ص:327-328

“দারুল কুফরের দুই প্রকার

প্রকৃতপক্ষে দারুল কুফর বা কাফের রাষ্ট্র দুই প্রকার। এক প্রকার এমন কাফের রাষ্ট্র, যাদের সঙ্গে মুসলমানদের কোনো সন্ধিও নেই এবং সেখানে নিরাপদে তাদের দ্বীনি শেয়ার তথা নিদর্শন পর্যায়ের বিধানগুলো প্রতিষ্ঠিত করারও অনুমতি নেই। এমন দারুল কুফর আক্ষরিক অর্থেই দারুল হারব। সেখানকার মুসলমানদের উপর কোনো দারুল ইসলামে, না হয় অন্তত এমন কোনো জায়গায় হিজরত করা ফরজ, যেখানে তারা নিরাপদে শরীয়তের বিধি বিধান পালন করতে পারবে।

দ্বিতীয় প্রকার দারুল কুফর হল, যেখানকার কর্তৃত্ব অমুসলিমদের হাতে, কিন্তু মুসলমানরা সেখানে তাদের দ্বীনি শেয়ারগুলো প্রতিষ্ঠিত রাখার ক্ষেত্রে স্বাধীন। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে মুসলমানদের দ্বীন পালনে কোনো প্রকার বাধা নেই। এমন দারুল কুফরকে ‘দারুল আমান’ বলা হয়। ইসলামের প্রথম যুগে এর দৃষ্টান্ত ছিল হাবশা (বর্তমান ইথিওপিয়া)। মক্কা মুকাররামায় যখন দ্বীন পালনকারীদের উপর বিভিন্ন প্রকার নির্যাতন করা হচ্ছিল, তখন অনেক সাহাবি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইশারায় হাবাশায় হিজরত করে চলে গেছেন। অথচ তখন হাবশাও অমুসলিম রাষ্ট্র ছিল এবং দারুল কুফর ছিল। কিন্তু সেখানে যেহেতু মুসলমানদের দ্বীন পালনে কোনো বাধা ছিল না, এজন্য তা দারুল আমানও ছিল।”
-ইসলাম আওর সিয়াসি নযরিয়াত: পৃ. ৩২৭-৩২৮

এরপর তিনি তার কথার সমর্থনে হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ.-র বক্তব্যটি উদ্ধৃত করেন, যেটি আমরা একটু আগে উদ্ধৃত করেছি।

কিন্তু তাকি উসমানি সাহেব দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের বিপরীতে তৃতীয় আরেকটা দার হিসেবে দারুল আমনের কথা বলার ব্যাপারে মুফতি আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ যা বলেছেন, তা আমরা খুঁজে পেতে ব্যার্থ হলাম। অবশ্য মুফতি আব্দুল্লাহ সাহেবের বক্তব্যের ব্যাখ্যাদাতা তরুন মাওলানার দাবি অন্যরকম। তার মতে তাকি উসমানি সাহেব নাকি বর্তমান মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে দারুল ইসলাম বলেছেন; দারুল আমান নয়। আমরা কার কথা বিশ্বাস করব? এমন কথা তাকি সাহেব কোথাও বলে থাকলে তারা উভয়ই যদি মেহেরবানি করে সেই উদ্ধৃতিটা দিয়ে দিতেন, আমরা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচল থেকে মুক্তি পেতাম!

সাত. ধর্মীয় স্বাধীনতা দেয়া থাকলে দারুল হারব হয় না!

শাগরিদের ভাষায়,

"আবুল হাসান আব্দুল্লাহ সাহেবকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম হুজুর! সংবিধানে তো শুরুতে বিভিন্ন কথা লেখা আছে, এগুলোর আলোকে দারুল কুফর বলা যায় কি না? হুজুর বললেন না, এগুলোর আলোকে দারুল কুফর বলা যায় না। কেননা সংবিধানে ইসলাম অনুযায়ী ধর্মীয় স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে (শাগরিদের ভিডিও বক্তব্যে হুবহু এরকমই আছে)। যেখানে ধর্মীয় স্বাধীনতা দেয়া হয়, সেটি দারুল কুফর হয় না।"

কী অদ্ভুত কথা! শতভাগ কুফরি গণতান্ত্রিক একটা রাষ্ট্র। সংসদ, সংবিধান, আইন আদালত সব গণতান্ত্রিক কুফরি আইনের অনুগামী। আইনের ধারক বাহক রক্ষক বাস্তবায়ক প্রহরী সবাই গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলছে, আমাদের সব গণতান্ত্রিক। তাদের পরিষ্কার বক্তব্য, শরীয়া আইনে আমরা বিশ্বাস করি না। ধর্মের কালো ছায়া সংবিধানে যতটুকু আছে, তাও মুছে ফেলা হবে। রাষ্ট্রে ধর্ম অচল। ধর্ম ব্যক্তিগত বিষয়। এই সবগুলো ধর্মহীনতা বাস্তবায়নের জন্য আইন করে যে ধর্মীয় স্বাধীনতা দেয়া হল, সেটাই নাকি 'ইসলামী ধর্মীয় স্বাধীনতা' এবং একারণেই তা দারুল কুফর নয়। নাউযুবিল্লাহ!

- **শায়খ শানক্বিতির প্রতিক্রিয়া**

এধরণের অপপ্রলাপ শুনেই সম্ভবত শায়খ শানক্বিতি রহ. তাফসীরে 'আদওয়াউল বায়ানে' আক্ষেপ করে বলেছেন,

وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور: أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم، أنه لا اهـ.يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته، وأعماه عن نور الوحي مثلهم

"এ সকল আসমানী দলিল-প্রমাণ দ্বারা একেবারেই সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়, যারা সেই মানবরচিত কানূনের অনুসরণ করে, যা শয়তান তার বন্ধুদের মাধ্যমে প্রণয়ন করেছে, যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূলদের মাধ্যমে যে বিধান দিয়েছেন তার বিপরীত, তাদের কাফের ও মুশরিক হওয়ার ব্যাপারে শুধু সে ব্যক্তিই সন্দেহ করতে পারে, আল্লাহ যার অর্ন্তদৃষ্টি নিভিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের মতো তাকেও

ওহীর নূর থেকে অন্ধ করে দিয়েছেন।" -তাফসীরে আদওয়াউল বায়ান, খ-: ৩, পৃষ্ঠা: ২৫৯

কিন্তু প্রকৃত রহস্য যাদের সামনে পরিষ্কার নয়, তাদের কাছে আল্লামা শানক্বিতিদের কথাগুলো বাড়াবাড়ি মনে হয়।

- **শায়খ যাহিদ কাওছারি রহ.-এর প্রতিক্রিয়া**

যাহিদ কাউসারি রহ.-র মতো অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি, যারা ঈমান-কুফুরের হাকিকত বুঝতেন, তাদের গায়রত ও আত্মমর্যাদা বহু আগেই মিশরে যখন ধর্মকে রাষ্ট্র ও সংবিধান থেকে বিচ্ছিন করার রব উঠেছিল, চিৎকার করে বলে গিয়েছেন,

وأما الساكت من أهل الشأن عن تأييد الحق في مثل تلك الكارثة فإنما هو شيطان أخرس وردء لأهل الردة. اهـ

"এই কঠিন বিপর্যয়ে নেতৃস্থানীয়দের যারা সত্যকে সাহায্য না করে নীরবতা অবলম্বন করবে, তারা তো বোবা শয়তান এবং মুরতাদদের সহায়ক।" -মাক্বালাতুল কাউছারী, অধ্যায়: হুকমু মুহাওয়লাতি ফাসলিদ দ্বীনি আনিদ দাওলাহ্, পৃষ্ঠা: ২৭৮-২৭৯

কিন্তু আমাদের অনেকের কাছেই এগুলো বরাবরই কঠোরতা ও কট্টরপন্থা মনে হয়েছে এবং হচ্ছে।

আরো আফসোসের বিষয় হচ্ছে, আমরা এমন কঠিন প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয়েছি যে, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার যেই বিষক্রিয়ার ভয়াবহতা আমাদের পূর্বসূরীরা আগে থেকেই এভাবে অনুভব করেছেন, সেই বিষক্রিয়ায় যখন আমরা ধুঁকে ধুঁকে মরছি, তখনও আমরা তার প্রাথমিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াগুলো পর্যন্ত অনুভব করতে ব্যার্থ হচ্ছি। গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার জাতীয় নেশায় এতটাই মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছি যে, যখন তার বিষক্রিয়ায় আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত, তখনও মাদকাসক্তের মতো বাঁচার জন্য একটু 'মদ মদ' করে আহাজারি করছি! হেদায়াত একমাত্র তাঁরই হাতে। কুফরি গণতন্ত্রের পক্ষে ওকালতি করা থেকে আল্লাহ প্রত্যেক মুমিনকে হেফাজত করুন।

আট. সংবিধানের ‘কোনা কানি’ থেকে একটি কথা এনে দারুল হারব সাব্যস্ত করা যায় না!

শাগরিদের ভাষায়,

“পরে উনি (মুফতি আব্দুল্লাহ সাহেব) বলেছেন যে, কোনা কানি থেকে নিয়ে এসে একটি জিনিসকে সাব্যস্ত করা যায় না, এটা দারুল কুফর। যেমন সুদের মাসআলা হুজুর বলেছেন যে, সুদ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। ব্যাংকে সুদ, মানুষ ফ্যাক্টরি করছে ওখানেও সুদের কারবার এখানে ওখানে সুদের কারবার। তো আমরা সুদের মধ্যে ঢুকে যাইনি। কোনো জায়গায় সুদ হয়েছে, তাতে তারা সম্পৃক্ত। আমরা সুদের মধ্যে সম্পৃক্ত না। যতক্ষণ আমি নিজেই সুদের মধ্যে সম্পৃক্ত হব না, ততক্ষণ আমার মধ্যে সুদ ঢুকেছে আমি বলব না। এটা বলা যায় না। সুতরাং কোথাও কোনো বক্তব্য লেখা আছে, সেই বক্তব্যের আলোকে পুরা রাষ্ট্রকেই দারুল কুফর বলা ঠিক নয়।”

- **সংবিধানের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের বিধান নির্ণয় করা যাবে না?**

ইসলামী রাষ্ট্র ও খেলাফতের বিরোধিতার জন্য কেউ বলছেন জমিনের গায়ে কালিমা লেখার জন্য ইসলাম আসেনি। রাজনীতি, খানকাহ, দাওয়াহ ও শিক্ষাঙ্গনের বড় একটি অংশ তাদের কথায় ও কর্মে ইসলামকে মুসলিমদের জীবনের অধিকাংশ অঙ্গন থেকে ঝাঁটিয়ে মসজিদ মাদরাসার চার দেয়ালে সীমবদ্ধ করে একটি বৈরাগী ধর্মে রূপান্তরিত করেছেন।

আবার নিজেদেরকে ধর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য যামানার ‘রাবেয়া বসরি’রা সেই ‘যমিনের গা’ থেকে ধর্মের কালোছায়া মুছে ফেলার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছেন!

এখন ইলম ও উলামায়ে কেরামের বরেণ্য প্রতিনিধিরা বলছেন, রাষ্ট্রের একমাত্র মত ও পথ সংবিধানের মূলনীতিতে থাকা বিষয়গুলো দিয়ে রাষ্ট্রের বিধান নির্ণয় করা যাবে না। এগুলো নাকি ‘কোনা কানির কথা’!

যেই মুত্তাফাক আলাইহি ও সর্বসম্মত কুফরিগুলো সংবিধানের প্রস্তাবনায় আছে, সংবিধানের মূলনীতিতে আছে, সংবিধানের ছত্রে ছত্রে বিস্তৃত, সেগুলোকে কি আদৌ সংবিধানের ‘কোনা কানির কথা’ বলা যায়? যেই কুফরগুলো সম্পর্কে সংবিধানেই বলা আছে, “প্রথম ভাগের সব অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় ভাগের সব অনুচ্ছেদ... সংবিধানের

অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদগুলোর নিয়মকানুন সংযোজন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ কিংবা অন্য কোনো উপায়ে সংশোধন করা যাবে না" সেগুলো কিভাবে 'কোনা কানির কথা' হতে পারে?

- **সেই 'কোনা কানির কথা'র কারণেই আবার দারুল হারব বলা যাবে না?**

আবার বলা হচ্ছে, সব ধর্ম ও সব ধার্মিককে সমমর্যাদা দেয়ার বিষয়টি আধুনিক রাষ্ট্রগুলোর সংবিধানে থাকার কারণে সেগুলোকে দারুল হারব বলা যাবে না। কারণ ইসলামী ধর্মীয় স্বাধীনতার আইন। ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজিম। ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়টা কিভাবে সংবিধানের বুকের উপর চলে এল, আর কুফরিগুলো কিভাবে 'কোনা কানি'তে চলে গেল বুঝলাম না। এখানে আসলে কোন মূলনীতির অধীনে শ্রেণিবিভাগ হচ্ছে, সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে? একটু খুলে না বললে আমাদের পক্ষে বুঝা মুশকিল হয়ে যাচ্ছে।

- **সুদের সাথে কেয়াস?**

বিষয়টির কেয়াস করা হয়েছে সুদের বর্তমান অবস্থার উপর। কেয়াসটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। ব্যাপরটা কি এমন যে, সুদ সমগ্র জগতকে গ্রাস করলেও আমি যেহেতু সুদি লেনদেনে সম্পৃক্ত না, সুতরাং আমাকে যেমন সুদখোর বলা যাবে না বা সুদের দায়ে অভিযুক্ত করা যাবে না, ঠিক তেমনি সংবিধানের সর্বাঙ্গে কুফুর শিরিক ছড়িয়ে থাকলেও রাষ্ট্র বেচারা জড়পদার্থ কিংবা নির্জীব সত্ত্বা যতক্ষণ কুফুর শিরিক না করবে ততক্ষণ তাকেও কুফুরের দায়ে অভিযুক্ত করে দারুল হারব বলা যাবে না? আমার মোটা মাথায় তো কেয়াসের আর কোনো সূত্র খুঁজে পাচ্ছি না।

তথাপি একটি প্রশ্ন এখানে উদয় হতে পারে -

যারা সুদ খেয়েছে, তারা কি সুদের মধ্যে ঢুকেছে?

মুফতি আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ বলেছেন, সবাই সুদ খেলেও উনি যেহেতু সুদ খান না, অতএব তিনি সুদের মধ্যে ঢুকে যাননি।

জানার বিষয় হচ্ছে, আল্লাহর ওয়াস্তে একটু বলুন, যারা সুদ খেয়েছে তারা সুদের মধ্যে ঢুকেছে কি না? যারা সুদের বৈধতা দিয়েছে তারা বৈধতা দানকারীদের মধ্যে

ঢুকেছে কি না? যে সংবিধান সুদকে বৈধতা দিয়েছে সে সংবিধান সুদকে বৈধতা দানকারীর মধ্যে ঢুকেছে কি না? যে সংবিধান কুফরী আইনের বৈধতা দিয়েছে সে সংবিধান কুফরী আইনের বৈধতা দানকারী কি না?

আমরা তো আপনাকে নিয়ে পেরেশান নই। আমরা সংবিধানের কথাই তো বলছি।

না কি এখানে কথার মূল উদ্দেশ্য হল, সুদকে বৈধতা দেয়ার জন্য এবং এ ধরনের আরো কুফুরী আইনগুলোর বৈধতা দেয়ার জন্য অল্প স্বল্প কিছু শব্দ-বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে, যা সংবিধানের কোন এক 'কোনা কানিতে পড়ে আছে'। আর এত অল্প স্বল্প শব্দের ভিত্তিতে পুরা একটা সংবিধানকে দায়ী করা যায় না?

অথবা এমন বুঝানো হচ্ছে কি না যে -

গোটা সংবিধানটাই একটা ছোট্ট বিষয় এবং একটা জড় পদার্থ। এর মাঝে কুফরী থাকলেই ৫৬ হাজার বর্গমাইলের একটি সোনার দেশ এবং ষোল কোটি মানুষের বসবাসের একটি বিশাল ভূখণ্ডকে কুফরী রাষ্ট্র বলা যায় না? দেশের আয়তন ও দেশের জনসংখ্যা হিসেবে সংবিধান হল একটি 'কোনা কানি'র বিষয়? তাই এর ভিত্তিতে পুরো দেশের উপর এত বড় ফতোয়া দেয়া যায় না?

মেহেরবানি করে বিষয়গুলো একটু স্পষ্ট করলে উম্মাহ উপকৃত হতো। যে বিষয়গুলো নিয়ে অনেক আগেই উম্মতকে জানানোর প্রয়োজন ছিল, অনেক পরে হলেও সেগুলো নিয়ে কথা যখন শুরু হয়েছে, তখন বিষয়গুলো স্পষ্ট করেই বলা প্রয়োজন। বিভ্রান্ত উম্মাহ আপনাদের দিকে তাকিয়ে আছে! আল্লাহ আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। আমীন।

- **আরো কিছু উদাহরণ**

এ ছিল দারুল হারবের উপর মুফতি আবুল হাসান আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ'র বক্তব্যের উপর কিছু সংক্ষিপ্ত পর্যালোনা। এছাড়াও এবিষয়ে দেশ বিদেশের বিভিন্ন উলামায়ে কেরামের লিখিত ও মৌখিক আরো কিছু বক্তব্য ও 'ফতোয়া' আমাদের সংগ্রহে আছে। কারো লেখা কিতাবে আছে, কারো লেখা প্রবন্ধে আছে, কারো ফতোয়া অনলাইনেও শোভা পাচ্ছে। যাতে নতুন নতুন ইজতেহাদ ও আবিষ্কারের কারিশমাও আছে যথেষ্ট পরিমাণে। যেমন।

- একজন মহান ব্যক্তি বলেছেন, "বাংলাদেশ আক্করাব ইলা দারিল ইসলাম। ভারত আক্করাব ইলা দারিল কুফর।"
- আরেকজন বলেছেন "ভারত দারুল আমান"। সেখানকার মুসলিম নির্যাতনের কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরে একজন প্রশ্ন করলেন, হযরত এত নির্যাতনের পরও তা দারুল আমান হয় কী করে? হযরত উত্তর দিলেন নির্যাতন হচ্ছে ঠিক আছে, তবে দারুল আমান দুই প্রকার। এক প্রকার দারুল আমানে আমলী (কার্যতই দারুল আমান), আরেক প্রকার দারুল আমানে ইতেকাদি (বিশ্বাসগত দারুল আমান)। ভারত হল দারুল আমানে ই'তেকাদি।
- বাংলাদেশ সম্পর্কে এক শায়খুল মাশায়েখ বলেছেন, "ইসলামী রাষ্ট্রে কিসাস আছে, কিন্তু আমাদের দেশে নেই। সেই হিসেবে আমাদের দেশ 'বিলফে'ল' (কার্যত) দারুল ইসলাম না হলেও 'বিলক্বওল' দারুল ইসলাম।"

প্রিয় পাঠক! উদাহরণ আরো আছে। যা আলোচনায় আনার মতো নয়। কয়েকটি উল্লেখ করলাম আমার অপরাধের মাত্রাটা হালকা করার জন্য। কারণ ইতিমধ্যে মুফতি আবুল হাসান আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহর বক্তব্যের পর্যালোচনায় এমন কিছু উচ্চারণ আমি করে ফেলেছি, যা ভদ্র পাঠকের কাছে কিছুটা অসঙ্গত মনে হলেও হতে পারে। উদাহরণগুলোতে তারা লেখকের ধৈর্যচ্যুতির যৌক্তিকতা কিছুটা হলেও খুঁজে পাবেন ইনশাআল্লাহ।

- **সমস্যা একজন ব্যক্তির নয়**

আসলে সমস্যা একজন ব্যক্তির নয়। মূল্যবান কোনো বস্তু যখন বেওয়ারিশ পড়ে থাকে, তখন ভালো মানুষেরও তাতে চোখ পড়ে। শয়তান কুমন্ত্রণার সুযোগ পায়। এ অধ্যায়ের মাসায়েলগুলোও এখন অন্তত আমাদের ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের বেওয়ারিশ সম্পদে পরিণত হয়েছে। দেড় শতাব্দীরও অধিক কাল থেকে তা মুসলমানদের সকল শিক্ষা কারিকুলাম থেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলা হয়েছে। এখন তো সুপরিকল্পিতভাবে দ্বীনি শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে পর্যন্ত কিছু বিষয় সিলেবাসভুক্ত করে সিয়ার ও জিহাদের বিষয়গুলোর বিকৃতি সাধনের কাজও খুব সুচারুরূপে আঞ্জাম দেয়া হচ্ছে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায়। আর কলেজ ভার্সিটিগুলোতে তো প্রাচ্যবিদদের সুনিবিড় পরিচর্যায় তা বহু আগেই সমাপ্ত হয়ে সেরেছে।

বেওয়ারিশ হয়ে পড়ায় এখানে যার যেভাবে ইচ্ছা, যা ইচ্ছা তাই বলে বেড়াচ্ছে। অজ্ঞ শ্রোতামণ্ডলীও অপ্রত্যাশিত নেয়ামত মনে করে সেগুলো গলদকরণ করে চলেছে। যদি কিছু তালিবে ইলম বিষয়টি নিয়ে পড়াশোনা করতেন, এবিষয়ে কিছু বিশেষজ্ঞ আলেম থাকতেন এবং এই অমূল্য রত্নের উত্তরাধিকার গ্রহণ করতেন, তাহলে তারা বিষয়টির তত্ত্বাবধান করতেন এবং কেউ এমন ভুল কথা বললে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করতেন। যেমনটি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

"يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ"
–السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي، طبع مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد، برقم:21439

“এই ইলম বহন করবে প্রত্যেক উত্তরসূরীর ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিরা। তারা তা থেকে অপসারণ করবে সীমা লঙ্ঘনকারীদের বিকৃতি, বাতিলপন্থীদের মিথ্যাচার এবং অজ্ঞদের অপব্যাখ্যা।” -সুনানে কুবরা

বিনীত অনুরোধ!

যারা এবিষয়ে কথা বলেন, আমি তাদের সকলকে অনুরোধ করব, আল্লাহর ওয়াস্তে মেহেরবানি করে একটু কিতাব থেকে কথা বলুন, ফিকহ ফতোয়ার ভাষায় কথা বলুন এবং কোরআন সুন্নাহ ও শরীয়তের দলীলের আলোকে কথা বলুন। আল্লাহর ওয়াস্তে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণীগুলোতে আবারও চোখ বুলিয়ে দেখুন। এ বিষয়গুলো উম্মতে মুসলিমার বর্তমানের সর্বাধিক প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর অন্যতম। কিতাবের সঙ্গে সম্পর্কহীন হয়ে ইলমী ভিত্তি ছাড়া এভাবে কথা বলাও হাদীসের ভাষায় উম্মাহর বর্তমান বিপর্যয়ের অন্যতম একটি কারণ। বিপর্যয়ের কারণগুলো নিজেরা চিহ্নিত না করে মেহেরবানি করে কোরআন সুন্নাহ’র আলোকে চিহ্নিত করুন। তাতে আপনারও উত্তরণ হবে, উত্তরণ হবে উম্মাহ’রও।

শেষ কথা: র‍্যান্ড কর্পোরেশনের একটি মূল্যায়ন

সবশেষে আমাদের সম্পর্কে শত্রুর একটি মূল্যায়ন উদ্ধৃত করে শেষ করতে চাই। কারণ শত্রু সম্পর্কে শত্রুর মূল্যায়ন বাস্তব ও বস্তুনিষ্ঠ হয়। এজন্য সচেতন মানুষমাত্রই শত্রুর মূল্যায়ন থেকে নিজের পাথেয় সংগ্রহ করে এবং করণীয় নির্ণয় করে। আশা করি তা আমাদের গন্তব্য স্থির করতে সাহায্য করবে, আমরা আসলে কোন প্রকারের মুসলিম হিসেবে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হতে চাই।

অনেকেরই জানা আছে, বর্তমান বিশ্বের মুসলমানদের প্রধান শত্রু আমেরিকা-ইজরাইলসহ সকল কুফরি শক্তির দার্শনিক ও চিন্তানৈতিক অন্যতম উৎস ও চালিকাশক্তি হল, অসংখ্য মুসতাশরিকের (প্রাচ্যবিদ) সমন্বয়ে গঠিত রেন্ড করপোরেশন। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তারা মূলত এই র‍্যান্ড করপোরেশনের গবেষণালব্ধ ফলাফল ও নির্দেশনাই বাস্তবায়ন করে; সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা তাদের বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের মাধ্যমে।

সেই র‍্যান্ড কর্পোরেশনের মতে মুসলমানরা চার প্রকার -

"১. ফান্ডামেন্টালিস্ট/মৌলবাদী: এরা ধর্মকে শুধু বিশ্বাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে না; বরং দৈনন্দিন জীবনে ধর্মকে পরিপূর্ণ রূপে পালন করে। র‍্যান্ডের দাবি, এরা হল পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের এক নম্বর ও প্রধান শত্রু। এদের যে কোনো মূল্যে শেষ করতে হবে। এরাই হল পশ্চিমা সংস্কৃতি, পশ্চিমা বিশ্ব ব্যবস্থার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি।

২. ট্র্যাডিশনালিস্ট: এরা মুসলমানদের মধ্যে নরমাল হুজুর শ্রেণি। এ জাতীয় মুসলিমদের গণ্ডি মসজিদ, মাদ্রাসা, শেখা-শেখানো, ফতোয়া, মাসআলা, খুতবা দেওয়া, এসবের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এর বাইরে তাদের মধ্যে নিজস্ব অন্য কোনো কার্যক্রম নেই। র‍্যান্ড বলছে, এরা পশ্চিমা সভ্যতার জন্য মৌলিকভাবে হুমকি নয়।

কিন্তু সাবধান! যদি কখনো এরা ফান্ডামেন্টালিস্ট তথা মৌলবাদীদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহলে বিশাল ঝামেলা। কারণ ট্র্যাডিশনালিস্টদের সাধারণ মানুষের ওপর

প্রভাব আছে। সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানো এদের জন্য সহজ। প্রতি শুক্রবার মানুষ তাদের কথা শুনছে। ছোট্ট একটা অনুষ্ঠান বা জনসমাবেশ করতেও কিন্তু মেলা ঝক্কি। জায়গা ঠিক কর, পোস্টার ছাপাও, এই কর, সেই কর। অথচ মানুষ নিজ থেকেই প্রতি শুক্রবার গোসল করে, আতর মেখে, সুন্দর করে সেজে, ভালো কাপড় পরে, এদের কাছে চলে আসছে। তাই এরা যদি মৌলবাদীদের সাথে একত্র হয়, তাহলে সেটা অনেক বড় বিপদ।

একারণে এ দুটো শ্রেণিকে পরস্পর থেকে দূরে রাখতে হবে। আর যারা ট্র্যাডিশনালিস্ট হুজুর, তাদেরকে নিজেদের মধ্যে মাসলাক-মাযহাব-ফিকহ ইত্যাদি বিভিন্ন তর্কে ব্যস্ত রাখতে হবে। তারা যেন নিজেদের মধ্যেই তর্ক-বিতর্কে ব্যস্ত থাকে, সেই ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. মর্ডানিস্ট মুসলিম: এরা হল ঐসব লোক, যারা ইসলামের নতুন নতুন ব্যাখ্যা করতে চায়। আর এসব নতুন ব্যাখ্যার পেছনে উদ্দেশ্য থাকে ইসলামকে পশ্চিমা বিশ্বব্যবস্থা, পশ্চিমা সভ্যতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা, পশ্চিমা সভ্যতার ছাঁচে ইসলামকে ফেলার চেষ্টা। নীতি নির্ধারনের ক্ষেত্রে র‍্যান্ডের সাজেশান তথা মাশওয়ারা হল, এই মর্ডানিস্টদের সাহায্য করতে হবে, এদের জন্য অর্থায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। আর বিশেষভাবে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে এদের প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ সাধারণ মুসলিমদের কাছে এদের তেমন একটা গ্রহণযোগ্যতা নেই। তাই মিডিয়ার মাধ্যমে এদেরকে বেশি বেশি করে মানুষের সামনে নিয়ে আসতে হবে। যাতে তাদের কথা মানুষের কাছে পৌছে যায়।

৪. সেক্যুলারিস্ট: এরা প্রথম থেকেই পশ্চিমাদের পকেটেই আছে। পশ্চিমের শিক্ষা এরা আত্মস্থ করে ফেলেছে, হজম করে ফেলেছে। এরা মনস্থির করে ফেলেছে, শাসনের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। ইসলাম হল ধর্ম, আর ধর্ম হল বিশ্বাস, ইবাদত আর আচার-অনুষ্ঠানের সমষ্টি। এরা তো ওদেরই লোক।

ইসলামের বিরুদ্ধে পশ্চিমা সভ্যতার সংঘাতে জেতার জন্য, পশ্চিমা বিশ্বের প্রতি র‍্যান্ড কর্পোরেশনের নির্দেশনা হল, মর্ডানিস্ট আর সেক্যুলারিস্ট, এই দুটো শ্রেণীকে সব ধরনের সাহায্য কর। মৌলবাদী তথা ফান্ডামেন্টালিস্ট দলটিকে কঠিনভাবে দমন কর, এদের থেকে ট্র্যাডিশনালিস্টদেরকে দূরে রাখ এবং তাদেরকে ব্যস্ত রাখ নিজেদের

মধ্যকার ইখতেলাফ ও মতপার্থক্যে। এই হল মুসলিমদের ওপর বিজয়ী হবার একমাত্র পলিসি।”[12]

উল্লেখ্য, বর্তমানে সমগ্র বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্নভাবে র‍্যান্ড কর্পোরেশনের কার্যক্রম বাড়ছে। অনেক মুসলিমই এখন র‍্যান্ড কর্পোরেশনের সাথে যুক্ত। এমনকি কওমী ঘরানার অনেক আলেম নামের কলঙ্ক তাদের থেকে রীতিমতো কোর্স করে শিক্ষা ও আদর্শের দীক্ষা নিচ্ছে। ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজিম।

سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وما توفيقي إلا بالله، وصلى الله تعالى عليه وسلم تسليما.

আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহদি
০৫-০১-১৪৪১ হি.
০৪-৯-২০১৯ ঈ.

[12] ড. ইসরার আহমাদের বয়ান হতে চয়নকৃত